ভূমিকা

কবি করুণানিধান বাংলার জীবিত কবিগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহার বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ইনি এখন সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন।

বহুদিন ইঁহার কবিতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলিও এখন বাজারে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের পাঠকসমাজে ইনি অপরিচিত বলিলেই হয়। দেশে সমালোচনা-সাহিত্য এখনও ভাল করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহা হইলে এই কবির কবিতাগুলি লইয়া সম্যক্‌রূপ আলোচনা হইত। এই কবি চিরদিন নীরবে রসসরস্বতীর সাধনা করিয়াছেন—কোনদিন কোন সাময়িকপত্রিকার পরিচালক, সম্পাদক অথবা কর্ত্তৃপক্ষসংঘের মধ্যে ছিলেন না, কখনও কোন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নায়কতা করেন নাই, কোন সংসদ, পরিষদ বা সংঘের সহিত সংশ্লিষ্টও ছিলেন না। সভায় সভায় তিনি পুরোহিত বা প্রধান-অতিথিরূপে নিজেকে জনতার সম্মুখীন করেন নাই। কোন যজ্ঞেই তিনি হোতা, উদ্গাতা বা অধ্বর্য্যুর পদে অভিষিক্ত হন নাই। এক কথায় আত্মপ্রচারের জন্য কোন আয়োজনই ইনি করেন নাই।

আমাদের এই বন্দনীয় কবিকে দেশের লোক ভুলিয়াছে, কিন্তু আমরা ভুলি নাই। তাঁহার কবিতাবলী হইতে আমরা যে আনন্দধারা লাভ করিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। আমাদের কেহ কেহ তাঁহার রচনা হইতে অভিনব রস-প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ তরুণ বয়সে তাঁহার নিকট উৎসাহ, উপদেশ, পরিচালনা লাভে ধন্য হইয়াছেন, কাহারও কাহারও সহিত গুরুশিষ্যের মতই সম্বন্ধ। আমাদের কেহ কেহ তাঁহার রচনাভঙ্গীর অনুকরণও করিয়াছেন। আর আমরা সকলেই পাইয়াছি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ। তাঁহার অনেক কবিতা আমাদের অনেকের কণ্ঠস্থ, তাঁহার কবিতার বহু চরণই আমাদের কাছে সূক্ত বা সূক্তির মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

জীবিত কবিগণের মধ্যে করুণানিধান রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচনাই করুণানিধানের সহজাত কবিশক্তিকে উন্মেষিত করে। কিন্তু তিনি গুরুর অন্ধ অনুকরণ করেন নাই, তাঁহার রচনায় একটি

বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতা আছে। করুণানিধানের রচনার টেকনিক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের রচনা হইতে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের রচনার Sequence ছিল প্রধানতঃ Rhetorical, যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জনের রচনার Sequence · Emotional, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনার Sequence প্রধানতঃ Logical, করুণানিধানের রচনার Sequence এই গুলির কোনটি নয়, এই Sequence-এর ইংরাজী নাম দিতে পারিলাম না। ইহা স্বপ্নাবেশের Sequence. কবি বর্ষাচিত্রে এই বিশ্বকে দেখিয়াছেন বৃষ্টিজলের চিকের মধ্য দিয়া। আমরা বলি, তিনি সমগ্র সৃষ্টিকেই দেখিয়াছেন—স্বপ্নজালের চিকের মধ্য দিয়া। এই দৃষ্টির ফলে সমগ্র সৃষ্টিই কবির কাব্যে অভিনব রহস্যময় রূপ লাভ করিয়াছে। সৃষ্টির এই স্বপ্ন-রহস্যময় রূপই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। করুণানিধান এই রূপমুগ্ধতার ধ্যানযোগী। করুণানিধানের রূপমুগ্ধ হইবার শক্তি অগাধ। কবির কাব্যে ধ্বনির সহিত রূপের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে। শব্দগুলি যে অর্থের দ্যোতনা করে, কেবল তাহাদের ধ্বনিই সেই অর্থই ব্যঞ্জিত করে। কোথাও কোথাও শব্দগত অর্থের দৈন্য শব্দধ্বনিই পূরণ করে, ধ্বনিই বাণী-রূপ ফুটাইবার সহায়তা করে এবং অনেক সময় রূপচিত্রের পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে। শব্দের ধ্বনি-প্রবাহ আমাদের কানেও স্বপ্নজাল বয়ন করিয়া দেয়।

করুণানিধানের কবিতার রস উপলব্ধি করিতে হইলে বাস্তব ভুলিয়া স্বপ্নরসের রসিক হইতে হইবে। যাঁহারা ক্ষণকালের জন্য চারি পাশের বস্তুজগৎকে ভুলিয়া স্বপ্নমাধুরীতে বিভোর হইতে পারেন না, তাঁহারা তাঁহার কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কবি যৌবনে তাঁহার কাব্য-জীবনে যে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সে লোকে দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, পাপ নাই, মালিন্য নাই, জৈব জীবনের কোন চাহিদার কথা নাই, জরামরণও নাই। তাঁহার নিজের জীবনের শত দুঃখ দৈন্য, অভাব, অভিযোগ কিছুই সে লোকে স্থান পায় নাই। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে যে কূটস্থতা বা Detachment প্রধান ধর্ম্ম, তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। করুণানিধান কবিতাকে বাস্তব জীবনের অভিব্যক্তি বা বাস্তব জগতের চিত্র মাত্র মনে করিতেন না—তিনি মনে করিতেন—এই কাব্যলোক ত্বরাতপ্ত, জরাশপ্ত, আধিব্যাধিময়, দুঃখক্লেশে ভরা বাস্তব-জগৎ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার আশ্রয়—সমস্ত তাপজ্বালা ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভের আশ্রম।

বর্ত্তমান যুগে কাব্যের আদর্শ বদলাইয়া গিয়াছে—করুণানিধানের রসাদর্শকে স্বপ্নবিলাস বলিয়া বর্ত্তমান যুগের লেখকরা হয়ত উড়াইয়া দিবে। আমরা কবির সঙ্গে সঙ্গে একদিন স্বপ্নলোকে পরিভ্রমণ করিতাম—সে স্মৃতি আজিও আমাদের আনন্দ দেয়। এক কথায় করুণানিধান—রূপের কবি, সুরের কবি, স্বপ্নের কবি—আনন্দের কবি। আধি-জীবনের কবি তিনি নহেন, অধিজীবনের কবি তিনি। আমাদের এই বাস্তবতার উপরে যে একটা সর্ব্বমালিন্যশূন্য আনন্দময় জীবন আছে, করুণানিধান তাহারই কবি।

করুণানিধানের কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে সাহিত্য-প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছিলাম এখানে তাহাই উৎকলন করি—

"স্বপ্নদৃষ্টির একমাত্র কবি করুণানিধান। স্বপ্নরস বলিয়া কোন রস নাই। এই কবি স্বপ্নকেও একপ্রকার রসে পরিণত করিয়াছেন। সকল প্রকার মাধুরীর সম্ভোগেই একদিন ক্লান্তি আসে। জাগ্রৎ সক্রিয় সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা যে মাধুরী লাভ করি—তাহাতে ক্লান্তি আসিলেই আমাদের অবসন্ন মন কিছুক্ষণ স্বপ্নমাধুরী উপভোগ করিয়া অলস আনন্দ পাইতে চায়। এই স্বপ্নমাধুরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি,—এই মাধুরী প্রধানতঃ 'রূপে' ফুটিয়াছে করুণানিধানের রচনায় আর 'ধ্বনিতে' ফুটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়। কবির স্বপ্নদৃষ্টি শুধু বর্ত্তমানের পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিকেই স্বপ্ন-মাধুরীময় করে নাই, অতীতের স্মৃতির পথে, ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার পথেও কবি স্বপ্নদৃষ্টিকে প্রেরণা করিয়াছেন। আপনার সকল সুখদুঃখ, জীবনের সকল ভাব অনুভূতির উপরও তিনি স্বপ্নদৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সে জন্য এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতায় স্বপ্ন, মায়া, যাদু, তন্দ্রা, তন্ময়তা, বিহ্বলতা ইত্যাদি কথারও বারবার উল্লেখ আছে। কবি সৃষ্টিকে যাদুকরের লীলা মনে করেন,—কোথাও এই সৃষ্টিকে বলিয়াছেন 'নয়নের মায়ামণি',—কোথাও বলিয়াছেন,—'দিনের রঙে এই দুনিয়া তাঁহার চোখে ঝাপসা লাগে'—'আবছায়ারা চোখের উপর আলপনা দেয়।' কোথাও বলিয়াছেন—'কে যেন তাঁহার মনের চোখে মেঘলা কাজল বুলাইয়াছে।' অতীত তাঁহার কাছে—'সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত শিখর।' কবি কখনো 'মোহিনীর কুহকরথে গরলভরা ঘ্রাণে আপনাকে মূর্চ্ছাহত' দেখিতেছেন; কখনও 'সুনয়নার মায়ামণির চিরগোপন ইসারাতে' পথ ভুলিতেছেন,—ইত্যাদি

এই কবিতাগুলি যে স্বপ্নদৃষ্টিরই ফল—তাহার একটা প্রমাণ ইহাদের রচনারীতির পরম্পরা বা অনুক্রম যুক্তিগর্ভ নয়, আবেগাত্মক নয়, বক্রোক্তিমূলক

নয়, ইহাদের অনুক্রম স্বপ্নবিলাসেরই অনুবর্ত্তী। যেন অনেকটা Reflexive। এই রীতির ভাষাও স্বপ্নেরই ভাষা। অন্য শ্রেণীর কবিতায় যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও অর্থসঙ্গতি থাকে—এগুলির মধ্যে তাহা অক্ষরে অক্ষরে খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। স্বপ্ন-মাধুরীই ইহাদের স্থায়ী ভাব। ইহাদের বিভাব অনুভাব সবই স্বপ্নজগৎ হইতে আহৃত এবং কারুণ্য, অনুরাগ, ঔদাস্য, শম ইত্যাদি যে ভাবগুলির আভাস পাওয়া যায়, তাহারাই এ শ্রেণীর কবিতায় সঞ্চারী ভাব।

স্বপ্নে যে আনন্দ আছে, তাহাও একটা রসানুভূতির সৃষ্টি করে। প্রাচীন আলঙ্কারিকরা সে রসানুভূতিকে কাব্যমনস্তত্ত্বের মধ্যে ধরেন নাই। কারণ, জ্ঞানজা মনই তাঁহাদের বিচার্য্য, স্বপ্নাবিষ্ট মনকে তাঁহারা রসরাজ্য হইতে বাদ দিয়াছেন।

উপসংহারে কবির সংবর্ধনা-সভায় পঠিত কবিবর শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের কবিতাটি এখানে উৎকলন করি—

১৩৫৫। ৩০ ভাদ্র

শ্রীকালিদাস রায়
সম্পাদক

সন্ধ্যারতি

[কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে]

(১)

সন্ধ্যা হ'য়ে এল, কবি ! তুমি আগে, আমি তব পিছে,
চলেছিনু সেই পথে, যার 'পরে আলো না ফুরায়।
আজ এই দিবসান্তে মনে হয় সেই আশা মিছে,
গগন-গবাক্ষে কোন দীপ কোথা জ্বলে না যে হায় !
সুন্দরের সাম-গান শুনেছিনু তব কণ্ঠে, কবি,
সেই মন্ত্রে যৌবনের সোমরস—একমাত্র হবি—
ঢেলেছিনু বাণী-যজ্ঞে, উত্তরিতে সেই অলকায়,
নিত্য-জ্যোৎস্না বসন্তের রাতি যেথা কভু না পোহায়।

(২)

আজও তুমি আগে আগে—আমি তব পিছে চলিয়াছি,
এবারের যাত্রাপথে হারা'বনা পদচিহ্ন তব ;
আজও গেঁথে আনিয়াছি সেই ফুলে মালা একগাছি—
রূপে যার একদিন রচিতাম স্বপ্ন নব-নব।
আপনি লইতে কণ্ঠে সে মালিকা তুমি প্রীতিভরে,
ফুল মোর বড় হ'য়ে ফুটিত যে তোমার আদরে !
আজ আর কণ্ঠে নয়, একটুকু পরশন যাচি'
বাঁধিলাম করমূলে, জানাবারে—আজও আমি আছি।

(৩)

সেই আমি !—তবু মোর মুখপানে চাহিয়া বিস্ময়ে
কি ভাবিছ ? হানিছে না কোন ব্যথা তব বক্ষোমাঝ
শীর্ণগণ্ড, ম্লান-আঁখি ধরা দিবে কোন্ পরিচয়ে ?—
কবিত্বের উপনামে ঢাকিবে [illegible] নরত্বের লাজ !

তোমার কাহিনী, বন্ধু, জানি নহে কারো সমতুল,
এ শীত-সায়াহ্নে তবু ঝরে নাই মনোবন-ফুল !
নীরব যদিও কণ্ঠ, তবু আছে বক্ষে আলিঙ্গিতা
জীবন-মোহিনী বাণী,—সে যে তব চির-পরিণীতা ।

(৪)

জমিছে সবুজ ঘাসে এখনো সে ব্যাকুল বকুল,
দামিনী তেমনি নাচে, মেঘে তাই বাজে পাখোয়াজ ;
ভালে কোহিনূর-টিপ, ঝিলিমিলি রেশমী-দুকূল—
নামে সন্ধ্যা তালীবনে, পাখী করে কাঁকণ-আওয়াজ !
রূপার ফলক তোলে চন্দ্রকব তালের বাকলে,
মুঠি ভরি' জ্যোৎস্না ধরে কে তরুণী লতাকুঞ্জ-তলে !
প্রভাতে গিরির শিরে—দেখ দেখ, কে গিয়েছে ফেলি'—
কি সুন্দর !—যেন সে ময়ূরকণ্ঠী কুয়াসার চেলী !

(৫)

দীপ্ত প্রবালের শিখা—দিক্‌প্রান্তে পলাশের বন !
ডালিম-ফুলের ডালি কে সাজায় সাঁজের আকাশে !
জাফ্‌রান-মেঘে সেই পলাতক চাঁদের চুম্বন ,
নদী ধায়—জরীর ফিতায়-বোনা জলের ফণা সে !
আজও তুমি হের সবি স্বপ্নসম—মন্ত্রমুগ্ধবৎ,
ভুলায় পথের জ্যোৎস্না, আজও কাঁপে প্রাণ-পারাবাত !
তবু আজ একা তুমি,—যখন গভীর হয় রাতি,
ঢুলে প'ড় একাসনে, শয্যা কেহ রাখে না যে পাতি' !

(৬)

হে সুহৃদ্, আজ আমি কি শুধাব—সে কোন্ কুশল ?—
দেখা হ'ল পথিপ্রান্তে, বহুভাগ্যে ক্ষণেকের তরে ;
বল বন্ধু, আরো কত তীর্থহ্রদে—তুহিন-শীতল—
গাহন করিলে তুমি, নগ্ন তনু কত না শিহরে !

হরিদ্বার-কনখলে পিপাসার করিলে তর্পণ,
কারে স্মরি' মঠে মঠে লুটাইয়া করিলে ক্রন্দন ?
নীলাচলে কি হেরিলে—সে অকূল বারিধি-বাসরে ?
দারুব্রহ্মে প্রণমিয়া কোন্ বর মাগিলে কাতরে ?

(৭)

কাতর ?—তোমারে, কবি, কোন্ বিধি করিবে কাতর ?—
জন্ম হ'তে সঁপিল যে নিখিলের রূপ-নারায়ণে।
সেই রূপে উজলিয়া উঠে ধূলি, ম্লান তৃণস্তর,
কঠিন তরল হয় হৃদয়ের রস-রসায়নে !
সুন্দরের পাণিস্পর্শে মিলায় সে নিমেষের ক্ষত,
ক্রন্দন ভুলিয়া যাও, বাঁশি পেয়ে—বালকের মত !
ডাকে তোমা বন গিরি, নদী মেঘ, জলধি অম্বর,
ডাকে কাননের পাখী—কাঁদিবার কোথা অবসর ?

(৮)

আমার বন্দনা লহ, লহ মোর প্রাণের প্রণাম,
ছন্দে রচি' দিনু যাহা তুমি লও তাহার অধিক,
কত না করিনু সাধ—উচ্ছ্বসিয়া গাহি তব নাম,
তাহাও নারিনু হায়, আজ আমি ছিন্নকণ্ঠ পিক !
বেদনার বাপীতলে কোন্ উৎসে উথলিছে প্রীতি ?
ব্যাকুল করিছে মোরে জন্মান্তর-যৌবনের স্মৃতি !
তবু সে চাহিনা ফিরে' সেদিনের সে 'স্মর-গরল',—
তার চেয়ে ভাল যে গো 'ধান-দূর্ব্বা' আর 'শান্তিজল'।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ভ্রূকুঞ্চিল মরণ-বধূ—রইনু নিরুত্তর,
অর্পিল মোর শিথিল শিরে তৃপ্তি-শীতল কর।
আবৃত এই বক্ষ-দোলায় স্পন্দ হ'ল সুরু ;
এগিয়ে এল রুদ্ধ অধর, স্বপন-মাখা ভুরু,—
যাদুকরীর ফুলের তোড়া মন্দ-বিষে ভরা,
বশীকরণ-মন্ত্র-গীতি সর্বদুখহরা।

বসন্ত-অভিসার

ফুল ফোটে আজ বসন্তর,
সাজে কি লাজ-বসন তোর,
ওই, অলক-দামে চিকন্‌কালো কুন্তলে ?
আয়, দুল্‌বি কে কে পুন্নাগেরি শাখায় বাঁধা হিন্দোলে।

দোল-দোলনে ঢিলা হ'য়ে সোহাগ-বেণী যাক্ খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্ নে মুখ, তাকা' তোরা চোখ তুলে।
মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ-বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যূঁই-বেলাতে দখিন্ হাওয়া যায় বুলে—
তাকা' তোরা চোখ তুলে।

চৈত্র-রাতি, আকুল রতি ফুল-শরে !
ঘর ছেড়ে চল্, তমাল-বীথির পথ ধ'রে।
কোন্ পুলিনে নীল সলিলে,
খেল্‌বি খেলা সবাই মিলে,—
মন্ত্র নিবি বন-বিহারীর মন্তরে—
সে যে বাঁশির ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধ'রে।

বস্‌বি কে রে মুখোমুখি তার সনে—
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে বুকে প্রাণ-বঁধুয়ার স্পর্শনে।

মান-ভাঙানোর দিন গেছে রে, কুঙ্কুমে আজ রঙ্‌-ভাঙা,
জ্যোৎস্নাধারা পিচ্‌কারিতে কর্‌ রাঙা,—
উন্মাদিনী রাইকে নিয়ে
ফাগের রসে দে রাঙিয়ে,
ছলিয়ে শাখা ঝরন্ত ওই ফোটা-ফুলের চিক্‌ টাঙা।

কি যায় আসে ইমন, কাফি, সিন্ধু বা সর্‌ফর্দাতে ?
নগ্ন পরাণ ঢাকুক্‌ সুরের পর্দাতে।
কপোল চাপি কান্ত হাতে
দিক্‌ সে চুমা চোখের পাতে,
ঝরুক্‌ অধর-কমল-মধু আজ রাতে,
চোখোচোখি মন মাতে আজ দোল্‌নাতে।

কে বিছালো ফুল-বিছানা আজ ব্রজে ?
কলঙ্ক ভয় উপেক্ষি' আয়, মনে যদি মন মজে।
করুক্‌ অশোক কাঞ্চনেতে,
কানাকানি কুঞ্জে যেতে—
ওরে, টুট্‌ল রসের কুম্ভ কাহার, বাজ্‌ল চরণ-পঙ্কজে ?

পুষ্প-রসের উৎসবেতে নাচ্‌বি তোরা হাত ধ'রে,
'সমে'র ঘরে ডাক্‌বে কোকিল ঘুম-ঘোরে,
মাঝ্‌-আকাশে হাসে শশী,
ত্বর্‌ সহেনা আয় রূপসী ;
ওলো, আজ্‌কে ঘরের বাইরে কবির, কল্প-বাসর ফুল ঝরে।

ফল্‌ল পারিজাতের স্বপন, ফুল-মধু দেখ আল্‌পনা,
নূপুর বোলে উন্মনা।
বয় যমুনা রঙ্গিলা,
আয় রে প্রাণে প্রাণ মিলা,
রস-মাধুরী সব বিলা,
বঁধুর করে, যার আদরে রইবি চিরযৌবনা।

প্রাক্তনী

পূর্ণিমা রাত, ঘুমিয়ে ছিলাম ঘাসের বিছানায়,
পাহাড়-কোলে শালের ছায়ায় ছিল না আর কেউ,
মনের কানে কাঁপ্‌তেছিল বিস্মৃত পর্দায়
হাজার-বছর-আগের-বাজা বাঁশির সুরের ঢেউ;
বঁধুর সনে মিল্‌ত গলা মধুর বেদনায়,
হাজার বছর আগেকার এক বাসন্ত সন্ধ্যায়।

চুকিয়ে খেলা আকাশ-পথে একটি পথিক-তারা,
মর্ত্যবালার রূপের শ্রীতে জাগিয়ে দিল মোরে,
পাণির তলে লুকায় পাণি; আঁখি পলক-হারা,
কি দেখিলাম স্বপ্ন-ছবি জাগন্ত-ঘুম-ঘোরে।
বনের বীণা বাজিয়ে বহে যৌবনেরি হাওয়া;
সে যে আমার থির-বিজুরি, যায় না চোখে চাওয়া।

তারারা সব পালিয়ে গেল দিগ্‌বলয়ের পারে,
সাঁঝ-সাগরের ফেনায় ভেসে বুদ্‌বুদেরি প্রায়;
আপ্‌না ভুলে যতই ভালো বাসনু আমি তারে,
ততই সে মোর মন ভুলাল ফুলের পশরায়।

বসুন্ধরা তাকিয়ে আছে আজ্‌কে তাহার তরে,
অশ্রু তাহার শিশির-ফোঁটা তৃণের চোখে ঝরে

বাসনা

ছুটব আমি সরল প্রাণে পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুটব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে সুরের মিঠে স্রোতে।

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উজান যাব ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার ভাঁটা,
এপার ওপার সাঁতার কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে, নীল আকাশের তলে

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব, পাল তুলিব নায়ে,
মাঝ্‌গঙ্গায় জাল ফেলিব উদাস আদুল গায়ে ;
গাঙ্‌চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল' মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে মোতির সাত-নরী ;
কদম-কেশর শিউরে উঠে পড়্‌বে ঝরি' ঝরি'।

মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টিধারার 'চিকে' ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে নারিকেলের সারি।

শিল কুড়ায়ে বাঁধ্‌ব মোয়া লাঙল দেব ভূঁয়ে,
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ডাক্‌বে দেয়া, আস্‌ব আমন রুয়ে'।
আকাশ-ভাঙ্গা মুষলধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়,
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড় পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে'।

তল্‌তা বাঁশের ছিপ্‌টি হাতে, 'ছাতিম-তলার' ঘাটে
রইব ব'সে রৌদ্রমাখা বৃষ্টিজলের ছাটে ;
'চারে'র মিঠা গন্ধে উতল
উঠ্‌বে ভেসে রোহিত চিতল—
উড়িয়ে 'ঢাউস' গ্রামের ছেলে মিল্‌বে খোলা মাঠে।

অবাক্ হ'য়ে দাওয়ায় ব'সে দেখ্‌ব তুপুর-বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয় পাখীর সাঁতার-খেলা ;
কাঠঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌ছে গভীর—পাখায় রঙের মেলা।

কাঠবিড়ালী বেড়ায় ছুটে রান্নাঘরের চালে ;
জিহ্বা মেলে ধুঁক্‌ছে 'ভুলো' সাম্‌নে ঢেঁকিশালে।
গাছভরা ওই পেয়ারা-ফুলে
মৌমাছিরা পড়্‌ছে ঢুলে
র'য়ে র'য়ে দোয়েল ডাকে বাবলা গাছের ডালে।

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে রৌদ্র এলে পড়ি,
কয়লাগুলো রাঙ্গিয়ে দিয়ে টান্‌ব যাঁতার দড়ি ;
ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে নেয়াই পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যূঁই—আলোর ছড়াছড়ি।

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা, রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে গল্‌বে মনঃপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা,
ফির্‌ব ঘরে দুঃখভরে ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

মেয়েটি মোর আগ্‌বাড়ায়ে দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় প'রে সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দু'টি
আদর-দোলে উঠ্‌বে ফুটি
'ফণী-মনসার' বেড়ায়-ঘেরা 'দুর্গা-দীঘির' ধারে।

শিউলি ফুলের গন্ধে যাবে সন্ধ্যাখানি ভ'রে,
জ্যোৎস্নাধারা পড়্‌বে ঝ'রে দূর দেউলের 'পরে ;
অঙ্গ মাজি' দুধের সরে
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে',
সইএর সাথে গৃহিণী মোর আস্‌বে ফিরে ঘরে।

সারাদিনের শ্রান্তিভরা, শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম ভোগ করিব রাতে।

না ফুটিতেই উষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ' প্রাণের একতারাতে।

গান

ওই তালের-সারি-আঁকা জলে
পদ্মমালা হেলে দোলে,
ঘাসের বনে কি সুষমা শুভ্র শেফালির!
রৌদ্রঢালা সুনীল গাঙে
ঢেউএর শিরে হীরক ভাঙে,
তীরে-নীরে শিবের দেউল, ত্রিশূল-তোলা-শির।
বনের ফাঁকে, গিরির কোলে,
শঙ্খচিল ওই হাওয়ায় দোলে—
কী বিচিত্র রঙ্গভঙ্গী কানন-কুরঙ্গীর!
উষার সোনার-কলস-জলে,
সন্ধ্যারানীর চেলাঞ্চলে—
কোহিনূরের কিরণ-ঝারি মোদের জননীর।
দীর্ঘ আখের ক্ষেতের ধারে,
শরের বনে বিলের পারে,
জড়িয়ে ধ'রে চাষীর গলা ঢাল্‌ব আঁখি-নীর।
মিল্‌ব তাদের রোগে শোকে,
ব্যথার-ব্যথী--দরদ-দুখে
আপন ক'রে নেব তাদের বাঁধন সুনিবিড়।

স্বপ্নময়ী

এক বোঁটাতে দু'বার ফোটে
তার লতা-গৃহে কেলি-কদম ফুল,
মরি, কপোলে তার আল্‌গোছে কে
বুলিয়ে দেছে শাদা কেশর-ধূল।
কেয়া-রানী ঘোম্‌টা-ছায়ে
রেশ্‌মি গুঁড়া মিশায় তাহে,—
ভোরের তারা নয় সে যুগল কাজল তারার তুল।

দাঁড়িয়ে কাছে দেয় না ছোঁয়া,
আড়াল রচে ধূপের ধোঁয়া,
দোলে 'উপর-কানে পিপুল-পাতা', নীচের কানে দুল।
তারই গানের সুরের রেশে
তরী মোদের যায় রে ভেসে,
অদূর-সুদূর এক করে সে,—হারিয়ে ফেলি কূল।
পড়্‌লে ঢুলে কপট-ঘুমে
সোহাগ-ভরে হাতটি চুমে,
তার নূপুর সাথে ছন্দ গাঁথে পাগ্‌লা এ আঙুল।
চেনা পথেও পথ খোঁজে কে?
কাঁকণ ভিজে বাদল লেগে,
ঝড়ো হাওয়ায় জলের ধারায় শিথিল এলোচুল।

আজো তেম্‌নি হেরি মুখের আদল,
একটি রেখাও হয় নি বদল,
রঙে-রসে-টস্‌টসে গো পাই নে কোথাও ভুল।—

ঝাপ্‌সা-আঁধার-আঁকা ছবি
দেখ্‌ছে চেয়ে নীরব কবি,
গেছে শূন্য ক'রে বড় সাধের মিলন-বকুল-মূল।
মরমী বীণ্‌ মুদারাতে
কাঁদন গাহে দিনে-রাতে,
পিইয়ে মধু মক্ষী গেছে,—দংশেছে ভীম্‌রুল।

মাল্যবতী

রসাল-বনে মুকুল সনে কর্‌ছে খেলা কে ?
চিন্‌তে আমি পেরেছি ওই স্বপন-মালাকে।
মুখ চিনেছি, চিন্‌তে নারি কৌতুকী তার মন,
চোখের কোণে চেয়ে-চেয়ে হাস্‌ছে কি কারণ ?
দখল ক'রে আছে সে মোর সকল কামনা,
ফাগের থালি খালি ক'রে কর্‌লে আন্‌মনা।
বাঁশির মত ঝঙ্কারিয়া ডাক্‌ত হাসির সুর,
ফাগুন-রসে ভরা কলস কর্‌লে সে ভর্‌পূর।
তালে তালে বাজিয়ে কাঁকণ দেয় সে করতালি,
কখন্‌ গড়ে সোহাগ-বেড়ী, কখন্‌ চতুরালি।
জরা যে দিন তরুণ বুকে দেয়নি এসে হানা,
দখিন হাওয়া উড়িয়ে দিত সরম-রাঙা-মানা,
নিঙ্‌ড়ে দিত এই তৃষিতে কামিনী-ফুল-ঝুরা,
ফেনিয়ে দিত পেয়ালাতে বিষামৃত-সুরা।

সে যে আমার রাত-প্রভাতের চিত্ত-চমৎকার,
চুমা দিয়ে কর্‌ত মধুর সমস্ত সংসার।

মোতির ঝালর ছুলিয়েছে সে গরীব-খানায় মোর,
কে জানিত তার বিহনে গল্‌বে আঁখির লোর!
কে ভুলিবে মধুভরা আদর-পরিহাস?
সেই দিয়েছে অপূর্ব সুখ, অপূর্ব নৈরাশ।
ভাণ্ডার মোর উজাড় ক'রে পেয়েছিলাম মন,
কোন্ সকালে পালিয়ে গেল প্রেমের হীরামন্।
ওজন ক'রে যত রতি কর্‌লে হাসি দান,
পরখ্ করো, অশ্রুকণাও ঠিক তারি সমান।
বীণার কাজে সেতার বাজে, মল্লার দেয় সাড়া,
কে বুঝিবে স্মৃতির গীতি মরমী জন ছাড়া?
কখন্ স্ফটিক-পাত্র টুটে কর্‌লে অধর-ক্ষত,
কি তীক্ষ্ণ ধার, ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরির মত!
হায় রে চপল মন-মনুয়া বন্দী তারই ফাঁদে,
চুপিসাড়ে কোত্থেকে সে সব সুখে বাদ সাধে।

বর্ষায়

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে 'ঢল',
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল—বড় দুরন্ত মেয়ে।
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে না'ক হাট,
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাট্ ঝরিতেছে একঘেয়ে।

ভাসিল পুকুর আউষের ভূঁই
পালায় কাৎলা কালবোস রুই,
আঙ্গিনায় জল করে ছল্ ছল্ ব্যাঙ ডাকে, হাঁস চরে।

কাঁটালি চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল বাতাস।
গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম ফেটে যায় রসভরে।

ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই ;
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই ;
চলে গেছে চিল, গগনের নীল গ'লে গেছে জলধারে।
রাঙা আঁখি মেলি আনারস রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত তাজ।
লেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ—চন্দন দীঘিপারে।

মেঘমন্থর জল ঝরঝরে
যত কেয়াঝাড় ফুলে গেছে ভ'রে,
বেধেছে সমর ভ্রমরে ভ্রমরে মধু-লুণ্ঠন লাগি।
পাতার প্রান্তে খর কণ্টকে
পাখা কাটাকাটি অলির কটকে,
কান্ত কঠোর কুসুম তোটকে পরাগের ভাগাভাগি।

যূথী মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি,
মুক্তার পাঁতি যায় গড়াগড়ি,
ধূলাকাদা মাখা পাঁপড়িতে ঢাকা কামিনী তরুর তলা।
দূর নির্জনে তমালের ডালে
শ্যামলা মালতী সুধাধারা ঢালে,
বন-তমালের কানে কানে তার কি কথা হ'ল না বলা।

এতদিন ধরি বলি-বলি-করি
যে কামনা বুকে রয়েছে গুমরি
আজি সমাদরে অধরে অধরে তাহা কি জানাতে পারি,

জাগাতে পারি কি মৃদু গুঞ্জন,
চারু চুম্বন, সুধা-ভুঞ্জন ?
হে বঁধু আজি এ মধুর বাদলে মন সামালিতে নারি ।

আজি এ আঁধার আর্দ্র বাসরে
যে জনা যাহারে চাহে অন্তরে,
সে তাহারে দিক আশার অধিক অমর সোহাগ-সুধা ;
বুকের নিকটে নিক তারে টেনে,
চুম্বন দিক্ কোলে তুলে এনে,
চিরজনমের প্রিয়জন জেনে মিটাক্ প্রাণের ক্ষুধা ।

বাদ্‌লা হাওয়ায় বুকে ওঠে ঢেউ,
এ ঢেউএ ডুবিতে নাহি কি গো কেউ ?
উদাসীন প্রাণ করে আন্‌চান্ কারে যেন দিতে ধরা ।
দেখেছিনু তায় সোনার উষায়,
ডেকেছিনু তারে আঁখির ভাষায়,
ভোর হ'য়ে দোঁহে সুখের নেশায় হেরিতাম মেঘকরা ।

বিজলি-ঝলসা নিচোল-প্রান্তে
পথ দেখাত সে এ দিগ্‌ভ্রান্তে ;
উজ্জ্বল তার উচ্ছল আঁখি ক্ষীণ-কজ্জল ভুরু ।
আজি দুর্য্যোগে ভরা বরষায়
পথ চেয়ে আছি তারি ভরসায়—
ওগো, জল-কলরবে মিলাইয়া যায় হৃদয়ের দুরুদুরু ।

পদ্মপুকুরে

মেঘের ছায়া-ঢাকা, সজল কেয়াঝাড়,
পদ্মপুকুরের সবুজ ঢালু পাড়,
তরুণ তরুলতা বাতাসে কহে কথা—
আমারি নাহি গাথা ভুবন ভুলাবার।
কে যাচে সুধামাখা ফটিক জল—
তৃষা কি পূরিবে না বল রে বল্।
নাচে কদমমূলে শিখী পেখম তুলে
গরজে গম্ভীরে জলদ-দল।
সমুখে করবীর দোছল ডাল;
ছোট্ট টুন্‌টুনি শিখিছে তাল।
ফুরালো জল ঝরা, বকুল ফুল ভরা
গ্রামের চেনা পথে ফিরে রাখাল।
উপর পানে চাহি—দোলে অধীর
তালের বাকলেতে বাবুই নীড়;
বলাকা উড়ে যায় কে জানে কে কোথায়!—
হয় তো নয় তারা এ পৃথিবীর।
যূথিকা সুরভিত কুঞ্জময়
শ্রান্ত সুরে ভরা কি অনুনয়!
নিশার এলোচুল ঢাকিল আঁখিকূল—
কে যেন বুঝাইল সে নয়, নয়!
আলোয় লীন আলো, ছায়ায় ছায়—
আকাশে আর কিছু দেখা না যায়।
কোথা সে শোভা কুই? আমি কি তার নই?
এ ভরা আঁখি মোর ভরিল করুণায়।

দিনান্ত মেঘে

আকাশের শেষে অবনীর শেষ ;
মেঘের ওপারে শ্রান্ত দিনেশ,
এলাইয়া পড়ে সন্ধ্যার কেশ দখিনায় দুলে' দুলে'

শোভায় শোভায় আভায় আভায়
ঢেউএর উপর ঢেউ খেলে যায়,
হিঙ্গুল বরণ ঢাকিছে সোনায় দূর পাহাড়ের কূলে।

মেঘের প্রান্তে জ্বলিতেছে হীরে,
জ্যোতির ভিতরে জ্যোতিঃ পড়ে চিরে,
কি ফুল ফুটেছে শিখার শরীরে মেঘের রন্ধ্রপথে !

রকতে রজতে কনকে কাজলে,
মিশেছে উদারে মধুরে উজলে,
ভাসে শত জবা যমুনার জলে, ছোটে তুরন্ত স্রোতে।

নিবিল সহসা কাঞ্চনী শিখা,
কে গেল ছিটায়ে মসীর কণিকা—
নবীন নিবিড় নীল যবনিকা—আধেক ঢাকিল সবি।

শূন্য নয়ন পূর্ণ ভরিয়া
আমি সে মদিরা লইনু হরিয়া—
পাগল পরাণ পাগল করিয়া ডুবিল সন্ধ্যারবি।

সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি

তোমার আলো সব ভুলালো লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি চুলের তারার মালা ;
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি তোমার সোহাগ পেয়ে।
অলক-ঢাকা কোমল পলক, নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার চুলের সুরভি।
কোহিনুরের টিপ্‌টি ভালে, কাণে রতন দুল,
বরণ-কালের তরুণ বধূ রে দুলালী ফুল !
এস নেমে আমার ঘরে, তালী-বনের তলে।
এস মানস-নন্দিনি মোর, এস আমার কোলে।
সংসারে নাই ঠাঁই-ঠিকানা, এক্‌লা কাটাই দিন,
কৈফিয়তের ভয় রাখি না—সব-দায়িত্ব-হীন।
বনের ফাঁকে কুড়িয়ে বেড়াই শুক্‌নো ঝরা ফুল,
হিজিবিজি-লেখা খাতায় কাটি কতই ভুল।
হের, দিগ্বলয়ে বেগুনি-নীল গিরিশ্রেণীর চূড়ায়,
পরীরা ওই সারি সারি মণির ফানুস উড়ায়।
হেথায় যাহা ভাবে আঁকা, রূপে হোথায় রাজে,
জলধনুর বীণার তারে আলোর সুরটি বাজে।
এস মানস-দুলালি মোর আমার খেলার ঘরে,
তোমার রঙের ইন্দ্রজালে দাও গো নয়ন ভরে'।
তুহার আলো সব ভুলালো লো অমরী বালা,
এস—এস চঞ্চলিয়া চুলের তারার মালা।

অতীত

নাই সে সরল কিশোর বয়স, সাঙ্গ সুখের খেলা,
আম্র-বনে সখার সনে প্রাণের কথা বলা,—
পথের বাঁকে গাছের ফাঁকে
শালিক শ্যামা দোয়েল ডাকে,
শালুক-ফোটা বিলের বুকে ভাসে কলার ভেলা !

মিল্‌ত কত খেলার সাথী সাঁঝের বেলাটিতে,
আস্‌ছে ভাসি' তাদের হাসি স্মৃতির তটিনীতে,—
বাঁশীর সুরে মাঠের মাঝে
কোথায় গৌড়্‌-সারঙ্‌ বাজে ?
অনুরাগের উৎস জাগে সুরের লহরীতে।

উড়িয়ে 'ময়ূর-পঙ্খী' ঘুড়ি চিলের ছাতে উঠে,
জয়োল্লাসে অট্টহাসে দেশের ছেলে জুটে'—
কোথায় রে সেই খেলার সাথী ?
ঝাউ-বাগানে চড়ুই-ভাতি—
নির্ভাবনার মূর্ত্তিগুলি ফুলের মত ফুটে।

একত্তরে' যাদের সাথে ফল্‌সা-বনে ঢুকে'
অম্ল-মধু ফলের লোভে জল সরিত মুখে ;
গাছের তলে গ্রামের মেয়ে
আঁচল মেলে দেখ্‌ত চেয়ে
লোহিত-কালো ফলের থোলো ডালের ভরা বুকে

'বুড়ো শিবে'র মন্দিরে সেই বটের ঝুরি ধরি'
মনের সাধে দুল্‌ত এসে 'হাবুল' 'ভোলা' 'হরি';
রথের দিনে মিতের সনে
সুখের তুফান জাগ্‌ত মনে
চোখে চোখে চল্‌ত কথা নাগর-দোলা চড়ি'।

স্থল-কমলে কর্‌ত আলো 'দত্ত-দীঘি'র তীর,
'চাল চিত্তির' কর্‌ত 'পোটো' সিংহ-বাহিনীর—
আগমনীর ললিত স্বরে
ঘরের ছেলে ফির্‌ত ঘরে,
বছর পরে কোলাকুলি ভাসান্‌-রজনীর।

ভোরের ভজন-খঞ্জনী তান মঙ্গল-আরতির,
মন্ত্রগীতে কি মূর্চ্ছনা বিভাস রাগিণীর!—
অবগাহন-পুণ্য স্নানে
চল্‌ত কা'রা ঘাটের পানে,
পূজার ফুলে সাজিয়ে দিত সুরধুনীর নীর।

'ভাই-দ্বিতীয়া'র দীপ্ত টিপের চন্দন-সৌরভে
মিশ্‌ত 'চুয়া'র গন্ধটুকু কুয়াশা-হীন নভে,
দেয় ভগিনী ভাইকে ফোঁটা,
যমের দোরে পড়্‌ল কাঁটা,
ঘরে ঘরে ভক্তি স্নেহ হর্ষ-মহোৎসবে।

পৌর্ণমাসী 'রাস'-যামিনীর রঙ্গ-বাসর ভরি'
হেম-বরণী রাই-কিশোরীর মান ভাঙ্গিতেন হরি,—
ঝুম্‌কা জবার মঞ্জরীতে,
'তরুলতা'র রঙীন শ্রীতে
হেমন্তেরি জ্যোৎস্না-ঝারি পড়্‌ত ঝরি' ঝরি'।

আমের বৌলে যবের শীষে শ্রীপঞ্চমী-তিথি,
বীণা-পাণির চরণ-মূলে আরাধনার গীতি,
মধু-মুকুল-তরুণ পরাণ,
কর্‌ত প্রণাম অঞ্জলি দান,
ধ্যানের চোখে দেখ্‌তে মায়ের চির অভয় স্মিতি।

ডাক্‌-নামে সেই ডাক্‌ত যা'রা নিত্য সকাল সাঁঝ,
যায় না যাদের চিনতে পারা দেখ্‌তে পেলেও আজ ;
নেই সে দিনের চিহ্নটিও
পর হ'য়েছে পরাণ-প্রিয়,
উদাস চোখে থম্‌কে তাকায় হয় ত পথের মাঝ।

কেউবা শুধায়—'কেমন আছ' ? চেনা-গলার স্বর,
ভিন্ন কুলে জনম,—তবু ছিলাম সহোদর ;
কাছে এসে আদর-ভরে
শিশুর মত জড়িয়ে ধরে,—
কে জানে কোন দূরান্তরে বেঁধেছে তার ঘর।

যৌবনেতেই চুল পেকেছে গাল-ভরা সেই হাসি
এই দুনিয়ার মন্থনে হায় কোথায় গেছে ভাসি' !
দাঁড়িয়ে কথা ক'বার মত
আছে কি আর সময় তত ?
কে কারে চায় ? পান্থশালায় রাত্রি-পরবাসী !

কুমার-হারা ভবন সম বিষণ্ণ এই হৃদে
আজ্‌কে কাদের অদর্শনে কাঁটার মতন বিঁধে !—
প্রদোষ এসে তিমির-নিকষ
ছায়ায় ঢাকে আয়ুর দিবস,—
কখন ঊষা সোনার কসি টানবে অবিচ্ছেদে।

আজ্‌কে কেবল আস্‌ছে মনে সেইদিনকার কথা,
চিত্তে যখন জাগত না রে মিথ্যা-কুটিলতা ;
ফির্‌বে কি সেই সুখের দিবা ?
ফুট্‌বে হাসির অরুণ-বিভা ?
তপোবনের বালক সম শান্ত প্রসন্নতা।

মর্ম্মর-স্বপ্ন

বাঁশীর রাগিণী মূরছি' রয়েছে মর্ম্মর রূপ ধরি'—
বঁধুর পরশে ঘুমায় হরষে মমতাজ সুন্দরী।
ভালবাসা তা'র গোলাপ শয়ন,
কেশর-পরাগে করিয়া বয়ন
জেগে বসে' আছে শিয়রের কাছে যুগ-যুগান্ত ভরি'।

ঋতুরাজ নিজে পুষ্প-সুরায় ভরিয়াছে তা'র প্রাণ,
যৌবন-তাপে সুখ-ঝরণায় করায়েছে তা'রে স্নান ;
মণি-কিশলয়ে কল্প-লীলায়
ফুটেছে লতিকা বিলাস-শিলায়,
পড়ে ঢলি' ঢলি' প্রতারিত অলি ভুলি' গুঞ্জর গান।

নীরবে ঝরিল মরণের হাসি বাসরের উপকূলে,
খসে' প'ল তা'র ঘোম্‌টা-সরম চুমিয়া চুলের ফুলে।
লুটা'ল চরণে হীরার মুকুট,
খুলে' দিল বালা প্রেম-সম্পুট—
দিগ্‌-বিজয়ীর বুকের রুধির ঝরিল চরণ-মূলে।

মোহিনী তরুণী মুরতি ধরিল হিন্দোলে উপবনে ;
শিশু স্মর তা'র তূণীর হারায়ে মূরছিল তু'চরণে।
হিমাংশু-কলা মেঘ-সীমানায়—
ফুটায় চামেলি হাস্নুহানায়—
অরুণ-বর্ণ সোহাগ-স্বর্ণ গলিল মিলন-ক্ষণে।

আসিয়াছি আজি প্রবাসী পান্থ হেরিতে কান্তিরাশি ;—
বসিয়া তোমার অলিন্দতলে হেরিব বিমল হাসি।
বিরাট্ তুর্গ-সোপান বহিয়া
যমুনায় তুমি আসিতে নামিয়া,
কি সুর ধরিতে, মুকুতা-তরীতে—সখীরা বাজাত বাঁশী।

কত না আদরে প্রেমের পেয়ালা আধেক করিয়া খালি,
মল্লী-মুকুল-তুল্য তোমার অধরে দিত কে ঢালি' ?
রাঙ্গিয়া উঠিত ফুল্ল কপোল,
চুম্বন-রাগে বিলোল বিভোল,
আনার আঙ্গুর-রসে পরিপূর মোহ-উপহার ডালি।

পশিতে যখন আরশী-খচিত শীশ্-মহলের মাঝে,
কেহ কি দেখেছে কত লাবণ্য অঙ্গে তোমার রাজে !
সুরভি জলের ফোয়ারা খুলিয়া,
বসিতে কিশোরী চিকুর মেলিয়া
নগ্ন গ্রীবায় সজল শোভায় নন্দন-বধূ লাজে।

সে রূপ-তুফান আজো হেরি যেন তন্দ্রার কিনারায়,
শুনি আন্মনে কোন্ বাতায়নে নূপুর বাজিছে পায় ;
অপরূপ এই পাষাণের ছায়ে
আছ আনন্দ-কাঁকণ বাজায়ে—
কে অপরাজিতা বিচ্ছেদ-চিতা নিবায়েছে নিরালায় !

মনে পড়ে সেই অন্ত-শয়নে মুমূর্ষু শাজাঁহান
অনিমেষে হায় চেয়ে তব পানে নিমীলিল দু'নয়ান—
রোমাঞ্চি' ওঠে যমুনার বুক,
ঢাকে কজ্জলে কৌমুদী-মুখ,
বিদায়ের শেষে কবিতার দেশে বিরহের অবসান।

দাঁড়ানু মৌন-গম্বুজতলে মূর্ত্ত অন্ধকারে,
প্রতিধ্বনিল ধরণী-হৃদয় মূক শোক-ঝঙ্কারে—
যন্ত্রণাহরা সুপ্তি গভীর,
ঝঞ্ঝা-নিশীথে বন্দর-তীর
এত কি মধুর, শান্ত-বিধুর চির-মৃত্যুর দ্বারে!

টুটি' মর্ম্মর-সমাধি-বর্ম্ম কহে স্মৃতি কি কাহিনী?
স্তিমিত হইল লোমকূপে কূপে বেদনা-সৌদামিনী!
ছিঁড়ি' অতীতের অবগুণ্ঠন
বন্যার সম ধায় লুণ্ঠন,
শুনি পানিপথে মোগলের রথে রণ-ধনু-শিঞ্জিনী।

এই না জীবন—মানব-জীবন! ফুল-ফোটা, ফুল-ঝরা!
সমুখে হাস্য, পিছনে অশ্রু শয্যা-শায়িনী জরা!—
হেরিনু চমকি' আসে নর-নারী,
মাঝে তা'র এক বঙ্গ-কুমারী,
বুকে দোলে হার, আঁখি দুটি তা'র দুখ-নবনীতে ভরা।

ভারতের এই প্রেমের তীর্থে অশ্রুর ফুল ঢালা
এস গো প্রেমিক, এস দম্পতি, সাজায়ে বরণ-ডালা।
প্রণয়ের এই পুণ্য-পুরীতে,
নারী মহীয়সী অমরীর শ্রীতে
দীপ্ত আননে নাথের চরণে সঁপেছে পূজার মালা!

তন্দ্রাপথে

মেঘের পুরীর পর্দ্দা তুলে' নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে,
কোন্ তারকার ইঙ্গিতে আজ, পৌঁছিব গো কোন্ দেশে ?
হাওয়ায়-বাজা বীণার তানে
মন ছোটে আজ কোন্ উজানে ?
শূন্য গুহায় নূপুর শুনি' কোন্ পুলিনে যাই ভেসে ?

উড়ো পাখীর সুরের সুরায় সরল-তরুর আব্ছায়ে,
প্রবাল-বরণ বৈকালে আজ কোন্ পাষাণী গান গাহে ?
ফুল-পরাগের ঘোম্টা টানি'
লুটিয়ে চলে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী আল্তা পরায় তার পায়ে।

রূপের তরী ভাসায় পরী গৌরী চাঁপার রঙ্ মেখে,
পদ্ম-গোলাপ নিন্দি' পাখা পরিয়েছে তার অঙ্গে কে !
কোন্ মহুয়া-মদির সুরা
পান করে ওই ফুল-বধূরা !
পালিয়ে গেছে প্রাণ-বঁধুয়া বিম্বাধরে দাগ রেখে !

বিস্মৃত কোন্ তূর্য্য-ধ্বনি গর্জ্জে বুকের পঞ্জরে ?
পথ হারায়ে ঝঞ্ঝা ফিরে রুদ্র গহন সুন্দরে—
ছিন্ন কেতু ঊর্দ্ধে ধরি'
উঠ্ছি একা শৈল 'পরি,
নীল অশনি ঝল্সে গেছে দ্রাক্ষা-বনের অন্তরে !

লো সুষমা, এসেছি আজ, ছিঁড়িয়া ডোর-শৃঙ্খলে—
ডাক্‌ছে আমায় অস্ত-তারা প্রাণ যে আজি চঞ্চলে !
কোন্ পথে ওই অচল চলে ?—
শান্তিজলের ঝর্ণাতলে
ফুট্‌বে কবে মানস-মৃণাল ফুল্ল সোনার উৎপলে ?

পথকে আজি ঘর ভাবি না—ঘর যে আমার ঢের দূরে—
কোথায় বাজে বসন্ত-রাগ ? মন মজেছে সেই সুরে—
পৌঁছিব গো কোথায় গিয়া ?
উথ্‌লে ওঠে নগ্ন-হিয়া—
আঁক্‌ব শোণিত-বিন্দু দিয়ে শেষ গোধূলির সিন্দূরে !

প্রাচীর-ছায়া যায় কি দেখা বৈজয়ন্ত-নন্দনে ?
স্বপ্ন-চাতক পক্ষ মেলে মন্ত্রমাখা রঞ্জনে—
মানব-জীবন ঢেউএর মত
কোন্ বেলাতে মর্ম্মাহত ?
নয়ন মুদি ঝর্ণা-ধূমে কোমল ঘুমের অঞ্জনে।

কোথায় রে শেষ পান্থশালা কোন্ রূপালির প্রাঙ্গণে ?
শঙ্কারে আজ নির্ব্বাসিনু এই বেলা এই নির্জ্জনে—
মুক্তাহারা শুক্তি তুলে'
কোন্ খেলাতে ছিলাম ভুলে ?—
নে গেঁথে মন বরণ-মালা অনুরাগের রঙ্গণে।

রাত্রি-রাণীর আশার বাণী দিনের হৃদয় দেয় ভরে'—
অনন্ত কাল মৌনী রহে প্রশ্নহারা উত্তরে।
চন্দ্রাতপে ঘুমায় কা'রা ?
হাজার ডাকেও দেয় না সাড়া,
নীল আকাশের প্রসার মাপে রশ্মি-মুকুট ভাস্বরে !

ডুব দিনু আজ ধ্যান-সাগরে সব বাসনার সুপ্তিতে,
জান্‌ব তাঁরে মৃত্যু-ভূমি পারে নি যাঁর রূপ দিতে।
শুকিয়ে গেছে সোনার মাটি,
কোন্ ফসলে বাঁধ্‌ব আঁটি ?
তন্দ্রাপথের অন্ত কোথায় নিত্য দিনের দীপ্তিতে ?

ভুল

নৌকা যখন ছাড়্‌ল তখন গাঙের জলে
সাঁঝের সোনার মেঘের কণার আলোক ঝলে ;
পিছন পানে চাইনু ফিরে অন্ধকারে—
চন্দ্রকলা ডুব্‌ছে মেঘের সিন্ধুপারে ;
ঝিক্‌মিকিছে জলের স্রোতে তারার ভাতি—
চলেছি আজ এক ঠিকানায় হারিয়ে সাথী।

মাটীর প্রদীপ জ্বলছে নীরব নায়ের 'পরে
কইছে কথা ঢেউ-এর ফেনা কলস্বরে ;
চপল হাওয়ায় কালো ছায়ায় কূলে কূলে
চলেছি হায় কোন্ মোহানায় মনের ভুলে !
ভাসিয়ে নে যায় এক্‌টানাতে তারার দেশে—
শেষ দরিয়ার জোয়ার-ভাঁটার স্বপন-শেষে।

গভীর রাতে ঝড় উঠিল তন্দ্রামাঝে,
প্রলয়-তালে পাগল মেঘের মাদল বাজে ;
নাগ-বালারা এলায় চিকুর জলে স্থলে,
সৌদামিনীর সোনার ফিতায় ঝিলিক ঝলে।

ঘূর্ণিপাকে নদীর বাঁকে ডুবল তরী—
তখনো হাল পরণ-পণে আঁকড়ে ধরি।

তলিয়ে গেলাম এক পলকে বানের মুখে,
নৌকা গিয়ে টুট্‌ল কঠিন শিলার বুকে ;
উঠ্‌নু বাঁকা ঢালু পাহাড়-দ্বীপের তটে—
অদূরে কা'র মূর্ত্তি আঁকা তিমির-পটে।
গাছের বাঁকা শিকড় ধরি' গেলাম কাছে—
কে তরুণী শিখর 'পরে দাঁড়িয়ে আছে !

প্রশ্ন তারে শুধাই কত—কয় না কথা,
মুগ্ধ করে' রাখ্‌ল মোরে ধেয়ান-রতা।
সহসা তার বাহুর 'পরে পালক ঝাড়ি'
বস্‌ল এসে অপরূপ এক সোনার সারী ;
ফুটল বুলি পাখীর মুখে ছন্দভরা,
'কইলে কথা পাষাণ হবে নিরুত্তরা।'

হাস্‌ল হাসি মৌনী বধূ, অধর-পুটে
ছয়টি ঋতুর কুসুম-রাশি উঠ্‌ল ফুটে' !
দেখ্‌নু চেয়ে আঁখিতে তার স্বর্গ ভাসে,
শ্বেত গোলাপের মালঞ্চে লাল গোলাপ হাসে।
ফির্‌নু হতাশ, শ্রান্ত চরণ পিছল পথে ;
'এস এস' কে ডাকে ফের পিছন হ'তে ?

নেহারিলাম পাষাণ হ'য়ে যায় সে তনু,
নিক্ষেপিছে কটাক্ষশর ভুরুর ধনু।
ননী-কোমল বক্ষ গেছে মাণিক হ'য়ে
হীরার গুঁড়া পড়ছে ঝরি' কপোল ব'য়ে !

চল্‌তে নারি অচিন্‌ পথে,—তরুর শাখে
জড়িয়ে বসন বাঁধ্‌নু মোরে শতেক পাকে।

জাগ্‌নু যখন তাকিয়ে দেখি পায়ের নীচে,
অনেক দূরে সুনীল সাগর উচ্ছ্বসিছে।
ফুলের মত মেঘের ফেনা লাগ্‌ছে গায়ে,
বাঁধা আছি উড়ন্ত এক পাখীর পায়ে।
ভুল করেছি, কোন কুহকে কাল্‌কে রাতে
তন্দ্রাঘোরে বাঁধ্‌নু মোরে শকুন-সাথে?

চম্‌কে ওঠে বুকের শিরা, যাই গো ভেসে'-
কোথায় কবে ভুল ভাঙিবে যাত্রা-শেষে?
'থাম' থাম,' নাম' নাম' মেঘ-বিহারি'—
সুদূর সুরে ডাক্‌ছে মোরে অকূল বারি।
বক্ষে তাহার লক্ষ যুগের লহর ওঠে—
নিঠুর পাখী আমায় নিয়ে উধাও ছোটে!

পেরিয়ে চলে তুষার-ঢাকা পাষাণ-শ্রেণী,
ঝরা মেঘের ঘোম্‌টাতে কে ঢাক্‌ছে বেণী!
ডাক্‌ছে মোরে শিখরগুলি আকুল সুরে,
ছায়ার কোলে মিলায় ছায়া অনেক দূরে!
কোথায় আলোর ঝর্ণা ঝরে অস্ত-পারে,
আশা-ভয়ের দিগ্‌বলয়ে অশ্রুধারে

সিক্ত করে শুষ্ক অধর তৃষার্ত্তেরা—
নব-জীবন মধুমাসের পুষ্পে-ঘেরা।
দুঃখ তো আর দুঃখ নহে নিরুদ্দেশে,
নবীনতার পুনর্জনম মরণ-শেষে।

আনন্দ গায় মিলন-গীতি পরম-ক্ষণে—
যাত্রা আমার ফুরায় না যে চিরন্তনে।

কি গান শুনি মৃত জনের কণ্ঠ-স্বরে,
কি সুর বাজে গভীর হ'তে গভীর স্তরে!
অতীত তা'র স্মৃতির তারে ঝড়ের মত
আঘাত করে—চলেছি আজ স্বপ্নাহত!
সময়-সাগর ফুরিয়ে যাবে অচিহ্নিতে,
তখন কি মোর কূল মিলিবে ভুল ভাঙিতে?

নামিয়ে দিয়ে ভাবের বোঝা শেষ বেলাতে,
আকাশ-ধরা আলিঙ্গনে—মূর্চ্ছনাতে—
নিখিল আমার ঝঙ্কারিবে ঐক্যতানে,
গান থামিবে অগাধ ঢেউ-এ আলোর ধ্যানে।

দোল-স্বপ্ন

চাঁদের রঙে ডুবিয়ে আঁচল ফাগের গুঁড়া মেখে,
ঝুল্‌নাতে ফুল ঝুরিয়ে দিয়ে খেল্‌বি তোরা কে কে?
এমন মায়া-পূর্ণিমাতে,
শুন্‌বি সারঙ্‌ রঙ্‌-খেলাতে,—
রাঙা আঁচল ভাসিয়ে দিবি নীল দরিয়া ঢেকে।

রঙ্গ করে কঙ্কণেরি মন্‌চোরা ঝঙ্কার;
মদির-আঁখি ব্রজবালার বিলাস অভিসার;
রসের সায়র নিছিয়ে পায়
নিখিল-গোকুল আঙ্গিনায়,
বরণ করে' পরবি গলায় কলঙ্কেরি হার।

বাজ্‌ল বুকে লাজের কাঁটা, রক্ত ছুটে তায়,
রাঙিয়ে দিল কোন্ দরদী কুঙ্কুমেরি ঘায় ?
বন-পথে কোন্ স্বপ্ন-ভোলা
টাঙ্গিয়েছে গো নতুন দোলা,—
ফাগুন-বীথি মুখর হ'ল হাসির ঝরণায়।

গানে গানে শিউরে উঠে সেই পুরাণো পথ,
উধাও ছোটে রাই-কিশোরীর তরুণ মনোরথ।
দিনের ঢেউয়ে বনের কোণে,
চির-আপন অচিন্ জনে,
পরদেশিনী আল্‌তা-রাগে লিখিয়েছে দাস-খৎ।

আদর-রাঙা ফাগুয়াতে রাঙাও বঁধুর হিয়া,
বুকের তলে সুধার রাশি উঠুক্ উছসিয়া।
লাল সাগরের ফেনা লেগে
অশোক-কলি উঠ্‌ল জেগে,
বন-মাধবী গরব করে গন্ধ বিলাইয়া।

কোন্ ভামিনীর লাল্‌চে ঠোঁটে সকাল যেন সাঁঝ ?
পিচ্‌কারীতে—কালিন্দীতে ভরা জোয়ার আজ।
এলোচুলে গোলাপী জল
তিতিয়ে দিল আঁখির কাজল,
ঝিক্‌মিকিছে আবির-কণা চিকন সাড়ীর ভাঁজ।

হাজার যুগের ফাগুন-রাগে কিশোর আগুয়ান,
ফুলঘরের দেওয়াল-ফাঁকে হানে বিনোদ বাণ।—
আজকে ব্রত উদ্‌যাপনে
মন মিলায়ে বঁধুর মনে,
পূর্ণঘটে স্বর্ণ শ্রীফল অর্ঘ্য করে দান।

বঁধুর লাগি' বেলাবেলি জল্‌কে চলে' আসি
বিহান ভরি' গাহন করি এলিয়ে চুলের ফাঁসি।
দুষ্টু অলির কালো পাখা
ঝরিয়ে দে যায় খোস্‌বো-মাখা,
কামিনী-ফুল পাপ্‌ড়ি-ঝরা কোমল মিঠে হাসি।

আজ্‌কে ব্রজের দূর্ব্বা-শেজে তিল ঠাঁই নেই আর,
হাল্‌কা হাওয়ায় এলিয়ে পড়ে মিনি-সূতার হার!
মন লাগে না ঘরের কাজে,
নতুন নেশা ফুলের ঝাঁজে,—
ফাটিয়ে বাঁশী ডাক দিয়ে যায় আচম্‌কা ঝঙ্কার।

হাসি দিয়ে কর্‌ব খুসি, তুষ্‌ব আরতিতে,
পূজ্‌ব চুয়া-চন্দনে তায় সোনার তুলসীতে।
সরম টুটে' সুখ জেগেছে,
নীল-কাজলের ঢেউ লেগেছে,—
চম্‌কে উঠি বন-বিহারীর দোল-দোলনের গীতে।

বঁধুয়াকে ঘিরি' সবাই গাইছে মনের সাধে,
গায় কখনো চড়া গলায়, কভু কোমল খাদে।
হরিণ-শিশু খেল্‌ছে পাশে,
রাঙা ধুলোট্‌ সবুজ ঘাসে,—
চরণ কা'দের যায় রে বেধে' ঝুরো ফুলের ফাঁদে!

তাল-ফের্‌তার তালে তালে পায়্‌জোরে জোর বোল্‌,
সারা আকাশ রঙীন্‌ করে' দোলায় রাঙা দোল।
আজ্‌কে দিব অঞ্জলিয়া
মধুরাতের 'নোমালিয়া',—
নাথের মিলন-সঙ্কেতে সই শোণিত উতরোল।

বসন্ত-বিলাস

আজি ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ্ ফুট্‌ল ?
কেন কিংশুক ফুল চীন-বাস গায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল ?
পিক পঞ্চম গায়, বয় দক্ষিণ বায়,
নাচে ফুল-হিন্দোল, ছন্দের দোল,—ঘোম্‌টার জের টুট্‌ল।

হাসে সুন্দর মুখ, খঞ্জন চোখ, জাফ্‌রান্-রঙ্ অঞ্চল।
নাহি নৃত্যের শেষ,—সঙ্গীত রেশ, ফুলবাণ সব চঞ্চল।
ওই আন্‌মন্ চম্পায়, মান—স্বপ্নের আব্‌ছায়
কার যৌবন-লোল হাস্যের রোল, রূপ-দর্পণ ঝল্ ?

এল জ্যোৎস্নার রাত, বন্ধুর সাথ নন্দন ফুল শয্যা ;
খেল' রঙ্গের ফাগ, চুম্বন রাগ—লজ্জায় লাল লজ্জা !
মধু- মল্লীর-সৌরভ, চুমে—কুন্তল-গৌরব—
ওরে চায় প্রাণ-মন আপ্‌নার জন, বনময় ফুল-সজ্জা।

ওরে কঙ্কণ-সুর ঝঙ্কার তোল্ আয় ফুল-মৌ পান কর,
জাগে বংশীর তান, হর্ষের বাণ, রাত-ভোর গীত-নির্ঝর ;
খোল্ কাঞ্চীর বন্ধন, হোক্—উন্মদ ঘূর্ণন,
খুলে' দিক্ ওড়্‌নার কাঞ্চন পাড় কন্দর্পের ফুল-শর।

ওরে খোল্ অর্দ্ধেক উন্মীল চোখ অঞ্জন আর কাজ নেই—
ওলো আল্‌তায় লাল পা'র তল তোর, মঞ্জীর ঠিক বোল্‌বেই।
এল উৎসব-লগ্ন আধ—তন্দ্রায় মগ্ন
জাগে বল্লভ তোর বক্ষের ঠাঁই ধ্যান-সুন্দর আজ সেই।

বুকে তাল দেয় ওই রত্নের হার—ডুব দেয় সব অন্তর,
আঁকি' চন্দন-রস-আল্‌পন আজ জপ কর্ প্রেম-মন্তর—
মুখ মন্দার গন্ধি, প্রিয়—দর্শন-নন্দী
ওই কজ্জল চোখ যৌতুক দিক উদ্বেল প্রাণ, মন তোর।

পদ্মা-তটে

সান্ধ্যপবনে নিদাঘের দিনে
শরীর ডুবায়ে ঘনশ্যাম তৃণে
ধরণীর স্নেহ করেন পরশ
জীবনে আমার বুলায় হরষ
ঝাউএর ঝালর ঝুলায়ে।

সাম্‌নে পদ্মা—ভাঙা উঁচু পাড়
সাঁজের বাজার বেলোয়াড়ী ঝাড়
উঠিল মন্দ্র দেব আরতির
উড়ে যায় পাখী দূর পল্লীর
কাকলী মুখর কুলায়ে॥

সোনালী-সবুজ গাঙ্‌ভরা জল
একূল-ওকূল করে টল্‌মল্‌—
মেঘ-রথে কা'রা করে আনাগোনা
তুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়্‌না
ভাঁজে ভাজে ছায়া জড়ায়ে।

ভাঙ্গিল নিমেষে সে রঙ্‌মহল,
নিবিল গোধূলি গোলাপ-পাটল ;
লুকোচুরি শেষ কিরণ-হুরীর,
মণির মিনার মেঘের পুরীর
কোথায় গেল রে মিলায়ে ?

হেরি নৈর্ঋতে মথিছে মরুৎ
ঊর্দ্ধ-শুণ্ড দিগ্‌গজ-যূথ,
পন্নগ-শিখা স্ফুরৎ-প্রতাপ,
গুরুগর্জ্জদ্‌-জলদকলাপ
ঝলে কি দীপক জ্বালায়ে !

ওঠে উল্লোল বিদ্রোহ-দোল,
মত্ত-নটন-মন্থন-রোল,
কোটি-কোদণ্ড-টঙ্কার-রব,
বাজে যুগপৎ, রুদ্রোৎসব
নীল মেঘাদ্রি দোলায়ে ।

লুটিয়ে বালুকা-কুহেলি-আঁচল
ছুট্‌ল পদ্মা ক্ষিপ্ত-উতল—
ফুৎকারে করি চূর্ণ দু'পাড়,
অম্বর ভরি' ওকি তোলপাড়,
ওঠে চরাচর কাঁপায়ে !

কোন্ মোহিনীর বিজয়-চমূর
অযুত তূরীর বিচিত্র সুর,
বাজে উতরোল ? আলোর আঁখর
লিখিল গগনে কোন্ যাদুকর
অনলের ফুল ছড়ায়ে ?

এমনি উজল ক্ষণিকা-খেলায়,
খণ্ডপ্রলয়-বজ্র-জ্বালায়
দহিয়া দহিয়া সহিয়া সহিয়া,
আছি গো অসাড় পাষাণ হইয়া
আশার দীপালি নিবায়ে ;

দখিণ বায়ুর বিলোল বিলাস,
লতিকা-বিতানে যূথিকার বাস,
নদী-সৈকতে বিভাত-কিরণ,
আর তো তেমন মাতায় না মন
শোভার পসরা সাজায়ে ;

নাই সে মোহিনী পৌর্ণমাসীতে,
চিত্রা রোহিণী, চাঁদের হাসিতে,
নীহারিকা-পথে মনোহারিকার
ফোটে না সীঁথির রতন-বিথার
জ্যোতির সেতার বাজায়ে।

নীল পদ্মার শুভ্র বেলায়
বুকভরা হাসি হারায়েছি হায়—
কবে চূর্‌মার সুখ-ফুলদান,
ফুরাল শুক্র আলোর তুফান,
কজ্জল-জাল ঘনায়ে।

ঢাকিল মসীতে মানস-কানন,
যা'কিছু আছিল আঁখি-রঞ্জন—
আঁধারে বিধুর ধূ ধূ করে মাঠ,
কপিশ আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে !

ঘর্ঘর-ঘোষ বজ্রস্বনিতে
লহর তুলিল সকল শোণিতে—
হেরিনু মূরতি ভীতি-ভঞ্জন,
কণ্ঠে দোতুল হরিচন্দন
পরাগের ধূম উড়ায়ে।

জানিনে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ
কবে উতরিব সন্ধ্যার দেশ,
পূর্ণ পক্ক ফলের মতন
বৃন্ত ভ্রষ্ট টুটিবে জীবন
সকল বেদনা এড়ায়ে।

হুম্‌কারাণী

পাহাড় ঘেরা বাঁধের তীরে পথ ফুরাল শেষ রাতে
সাম্‌নে দূরে উচ্চ চূড়া দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নাতে।
কালকে রাতে প্রহর জাগি
এসেছি আজ যাহার লাগি
সেই মোহিনী ঘুমায় তখন শিরীষ-কেশর-শয্যাতে।

সন্ধ্যাতারার আলোক থেকে জ্বালিয়ে আপন দীপখানি
ঘুমিয়ে আছ হুম্‌কারাণী এলিয়ে তনুর ফুলদানি।
অফুরন্ত ধূপের বাসে
মৃগনাভির গরব নাশে,
পালিয়ে গেছে তিলোত্তমা কটাক্ষে তার হার মানি।

ঝর্ণা-ধারা গাইছে গো তার নূপুর-পরা পা'র কাছে,
ভোরের পাখী উঠছে ডাকি'—ফুটছে আলো শাল-গাছে।
মৌয়া-ফুলের মদালসে
ওড়না-খানি গেছে খসে'
তখনও তার মুখের 'পরে জরির চিকণ জাল আছে।

আস্‌মানি-নীল কাঁচলি তার শিউরে ওঠে উচ্ছ্বাসে,—
অন্তরে বয় আবেগ-তুফান, বাইরে তাহার ঢেউ আসে !
বসন্তিয়া পর্‌দা টানি'
স্বপন দেখে পরীর রাণী,—
রঙান্ হিয়া নিঙাড়িয়া দিলাম আজি তার পাশে ।

চির-যুগের কান্তা আমার, প্রাণ-প্রতিমা, বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সীঁথির মণি, শিথিল বেণীর নীল ফিতা ।
নিমন্ত্রণের পত্র লিখে'
পাঠিয়েছিলে এই পথিকে,—
শুন্‌ব মধুর কণ্ঠ তুহার, জাগো ফাগুন-পুষ্পিতা ।

তোমার রূপের দরবারে আজ ভেট দিনু এই বরণ-হার,
চারু চোখের চোরা দিঠি চম্‌কে দেছে দিল্ আমার ।
তোমার পাণির তড়িৎ-ভরা
দাও পরশন তরুণ-করা,
ঘুচাও মম অকাল জরা খোলো শৈলপুরীর দ্বার ।

লো পাষাণি, এই প্রবাসে একটু বস' মোর সাথে,
হোক্ দু'জনে চোখো-চোখি নীল পাথরের পইঠাতে ।
গরীব-খানায় খেয়াল-সুরে
আমিই না হয় ছিলাম দূরে,—
তুমিই বা কোন্ ডাক্‌লে মোরে বকুল-ঝরা দোল-রাতে ?

কুঞ্জে যখন ক্ষ্যাপা পবন, লুট্‌ত মধু জুঁই-ফুলে,
স্বপন-ঘোরে তখন মোরে গেলে আমায় স্রেফ্ ভুলে' !

সে দিন তোমার এই লাবণি
লুকিয়ে কেন রাখ্‌লে ধনি !
তাকাওনি ত' হায় সজনি, কওনি কিছু চোখ তুলে' !

দিনের রঙে এই তুনিয়া ঝাপ্‌সা দেখে যার আঁখি,
আব্‌ছায়ারা আল্‌পনা দেয়, ফিরতি বেলার নেই বাকি ;
শুক্ল কেশে অতিথ সাজি'
পরদেশীয়া ডাকছে আজি—
ওই দেখ' তার প্রিয়তমার লাজ ভেঙ্গে দেয় বন-পাখী ।

আবার নব কিশোর হ'ব দাও রসায়ন, সুন্দরী,
চল' কুটীর-আঙিনাতে সোহাগ-সিঁদূর-টীপ পরি' ।
ফির্‌ব না সই—ফির্‌ব না লো,
সঙ্গ তুঁহার লাগ্‌ছে ভালো,—
জীয়াও তারে দরদ-ভারে গিয়াছে যার মন মরি' ।

রাখ' আমার শেষ মিনতি, ছল ক'রোনা নিষ্ঠুরা,
সুর মিলায়ে দাও গো বেঁধে তার-ছেঁড়া মোর তান-পূরা ;
গাইব গীতের শেষের কলি,
রস-লহরী দাও উথলি',
তৃষাতুরের পেয়ালাতে দাও গো ঢালি' শেষ সুরা ।

আধ-ঘুমানো মুখে তোমার হাসি-টুকুন্ লুকিয়ো না,
উদাস হ'য়ে বাঁকিয়ে গ্রীবা সাধের মালা শুকিয়ো না ;
এই যদি শেষ ছিল মনে,—
বিদায় দেবে আপন জনে,
মিথ্যা কেন আমায় তবে করলে হেন উন্মনা !

ওই অলকে, ওই কপোলে,অপাঙ্গে কি ভঙ্গিমা !
অভিসারের ললিতবেশে বিলাস-লীলার নেই সীমা।
নূর-জাহানের রূপ জিনিয়ে
নিলে যে মোর মন ছিনিয়ে !—
চুণির মত দাও রাঙিয়ে অনুরাগের রক্তিমা।

'দুধ-পাথরে' তোমার নিখুঁৎ মূর্ত্তি গড়ি নির্জনে,
আঙুর-মিঠে অধর-পুটে পিয়াস মিটাই তন্মনে।
জনম জনম এম্‌নি ক'রে
লুকাও দূরে কাঁদিয়ে মোরে,
দাগ রেখে যায় তোমার ছায়া আমার স্মৃতির দর্পণে।

আজো ফোটে তেম্‌নি শোভায় বনগোলাপের লাল কুঁড়ি।
নিথর হ'য়ে প্রজাপতি বসে গো তার বুক জুড়ি'।
বাঁধের ঘাটে 'পূর্ণিমা' সে
চুপি চুপি নাইতে আসে,—
গুম্‌রে উঠি শুনি যখন বাজে তরল জল-চুড়ি।

জাগাও তৃষা জাগাও তৃষা লো ষোড়শি সঙ্গিনি,
ঘূর্ণি হাওয়ায় অনেক ঘুরে' এলাম চলে' পথ চিনি।
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
আফশোসে চোখ আসছে ছেয়ে,—
কেন মদির যৌবনে মোর দাওনি ধরা রঙ্গিনি !

ত্রিকূটে

বোধন-বীণ্, বেদের সাম রটায় এক বিরাট নাম ;
বহায় তাঁর দয়ার স্রোত, সকল লোক ওতপ্রোত ।
ত্রিকূট-শির, অরণ্য অরুণ-রাগ-প্রসন্ন ।

প্রভাত আজ বিলায় বর, না রয় ভেদ আপন পর ।
আগল-হীন ঘরের দ্বার ভাসায় সেই রসের ধার ;
শুনুক্ প্রাণ নীরব গীত, গাইছে ঐ আকাশ-মৃৎ ।

পথিক মন চল্‌রে চল্, ফলুক্ তোর ধ্যানের ফল ।
রে রাত্রির যাত্রী আয়, প্রণাম কর্ তাঁহার পায়,
জীবন-ভোর তপস্যায় নিখিল জীব তাঁরেই চায় ।

চেনায় কে ভ্রান্তকে তার সে প্রাণ-কান্ত কে ?
তপন-সোম, তারার হার সদাই জয় গাইছে তাঁর ।
ভুবন-ময় আনন্দের লহর বয় কী ছন্দের !

হউক্ ক্ষয় তমিস্রার, আছেন সেই সারাৎসার ।
নামিয়ে শোক-দুখের ভার, পথিক চল্ অপার-পার ।

হউক্ ছাই ব্যথার ধূপ, জাগুক সেই অরূপ-রূপ,
লাগুক্ সেই আগুন-তাপ, দহুক্ তোর গোপন পাপ ।

বৈরিতায়, মিত্রতায়, ইষ্টলাভ, ব্যর্থতায়,
চিত্ত রোক্ অচঞ্চল, মিল্‌বে তোর পূর্ণ বল ।

নিসর্গের রঙ্গপট,—আস্‌ছে আর ফির্‌ছে নট।
এ কর্ম্মের কর্ত্তা কে? জান্‌রে সেই আত্মাকে।

সুখ-দুখের এ হিন্দোল, এই রোদন-হাস্য-রোল,
এই বিষাদ, এ উল্লাস, এই যে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস,
তিরস্কার, পুরস্কার, নয় তিলেক বদ্‌লাবার।
পূর্ব্বেকার ঠিক করাই ঘট্‌ছে সব, ঘট্‌বে তাই।

ভোগের লোভ, হাহাকার, রক্তপাত জন্যে যার,—
কিছুই নয় চিরস্থির, আজ নবীন, কাল স্থবির;
সব অলীক, মূল্যহীন, ফুরিয়ে তোর যায়রে দিন।

স্বপ্ন সব সত্য নয়, নিত্য তোর মৃত্যু-ভয়।
হঠাৎ বাক্‌ হয় নীরব, এই দেহই জ্যান্ত শব।

মায়ার বার, নিগড় ভাঙ, বইছে ঐ সুধার গাঙ্‌।
নামের সুর স্মরণ কর্‌, স্মরণ কর্‌ নিরন্তর;
মনন কর্‌ অচিন্ত্যের, সে অব্যয়-অখণ্ডের।
গুহায়-লীন মণির ভায় ঋষির ঋক্‌ সে সুর গায়।

হউক্‌ প্রেম অকৈতব, অমল হোক্‌ পূজাস্তব।
অনুত্তম বিরাট নাম পূরাক্‌ সব মনস্কাম।

বাজাও শাঁখ, বাজাও শাঁখ, মিশাও তায় প্রাণের ডাক।
কোথায় সেই সুদুর্ল্লভ, সে সুন্দর, সে ভৈরব,

শিবের রূপ, সে রুদ্র তরান্‌ কাল-সমুদ্র?
নমস্তে হে অ-দ্বয়, নমস্তে জ্যোতির্ময়।

পুরীতে

এই 'নীলাচলে' দীপ্ত তোমার, নীলাঢ্য-রূপ মনোহরণ,
তব শ্রীচরণ-সেবার পুণ্যে বঞ্চিত কেন এ অভাজন ?
বিনাশি' মিথ্যা বিকাশ' সত্য, সবিতার মত সুপ্রকাশ,
সিন্ধুর তীরে হৃদ্-মন্দিরে হিন্দুর প্রাণে কর' নিবাস।
হে দারু-ব্রহ্ম, ত্রিগুণ অতীত, জগদ্বন্ধু, হে প্রেমময়,
জড় পথধূলি সচেতন হ'য়ে গাহিছে হেথায় তোমারি জয়।
আকাশেরে ডেকে কথা কয় ঢেউ, বাতাসে তাহার প্রাতভাষণ,
পরম-গোপন-রহস্য-ঘন তোমারি মহিমা করে ঘোষণ।
জ্ঞানে-অজ্ঞানে এই পতিতের কলুষ-কালিমা কর'গো দূর,
হর' অশান্তি, উদ্বেগ মম, হও অনুকূল হও ঠাকুর।
স্মৃতির গুহায় চির-জাগ্রত দ্বাপরের লীলা বৃন্দাবনী,
এস যুগে যুগে নিত্য-কিশোর, বাজাও বাঁশরী চিরন্তনী ;
ব্রজ-সুন্দরী মধু পান করি,' জল-কেলি-রত তোমার সাথে,
হাস' গোপীজন-বল্লভ হরি, রাসেশ্বরীর পূর্ণিমাতে।
নীল-কমলের চেয়েও শ্যামল, তব ত্রিভঙ্গ, তনূৎসব,
নমো বাসুদেব, মদন-গোপাল,—সব সম্ভব-অসম্ভব,
সব সংশয়-অসংশয়ের উর্ধ্বে তোমার সিংহাসন,
সকলের মূল-কারণ অমূল, তোমারি মায়ায় ভুলেছে মন।—'
হে রাখাল রাজা, গিরিধারী লাল, মেলিলে ছত্র 'গোবর্ধন',
কপোলের নীল মণির প্রভায় গোকুলে গোলক হ'ল রচন।
সীমাহীন তুমি মূরতি ধরিয়া ছিলে ভুবনের নয়ন-আলো,
মানুষ না হ'লে কেমন করিয়া মানুষে তোমায় বাসিবে ভালো ?
খেতে ননী-সর, মুছিতে শ্রীকর তমালের কালো পাতার পিঠে,
মুখে তুলে' দিত সখারা তোমার এঁটো ফল যদি লাগিত মিঠে।

ছিলে দুরন্ত নন্দ-দুলাল, লুকাতে সহসা পাইলে ছাড়া,
শ্যাম-কুঞ্জের পথসন্ধিতে নূপুর কুড়ায়ে পেয়েছে কারা ?
কদম্ব-বনে বিজন-বিহারী, মেঘের ছায়ায় শুনিতে কেকা,—
চিনেছি চিনেছি চির-বাঞ্ছিত রাতুল-চরণ-চিহ্ন-রেখা।
ভরসা কেবল তোমারি করুণা, দাও অন্ধকে হারাণো চোখ,
তব দরশন-পুলকানন্দে এ জীবন-মন বিভোর হোক্।
সম্মুখে তব নাচিল নিমাই, হেরিলে ভক্তে থামাল রথ,
নয়নে তোমার নিমেষোন্মেষ,—প্রাকৃত হইলে এক-বৃহৎ।
যে চক্ষু তব মুদ্রিত হ'লে সূর্য্য-চন্দ্র নিবিয়া যায়,—
ভো একার্ণব সাকার প্রণব, পুরুষোত্তম, নমি তোমায়।

মনের অগ্নি-কোণের মাঝারে জ্বলন্তী শিখা নিবাও নাথ,
হে চিন্তামণি, দুখহারী প্রভু, সার্থক কর' এ প্রণিপাত।
রূপ ও রূপার লালসার বিষে বিপন্নজনে রক্ষা কর'।
এই বিপণির পরিচয় থেকে এই দরিদ্র অধমে তর'।
বিষয়-লিপ্সা নিশাচরী সম গ্রাস করে কেন সুখের বেশে ?
দাও খসাইয়া কপট মুখোস, ঘুচাও দম্ভ সর্বনেশে।
এই 'নারায়ণ-চক্র'-তীর্থে কোন্ মানুষের সাধন-ফলে
উদয় হয়েছ হে 'নীল-মাধব', ভাসিয়া এসেছ অথই জলে ?
নিশীথের তারা ডাকিছে তোমায় নীরব ধ্বনিতে ভরিছে দিক্,
নেহারি তিমিরে ঊর্মির শিরে জ্বলজ্জ্যোতির সাঙ্কেতিক।
সব চেয়ে তুমি আপনার জন৷ আছ তুমি আছ, কই গো কই ?
দুঃখের ঢেউএ ঘুর্-পাক খেয়ে এই-আমি আর সে-আমি নই।
আমি মাটি আমি ছাই হ'য়ে যাব কেহ না জানিবে দরদী মন,
ভাল হইবার পিয়াসা আমার শুনেছি বাঁশীর অনুশাসন।
কাঙালের সনে কেন লুকোচুরি ? কে বুঝিবে কিবা অভিপ্রায়,
জীবনের মেলা, পুতুলের খেলা কেন হয় সুরু, কেন ফুরায় ?

ভেসে চলে যেন বুদ্‌বুদ্‌-ফেন ডাকে নীলাভাসে মহাসাগর।
মরণের অতি-বিস্মৃতি-পারে জন্মেছে কারা জাতি-স্মর?
মহামঙ্গল প্রসাদ বিলাতে খুলেছে এ দান-সত্র দ্বার,
চাহে শেষ ক্ষমা এই অপাত্র, মর্ত্যের ব্যথা দিও না আর।
তব বিচ্ছেদ-শাস্তি যে আর পারিনে সহিতে দাও চরণ,
এসেছে পঙ্গু বড় দুর্বল. কেমনে করিবে আলিঙ্গন?
সবারে খাওয়ায়ে তৃপ্তি তোমার, যোগাও ক্ষুধিতে অমৃত-ফল,
হও প্রসন্ন তোমারি জন্য গলিছে তপ্ত আঁখির জল।

হৃষীকেশে

সম্মুখে মম মহামেঘ সম উদিত রূপেশ্বর,
ব্রাহ্মী উষার জ্যোতিরুন্মেষে প্রণমিছে অন্তর।
একি অনুভব, নব উৎসব, অদ্ভুত, অতুলন!
মানব-ভাষার অভিধানে তার নাহি কোন বিশেষণ।
শৃঙ্গের কোলে শৃঙ্গ-লহরী মিলিয়াছে নীলিমায়,
কলহংসেরা মেলিয়াছে পাখা মহাজল-পিপাসায়।
কোথায় সুদূর 'চন্দ্রতীর্থে', কোন্ সে পদ্মাকরে
যাত্রা করেছে দেব-যান পথে দুর্গম সরোবরে?
রজতোজ্জ্বল কিরীট পরিয়া যেথা গিরীন্দ্র-শির
রক্ষণ করে অক্ষয় শিখা দৈবত বহ্নির।

বৈবস্বত মনুর তরণী জলপ্লাবনে ভেসে'
না জানি সে কোন্ 'নৌ-বন্ধন' শৃঙ্গে লেগেছে এসে।
কবে পাতালের অগ্নি-প্রবাহে বিদীর্ণ হ'লো ভূমি,
এই হিমালয়-ভূধরের ভ্রূণ উঠিল আকাশ চুমি'?

নয়নে তাহার কাজল পরালো ঘননীল অঞ্জন,—
নিমেষের তরে থেমে গেল বুঝি ধরণীর ঘূর্ণন।
দোলে শম্ভুর ডম্বরু-নাদে বিষ্ণুপদীর বেণী ;
শোনে কল্লোল দেবদারু-বীথি, রুদ্রাক্ষেরই শ্রেণী.
স্বর্গ-মর্ত্য-পর্বত-দিক্ ব্যাপি' সহস্র ক্রোশ
সুমেরু-শিখরে শোনা যায় এই ভাগীরথী-নির্ঘোষ ;
শোনে সে 'বিশাল-বদরী' বৃক্ষ বজ্রে বিজয় করি'
আছে দাঁড়াইয়া কালের রন্ধ্রে শীর্ষ ঊর্ধ্বে ধরি'।

দেখি দূরে 'নীল-কণ্ঠ' শিলায় আলিপনা দেয় নাগে,
জপমালা সম স্থূল বসুধারা গলিত অঙ্গরাগে।—
হোথায় তাপসী উপবাস-কৃশা উমারে অর্পি বর
রাখী-বন্ধনে গৃহী হইলেন ভোলা শ্মশানেশ্বর।
দেবতারা এল বরযাত্র সে প্রমথ-নৃত্য-সাথে,
চন্দ্র-ভানুর আলোর নিশান উড়ে নন্দীর হাতে।
শুভ-লগ্নের সুর-মূর্চ্ছনা শ্রবণে পশিছে আজি,
লীলা-সুন্দর গৌরীর করে কঙ্কণ উঠে বাজি'।

হেথায় সপ্ত সত্যের পথ, এই একপদী দিয়া
চলিয়া গিয়াছে পাণ্ডু-সুতেরা বনবাস ব্রত নিয়া।
অজিত তাদের চরণ-চিহ্ন দিগ্-ভ্রম করে দূর,
জীবনে যাহারা রূপ দেখিয়াছে প্রেম-ঘন বন্ধুর।
জানিত কি তারা আবার আসিতে হ'বে এ গহন পথে,
মহাপ্রস্থান-শঙ্খ বাজিবে মেঘের আড়াল হ'তে ?
মন্দাকিনীর কূলে-কূলে তারা চলে' যাবে সেই দেশে,
ইচ্ছা-মরণ, ইচ্ছা-জীবন যুক্ত যেখানে এসে।
মর্ত্যবাসীর পরিকল্পনা পায় না সে সন্ধান,
কোন্ খানে শেষ হয়েছে অশেষ, অসীম, অ-পরিমাণ।

এই হৃষীকেশ, এ ধ্রুব তীর্থে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
বেদ-পাঠে পদ-বিভাগ করেন, এই সেই তপোবন।
রাবণ-বধের পাপ ক্ষয় করি' রাম-লক্ষ্মণ হেথা
শুধালেন পুনঃ যে কথা যমেরে জিজ্ঞাসে 'নচিকেতা'।
সংহার যাঁর ক্রোধের উপমা, সেই দেবতারে ডেকে'
জ্বালেন এ পারে আরতির আলো পারের প্রদীপ থেকে।
কাল-পুরুষের সাক্ষাতে হেথা আত্ম-বিস্মৃতির
অবগুণ্ঠন করেন মোচন ভব-ত্রাণ রঘু-বীর।

ভিখারীর ঝুলি, তাও ত্যাগ করি' চল্‌রে বাউল মন,
অন্তর-গূঢ় বেদনা-জুড়ানো তারণ-মন্ত্র শোন্ ;
গলে নাম-রস বহির্ভুবনে নারদ ঋষির মুখে
পাষাণের লোম-হর্ষণ করে, বিশ্বাস ভরে বুকে।
নাহি আরম্ভ, শেষ নাহি যাঁর তাঁহারই উদ্বোধনী,
অভয়ের মাঝে মিলাইয়া যায় ভয়ের প্রতিধ্বনি।
স্মরণে যাঁহার জাগে যোগ-বল, ভাগে পাপ-মদাসুর,
করুণায় যাঁর ভৃষ্ট বীজেও জনমে নবাঙ্কুর।
শুনি ভ্রমরের গুঞ্জন-স্বনে স্পন্দিত সাম-গান,
গঙ্গার জলে ঝঙ্কারি' ওঠে ব্রহ্মেরি সংজ্ঞান।

হেরি বারি নয়, ক্ষমা-নদী বয় চিন্ময় দেবতার,
এই রাম-মঠে মন্দির-ঘাটে নাম-তরী করে পার।
ভরিয়াছে ব্যোম 'হর হর বম্', 'জয় তারা-শঙ্কর',
'জয় সীতারাম', 'জয় রাধাশ্যাম',—অভিন্ন হরিহর।
ডুব দে রে মন এই সনাতন, ত্রিতাপ-নাশন নীরে,
ছাড়িলি যে শ্বাস, নাসা-পুটে তোর নাই যদি আর ফিরে।
না করিস্ যেন কুঞ্জর-সম ব্যর্থ অবগাহন,
তীরে উঠে হায় মাটি মেখে' গায় আবার প্রক্ষালন।

থামে বরষের রথের চক্র, অনুমন্ত্রণ শুনি,
পলকে পলকে প্রকাশ আকাশ, জ্বলে বিদ্যুৎ-ধুনী।
আর বেলা নাই, চল্ একেলাই, মিলিবে রাতের ডেরা,
গণ-নারায়ণ-সেবার সদনে ফেরে নাকো পথিকেরা।
ডাক দেন তোরে চিত-নন্দন, কেন মিছে সংশয় ?
মিলিবে দোসর, সেই দেবে তোর আপনার পরিচয়।
খণ্ডিত মাঝে হেরিবি বিরাট্, পাবি অখণ্ড সুখ,
এক বিনা তুই দেখ্‌বি না দুই, মিটে যাবে শেষ ভূখ।

নমঃ সহস্র-শীর্ষ পুরুষ, সর্ববিভূতিমান্
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রের ধ্যেয়, অচিন্ত্য ভগবান্।
চিরপুরাতন, নিত্য-নূতন, তুমি বর্ধন-ক্ষয়,
চিরসুন্দর, ক্ষণসুন্দর, নমি তোমা লীলাময়।
জীবলোকে তব অংশ প্রকাশ, তুমি আদি নারায়ণ,
দাও ছিড়ে' দাও মায়া-মৃত্যুর মহাপাশ-বন্ধন।
সম্মুখে তুমি, পশ্চাতে তুমি, তুমি দক্ষিণে বামে,
তুমিই সৌম্য, ভৈরব তুমি, অর্চিত নানা নামে।
দিব্য অবাঙ্-মনসগোচর, ত্বং হি প্রাণের গতি ;
নমো যুগ-ধারী, বিশ্বম্ভর, ব্রহ্মাণ্ডেরি পতি।
জাগরণে তব জাগে এ জগৎ, হে প্রভু জগজ্জ্যোতিঃ,
কবে তব পদে স্থির হবে মম চঞ্চলতম মতি ?
যাহা আমি চাই—জান' তুমি তাই, অন্তর্‌যামী নাথ,
তোমার নিকটে ভিক্ষা করা যে ছাড়েনাক দুই হাত।
সবার সেবক হইয়া করিব যে কর্ম তব প্রিয়,
যে পথ দেখাবে সেই পথে যাব, এ দাসে প্রসাদ দিয়ো।
অ-শরণ-দের তুমিই শরণ, চরণ মাগিছে আর্ত,
সব কৃত যায় অ-কৃত হইয়া না ভজিয়া পরমার্থ।

কলির তন্ত্রে চলিতেছে ঘোর অধর্ম, অনাচার,
ঠাকুর-পূজার বেদীর উপর বসেছে অহঙ্কার।
নূতন করিয়া গড়িতে নিয়তি জ্বালিনু বিরজা হোম,
নমো গোবিন্দ, পূর্ণানন্দ, ওম্ প্রশান্তি ওম্।

দক্ষিণেশ্বরে

অহরহ সহিয়া দুঃখের পুটপাক
শোকে যাঁরে পাওয়া যায় তাঁরে দেই ডাক
চারিধারে হেরি মম স-সর্প গহ্বর,
ধূমকেতু পুচ্ছ মেলে মাথার উপর,
কেঁদে' ওঠে পশুপক্ষী, উল্কার বর্ষণ,—
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, হেরি দুর্লক্ষণ।
তামস যুগের ফলে মোহাবিষ্ট জাতি
ধর্ম-বুদ্ধি হারাইয়ে হয় আত্ম-ঘাতী।

কোথা মেলে মহৌষধ এ ভব-ব্যাধির
সন্ধান করি না তার, নৈরাশ্যে-অধীর,
উন্মাদের দৃষ্টি হানি' অপমৃত্যু মরি,
বিস্মৃত পাপের লাগি' দণ্ড ভোগ করি।
আলোক-বঞ্চিত চোখে সঞ্চিত অশ্রুর
অবারিত ধারা-পাতে কাঁদি ব্যথাতুর।
স্বকর্ম-বিচার ভুলি' কাঞ্চনের মদে
মাতোয়ারা হ'য়ে ডুবি নরকের হ্রদে।
ভোগ-সর্বস্বের দেশে বাড়ে দুর্বাসনা,—
ধ্বংসের সঙ্গীতে লুপ্ত শিব-উপাসনা।

সে দিন নির্জনে হেথা এ দক্ষিণেশ্বরে,
সাধক 'ভৈরবী-চক্রে' নৈশীথ প্রহরে,
নির্ভয়ে বসিয়া 'পঞ্চমুণ্ডী'র আসনে,
'দক্ষিণা-কালী'র কণ্ঠে স্নেহ-স্বর শোনে।
'পঞ্চবটী'-বিল্ব-মূলে প্রতিধ্বনি তার,
আলোড়িত জাহ্নবীর এপার-ওপার।

পঞ্চগুঁড়ি-আঁকা 'কালী-যন্ত্রের ত্রিকোণে'
রচি' অষ্টদল পদ্ম সাজায় গোপনে
রক্ত-জবা আরাধ্যার শ্রীপদ-কমলে,
পূর্ণ করে পূজা-ঘট সর্বতীর্থ জলে।
সে পঞ্চ-পল্লব-ফল, সিন্দূর, প্রসূন
অর্ঘ্য দেয় রক্ষা করি' হোমের আগুন,
বজ্রোদক নিক্ষেপিয়া বিঘ্ন দূর করে,
'হ্রীং কালী, শ্রীং করালী'—জপে নিশা-ঘোরে।
সমকায়-শিরোগ্রীব বসে বীরাসনে,
ভক্ত আর দেবতার ঐক্য ঘটে ক্ষণে।
জ্বালি' মহাদীপ-শিখা পূজে কালিকায়,
চোখ বুঁজে' দেখে তাঁকে হৃদয়-গুহায়।
যুগ্ম-শব যাঁর দুই কর্ণের ভূষণ,
নৃমুণ্ড-মালিনী তারা ভীষণ-দর্শন,
কটিদেশে শব-হস্ত-মেখলা যাঁহার,—
ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি, ধ্যান করে তাঁর।
চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, রৌদ্রী, দিগম্বরী,
মহামেঘ-প্রভা-শ্যামা, বরদা, শঙ্করী,
বালার্ক-মণ্ডলাকৃতি লোচন-ত্রিতয়,
নৃত্য-কালী,—বক্ষঃ পাতি' দেন মৃত্যুঞ্জয়,

শবরূপী মহাকাল, চন্দ্র-বিন্দু যাঁর
দীপ্ত করে সুরধুনী-ধৌত জটা-ভার।

"বহ্নি-শিব-হৃদে-কালী" 'গদাধর' যোগী
দেখায় পাষাণী মাকে হিয়া-'দগদগি'।
শিশুসম মানহীন, নির্মল-অন্তর,
রোদন করিয়া পায় দেবীর আদর।
স্ব-প্রকাশ গূঢ় সত্য, দৃষ্টির উদয়,
সূর্যমুখী পুষ্পসম ঊর্ধ্বে চেয়ে রয়।
দ্রষ্টা, দৃশ্য, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এক হ'য়ে যায়,
চক্ষু, বাক্য, মন, বুদ্ধি পৌঁছে না সেথায়।
সঙ্কীর্ণ এ সুখ-দুঃখ-বোধের সীমানা·
অতিক্রমি'—বিস্মরিয়া যাহা কিছু জানা।—

শেষ বেলায়

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি নয়ন মেলিয়ে
লুকানো কোন্ ঝর্ণা ছুটে পাথর ঠেলিয়ে।
ডাকে সিঁদূর মেঘের মায়া,
সাথী-হারা তরুর ছায়া,
শিউরে উঠি আপ্নাকে মোর হারিয়ে ফেলিয়ে।
পাহাড়-শিরে মেঘের পাহাড়, তার উপরে কালো
কিনারাতে কে জ্বালিল পুরাণো সেই আলো?
ভুলিয়ে দিল দুখের জ্বালা,
দুলিয়ে দিল মুক্ত মালা,
তেম্নিতর আগের মত লাগ্ছে আবার ভালো।

কাছের পাহাড় সবুজ-রঙা, দূরের গুলি নীল,
বুনো হাঁসে উড়ে আসে, মেল্‌ছে পাখা চিল।
জাগ্‌ছে চূড়া রৌদ্র লেগে'
খেল্‌ছে আলো ভাঙা মেঘে,
সাঁজ-তারকার ডাক শোনে গো এই দরদী দিল।

বড় বড় গাছের সারি দেখায় সরু-ছোট,—
ওরে পথিক পর্‌দেশীয়া, উপর-পানে ওঠো।
এই দুনিয়া বদ্‌লে যাবে,
নতুন ছবি দেখ্‌তে পাবে,
রঙের রসে ডুবিয়ে তূলী এঁকেছে কোন্ পোটো।

শুনি গোপন কলধ্বনি নীরবতার গানে,
এক-টানা সে ঝিল্লী-সুরে চলেছি তার পানে।
বনপাখীর নিমন্ত্রণে
চলেছি আজ কোন্ বিজনে ?
কাকলিতে কি আকূতি ! বুঝিনে তার মানে।

চিত্রকূটে

"জয় সীতারাম,"—
বনের চন্দনা টিয়া গায় অবিরাম ;
গিরি-সঙ্কটের মুখে বারির আরসী বুকে
ধরেছে মূর্চ্ছিতা নদী, 'মন্দাকিনী' নাম।

বাল্মীকি-আশ্রম

দিব্য-শঙ্খ-রবে-শান্ত সমুদ্রের সম ;
অক্ষয় সে ছায়াবট মেলিছে অনন্ত জট,
রাম-নামাবলী-ঢাকা স্থাবর-জঙ্গম।

নীল-কান্ত-শির
'বিন্ধ্যে'র 'কামদ' শৃঙ্গে পূজার মন্দির,
ভিতরে পশিলে তার স্থান-কাল একাকার,
মুক্ত দ্বারে বাধা পায় সমস্ত বাহির।

নত কর্ মন,
হোক্ চিত্ত-শতদলে রাম-পদার্পণ,—
অমর সে 'হনুমান্-ধারা'-জলে করি' স্নান
পর্ চোখে রাম-ময় রসের অঞ্জন।

চল্ পন্থা চিনে'
যোগীর আসন-পাতা অমৃত-পুলিনে,
ত্রেতার প্রহরী হেথা ঘোষিছে মঙ্গল-কথা,
বাজে তার স্বরলিপি নিভৃত বিপিনে।

'গুপ্ত-গোদাবরী'
গুহা-মাঝে মুখরিত নিরুদ্ধ-লহরী ;
ফল্গুরূপা গঙ্গা এসে 'রাম-ত্রিবেণী'তে মেশে,
'অনসূয়া' তাপসীরে বরদান করি'।

এই সেই ঠাঁই,
এই দিকে গিয়াছেন রাম রঘু-রাঈ,
কাঁধে ধনু, হাতে বাণ, পদব্রজে চলে' যান,
তরুরা লোটায় মাথা চরণ-ধূলায়।

পথের খবর
যারেই শুধান, সেই দেয় সদুত্তর,—
'আছে কি ঠিকানা ঠাঁই যেথা নাথ তুমি নাই ?
চিনিতে পেরেছি প্রভু, পরম-সুন্দর।'

দণ্ডক-কানন
ডাক দেয়, যাত্রা-পথে পুষ্প-বরিষণ,
কোল-কিরাতেরা এসে সেবা করে ভালবেসে,
লক্ষ্মণ-সমান পায় রাম-আলিঙ্গন।

জানকী-সুন্দরী
‘শিশু’-তরু-মূলে হেথা যাপেন শর্বরী,
প্রবাসে পথের পরে কুশ-পত্র-শয্যা ’পরে
প্রিয়-বাহু-উপাধানে শিথিল কবরী।

কবে এইখানে
সতীর সে পদাঙ্গুলে পক্ব-বিম্ব-জ্ঞানে
কাক-চঞ্চু ঠুকরিল ? রক্তরাগ ফেনাইল,
আজো সেই রাঙা ছাপ বেদীর পাষাণে।

ফিরিল ভরত,
ক্ষুণ্ণ-মনে ফিরে’ গেল রাম-শূন্য রথ,
পাদুকা বহিয়া শিরে পৌঁছিল সরযূ-তীরে,
প্রজাহিতে নিল রাজ-সন্ন্যাসীর ব্রত।

জুড়াইল প্রাণ
গোসাঁই সে ‘তুলসী’র রাম-লীলা গান,
নরনারী, খগমৃগে জাগাইয়া দিগে দিগে
আকাশের রন্ধ্র ভরে আকূতির তান।

আরতি-আলোকে
সাজালেন রামেশ্বরে চন্দন-তিলকে,
বিগ্রহের ওষ্ঠাধর কেঁপে’ ওঠে থর থর,
আবাহনী গাহে কবি উচ্ছ্বসিত শ্লোকে।—

'সীতারাম কহ'
নাম-মূর্তি শান্তি-মন্ত্র স্মর' অহরহ,
তিমিরের হ'বে ক্ষয়, হেরিবে অরুণোদয়,
কেন মিছা ভ্রান্তি-বশে অন্তর্দাহ সহ ?

শোন' বসি' ধ্যানে
কি-মৌন অনুচ্চারিত বাহিরের কাণে,
শোন' বাণী—'যেথা কাম সেথা কভু নাহি রাম,
অন্তরে রাবণ তব বারণ না মানে।'

যুদ্ধ থামিল না,
এখনো ভোলায় মন সোনার খেলনা !
অন্ধের ভূমিকা নিয়ে আত্মহারা অভিনয়ে,
আলোকের ঢেউ লেগে' চোখ ফুটিল না !

নির্বিষয় পথ
না বুঝিলে কত ঋজু, কত সে মহৎ !
অশ্রু নয় দুঃখময়, হরণ করে গো ভয়,
পিয়াসীকে দেখায় সে অ-জাত-জগৎ।

সবাকার চোখ
এ নব মুহূর্তে তব আপনার হোক্,—
ক্ষুদ্র খণ্ড-দরশন পূর্ণে হবে সমাপন,
মায়া-মৃগ, সূর্পণখা র'বে পলাতক।

ত্যাগ করে' চল'—
ভোগ সে ছুটিবে পিছে রে ভোগ-পাগল,—
বাড়াইলে ব্যগ্র হস্ত আনন্দ যাবে সে অস্ত,
না পাবে নাগাল তার অশান্ত-চঞ্চল।

সত্যঞ্জীব বীর
নব-দূর্বা-দল শ্যামে নোয়াইয়া শির
চল' গো দুর্গম লঙ্ঘি' ডাকিছে অজয় সঙ্গী,
নবরূপে রাম, রঘু-বংশের মিহির।

ব্রহ্ম-দ্বিখণ্ডিত
'সীতারাম'-পরসাদে শুদ্ধ হোক্ চিত,
মিলিবে করুণা তাঁর সকল-কুশল-সার,
অমিত যাঁহার ক্ষান্তি, এস সন্তাপিত।'—

এই শুভক্ষণ
সূর্য-ঘড়ি শেষ-বেলা করে নিরূপণ,—
জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে কে কে ?
সার্থক হয়েছে মন্ত্র অজপা-সাধন।

নবদ্বীপে

চৈতন্য-উদয়-তীর্থ নবদ্বীপ-ধাম,
লহ এই পুণ্য-লোভী যাত্রীর প্রণাম।
ব্রজ-রজঃতুল্য এই পূত-করা ধূলি
প্রাণ যে মাঙিছে ভিখ., লৈনু শিরে তুলি'।
এই গঙ্গা-জলাঙ্গীর যুক্ত-বেণী-তটে
পাবনেরও পাবন, হরির নাম রটে।

"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়"—
বহির্নেত্র মেলিয়া 'কানাই-নাট-শালায়'
নিমাই দেখিল কবে সেই নিরুপমে,
গোলোক-আকাশ-পৃথ্বী যাঁহারে প্রণমে।

দেখে স্বপ্ন চমৎকার, করে নিরীক্ষণ
"এক-বপু-বহু-রূপে" রাসের নর্তন,
কজ্জল-উজ্জ্বল-কান্তি, কিশোর-শেখর,
লোচন-রোচন-ঠাম শ্যাম নটবর।
চূড়ায় ময়ূর-পাখা, পীতাম্বর-ধারী,
দোদুল পলক-মাত্র গুঞ্জা-মালা তাঁরই।
বাঁশী শুনে' উনমনা রাধিকার প্রায়,
বাধা-হারা নগ্ন-পদে পথে বাহিরায়।
"জ্ঞান-নিম্ব-ফল" ত্যজি' "প্রেমাম্র-মুকুল"-
মকরন্দ-আস্বাদনে বিহ্বল-ব্যাকুল।
বাহু তুলে' নেচে-নেচে' চলে সে বৈরাগী,
কাঁদে মন বৃন্দাবন-সুন্দরের লাগি।'
গৌরাঙ্গের দান-যজ্ঞে করুণা-বন্যায়
"শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, 'নদে' ভেসে যায়।"
মানবের ঘরে এক রসের পাগল
রূপে গুণে ভুলাইয়ে বলে হরিবোল।
ভাগীরথী উত্তরিতে কালিন্দী মানিয়া
প্রেমোল্লাসে জলোচ্ছ্বাসে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।

সোনার বরণ অঙ্গে অরুণ বসন,
আত্মস্থ-তন্ময়-দিব্য-রাজীব-লোচন,
শচীর নন্দন চলে লুটায়ে অবনী,
গমন-বিলাসে তাঁর জাগে হরিধ্বনি।
শরৎ-পার্বণ-চন্দ্র হেরি' সে বয়ান
আপন লাঞ্ছন স্মরি' লাজে ম্রিয়মাণ।
চলে' যায় 'হরি-বোলা' নন্দি' দশ দিক্,
সু-পথে পাথেয় পায় উদ্‌ভ্রান্ত পথিক।

শ্রীমুখ দেখিবামাত্র নির্মল হৃদয়ে,
চলে অনুচর-বৃন্দ নব জন্ম লয়ে,,
চলে সবে জাত-পক্ষ বিহঙ্গম-প্রায়
কুলায়ের পানে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ধায় 'নীলাদ্রি'র পানে নবীন বাউল,
ওই বুঝি দেখা যায় আনন্দ-দেউল।
সাগর-টিট্টিভ ডাকে, শর্বরী পোহায়,
দেখে কি বিরাট-চূড়া দর্শন-সীমায়।
অম্বুধি নৈবেদ্য সঁপে পাদপীঠে যাঁর,
সম্মুখে পাবে সে দেখা সেই দেবতার,
অতীতের উৎস থেকে এই বর্তমান,
দূর অনাগত ব্যাপি' যাঁর অধিষ্ঠান।
কি করিলে তাঁকে মিলে, ভাবিতে ভাবিতে
ডুবে যান পরিপূর্ণতার সমাধিতে,—
কিসে সকলের ভালো, কিসে ঘুচে ভেদ,
কিসে ঘটে জাতকের কর্ম-গ্রন্থিচ্ছেদ ?

কে অপরিবর্তনীয় অ-গুণ পুরুষ
আসেন স-গুণ হ'য়ে হরিতে কলুষ ?
মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-মূর্তিধর,
কভু বা বামন, কভু রাম-রঘুবর,
আসেন মানুষ-রূপে হরিতে ভূ-ভার,
এই শাণ-যন্ত্র থেকে করেন নিস্তার।—
কেন বা রাখেন হেন বোধ-হীন করে'
কেন এ উদ্ধার-খেলা কে বুঝাবে নরে ?—

দস্যু কেন ঋষি হয় মহাকাব্যকার ?
কেন অমরত্ব বর পায় পুরস্কার ?
জন্মাবধি লব-কুশ ভিক্ষাপাত্র লয় ?
তপোবনে পিতাপুত্রে কেন যুদ্ধ হয় ?
পুলস্ত্য ঋষির কুলে জনমে রাবণ ?
কেন হয় ইন্দ্র-জয়ী তার সে নন্দন ?
কেন জন্মে, কেন মরে সওয়া লক্ষ নাতি ?
এক প্রাণী নাহি রহে বংশে দিতে বাতি।
কেন হারে ধর্ম-পুত্র পাশার সমরে ?
'পাঞ্চালী' লাঞ্ছিতা রাজ-সভার ভিতরে ?
সহায় যাদের কৃষ্ণ, সে পাণ্ডবগণ
কেন গো অজ্ঞাতবাসে করে অন্নার্জন ?

"হে কৃষ্ণ, কেশব, রক্ষ, হে রাম-রাঘব",
যে শোনে প্রভুর মুখে পায় সে বৈভব,—
ছেড়ে যেতে হবে যাহা, নশ্বর সে ধন
গুছায়ে রাখিতে কারো নাহি সরে মন ;
কুড়াইয়া হরি-লুট পার্থ-সারথির
পূজার গোপুরে সবে পশে নতশির।
শাস্তি-দাতা বলে' তাঁকে ভয় করিবার
সঙ্কোচ থাকে না আর মনের মাঝার ;
নামের স্মরণ-মাত্রে হরে তাপ-ত্রয়,
চণ্ডালও সে তৎক্ষণাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়।
তরিল দক্ষিণ-দেশ হেরি' নরহরি
কাবেরী কৃষ্ণায় বয় যমুনা-লহরী ;
চলে সেবকেরা সবে হরি হরি বলে'
পৌঁছে সেই জয়ধ্বনি সপ্তর্ষি-মণ্ডলে।

পবিত্রিয়া গিরি-পল্লী, বয় সু-বাতাস,—
হরি-প্রেমে জড়ায়ে গৈরিক-বহির্বাস
উপেক্ষি' মণি-মঞ্জুষা 'রামানন্দ রায়'
'গরুড়-স্তম্ভে'র পার্শ্বে পূজিল গোরায়।
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়ে, দাঁড়ায়ে যেখানে
নবদ্বীপ-চন্দ্রমা তাকান সূর্য পানে।
নেহারিতে শ্রীচৈতন্যে দেখে শ্যাম-অঙ্গ,
"অন্তঃকৃষ্ণ-বহি-র্গৌর" জ্যোতির তরঙ্গ।
গোদাবরী, বক্ষে গোপী-চন্দন ভূষণ,
তুলসীর মালা পরি' করে কৃষ্ণায়ন।
'বিষ্ণুকাঞ্চী', 'শিবকাঞ্চী' হ'তে 'বারাণসী'
নিছিয়া-মুছিয়া যান বলি-রক্ত-মসী।
হরি-গীতা, মুক্তি-পদ শোনায়ে বধিরে
অবিদ্যার গ্রাস হ'তে তরেন অচিরে।
মর্ত্যের পরম ভোগ্য কৃষ্ণ-পরসাদ
কৃপামৃত-অভিষেকে পূর্ণ করে সাধ।
জপিতে জপিতে নাম মগ্ন কৃষ্ণ-রসে,
কেঁপে ওঠে ভাব-দেহ চরণ-পরশে।

উচ্ছলিত মুক্তধারা উত্তর-বাহিনী,
জীবন-শোধন-করা প্রেমের রাগিণী।
মঙ্গল-আরতি-ঘণ্টা ফিরায় পাপীকে
আত্মহত্যা-বাঞ্ছা থেকে নামের প্রতীকে।
সন্ন্যাসী অন্তর-দর্শী যান বিলাইয়া
মন্ত্র-চৈতন্যের বিন্দু, অক্ষয় অমিয়া ;
অধন্যেরে ধন্য করে দাক্ষিণ্য তাঁহার,
পাশ-বদ্ধ পশুদের করেন উদ্ধার।

অনুতপ্ত ব্যাধ এসে ভাঙে ধনুঃশর,
পায় গো শরণাগতি, মেলে কাম্য-বর।
গ্রামে গ্রামে হরিবোল, আজ্ঞামাল্য লয়ে'
বৃক্ষ-রূপী বৈষ্ণবেরা ওঠে কথা কয়ে'—
'বারে বারে পরাজিত যে বৈরীর কাছে,
আবার সে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়াছে।
সংসার পর্বত-পার্শ্ব, সু-পিচ্ছিল স্থান,
অসংযমে অধঃপাত, সংযমে উত্থান।
মন যদি চাহে দেহ, মোহ-সহচরী,
শিলাময়ী কর' তারে মহামন্ত্র স্মরি'।
ষড়রিপু করে হেথা মৃত্যুকে নির্মাণ,
এ উদয়-অস্ত হ'তে কিসে পরিত্রাণ?
কিসে মুক্তি তৃষ্ণা-জাত পুনর্জন্ম হ'তে?
কেন মগ্ন-উনমগ্ন তূর্ণ কাল-স্রোতে?—
অভিমান-ছত্র মেলি' আগলিলে শির
সংবাদ পাবে না দৈবী করুণা-বৃষ্টির।

অন্তরে আছেন তিনি, তবে কেন হায়
জীবমাত্রে এত দুঃখ, এত কষ্ট পায়?
পাপ কেন এত প্রিয়, এত মনোরম?
গরল-গণ্ডূষে করি অমৃতের ভ্রম?
নহি মোরা নিরুপায়, নিরবলম্বন,
ভালবেসে দাও তাঁরে ষোল-আনা মন।
দাঁড়াও তরীর তরে, এস খেয়াঘাটে,
হের' অর্ধ-অন্ধকারে সূর্য বসে পাটে।—
পড়ে' থাকে সকলি জীবন-কিনারায়,
মৃত্যুর উত্তর-পারে 'প্রেমা' শুধু যায়।

হেথাকার্ সোনা-রূপা ছাই দিয়ে মাজা,
খালি হাতে চ'লে যায় রাজা-মহারাজা।
গৌরব-পদবী যাহা অর্জিছ হেথায়,
খণ্ড খণ্ড হয়ে টুটে' ভগ্ন ভাণ্ড প্রায়।
সর্বৈব মিথ্যা-মায়া, সমস্ত প্রবাদ,—
সাধনায় গুপ্ত আছে অমৃত-আস্বাদ।
আছে স্বর্গ, আছে শান্তি, মর্ত্য ছাড়াইয়া,
অনন্তের সাথে চির-যুক্ত আছে হিয়া।—

তা' সবে বর্জিতে হ'বে যারা অন্তরায়
হ'বে তব তপস্যায়, পূজা-অর্চনায়।
ভক্তির দুর্ভিক্ষ যেথা অশুভ সে ঠাঁই
ছাড়িলে জানিবে কিছু যাহা জানা নাই।
কি যে তিনি কে বুঝিবে সে সুন্দরেশ্বরে ?
কে সাজাবে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার গড়ে' ?
রেখা-বন্ধে সিন্ধুরে ধরিলে চিত্রকর,
ফোটে কি স্বরূপ তাঁর পটের উপর ?

প্রকৃতির পারে তিনি, মহা-রমণীয়,
বোধের অতীত সত্তা অনির্বচনীয়,
নিরন্তর ধ্যান-গম্য সুদুর্লভ ধন,
করুণা কর' গো যাচ্ঞা মিলিবে দর্শন
সকলের শেষে যাহা অবশেষে রয়,
সহজে কি চোখে পড়ে সেই চক্ষুর্ময় ?
আকাশের বৃষ্টি-বিন্দু গণনা করিয়া
সাধনা কর' গো তত বৎসর ধরিয়া।

মুদ্রিত রয়েছে তব অজ্ঞাত লোচন,
কেমনে করিবে অন্ধ দূর দরশন' !

'দ্বাদশ-কানন' মাঝে পশেন গোঁসাই,
আঁখি-আগে লুকোচুরি খেলিছে কানাই,
পথহীন বন-ফাঁকে বঙ্কিম মাধব
উঁকি মারে, পলাতক গোকুল-বল্লভ।
বিগলিত-পুলকাশ্রু-আকুল লোচন,
হ'ল না জীবন ভরে' রূপ-দরশন।
গোপালের নূপুরের মধুর নিক্কণ
চলে পথ দেখাইয়ে মজাইয়ে মন।
কবে গিয়ে পঁহুছিবে কুঞ্জের দুয়ারে ?
অভিসার হ'বে সারা বিনোদ-বিহারে।

চলেছে সে ডালি নিয়ে রসময়-পাশে,
রঙ্গনাথে বন্দিবে হিন্দোল-অধিবাসে।
শোনে কর্ণ-রসায়ন বেণুর আহ্বান,—
যা শুনিলে কিছু আর মাগে না পরাণ,
যে জনা শুনেছে তারই ছুটেছে সংসার,—
জয় জয় গৌর-হরি নাম-অবতার,
জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈত-ঠাকুর,
আজো শুনি তোমাদের সংকীর্তন-সুর,
স্নিগ্ধ-ঘোষ-গম্ভীর উন্মাদ কণ্ঠস্বর,
সেই মৃদঙ্গের বোল, পাঁচশো বছর
নিথর হইয়া আছে ভিত্তির পাষাণে,
আশ্চর্য ঝঙ্কার তোলে ভকতের প্রাণে।

শান্তিপুর্

নীল গাঙে তোর আলোর খেয়া ডাক দিয়েছে আজ মোরে,—
জল ভরে মা, মনের চোখের কূলে।
লুটিয়েছি মা তোর মাটিতে, কাঁচা সোনার কৈশোরে,
ফল্‌ত ফসল কান্না-হাসির ফুলে।
ধন্য হ'লাম মাথায় তুলে, গায় মেখে তোর পা'র ধূলি,
স্নেহের পরশ বুলিয়ে দে মা প্রাণে!
কাঁপ্‌ছে বুকে সুদূর যুগের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি,
স্মৃতির কোকিল ডাক্‌ছে মিঠে তানে।

তোর নীলাকাশ, তোরই বাতাস, তোর ফলে, মা, তোর জলে
পড়্‌ছে গলে' আনন্দেরি ননী,
তোর মরকত-রতন-বিথার-বিচিত্র ওই শাদ্বলে
গিইছি থুয়ে আমার চোখের মণি।
চুল-পাকা এই আজ্‌কের আমি—বদ্‌লে গেছে বাইরে মোর,
পড়্‌ছে ভাঁটা আলোর দরিয়াতে,—
নতুন ছেলে নতুন ফুলে গাঁথ্‌ছে মনের মতন ডোর,
মিল্‌ব তাদের খেলার আঙিনাতে।

বাইরে যা হোক্—ভিতরটি তো হয় নি বদল এক রতি,—
পাল্লা দিয়ে তেম্‌নি ছুটি মাঠে;
ছুট্‌ত যেমন দুষ্টু ছেলে, সম্‌ঝাত না লাভ ক্ষতি,
ভোলা দিনের খেলার নতুন হাটে!
কই সে প্রাণের সঙ্গীরা সব? হারিয়ে গেছে আজ তারা,
দেশ-বিদেশের কতই পথের ভিড়ে;
কোন বালুকায় শুকিয়ে গেল ভালবাসার শেষ ধারা?
উড়ো পাখী ফিরবে কি তার নীড়ে?

অন্ন ছিল, শক্তি ছিল, পল্লীবাসীর প্রাণ-খোলা,
আমরা যখন খেলেছি তোর কোলে,
তোর পরসাদ, সুধার সোয়াদ, পেলে কি আর যায় ভোলা ?
তোরই মাটির খেল্‌নাতে মন ভোলে।
এই মাটি তোর রত্নফলা,—ফলুক গে 'গোল-কুণ্ডা'তে
হীরের কুচি—নয় তা জ্যোতির্ময় ;
মানুষ হ'ল যে সব ছেলে, তোর আদরের দোল্‌নাতে,
জ্ঞানের খনি করল তারা জয়।

শিল্প কলায়, কল্প-লতায়, কাব্যশ্রীতে, দর্শনে
তোর ছেলেরা দিগ্বিজয়ী বীর,
বিদ্যা-বিনয়, গুণ-গরিমায়, পূর্ণ বিকাশ হৃন্মনে—
সবার পায়ে নোয়াই আমি শির।
বিদ্যাদানের পুণ্যফলে তীর্থ হ'ল এই পুরী,
জাহ্নবী তায় পরায় চন্দ্রহার !
উড়্‌ল ধূলি তর্করথে, শুভ্র যশের ফুল-ঝুরি
ছাইল বাণীর মন্দিরেরি দ্বার।

তোর মাটি মা, দিব্য মাটি—অদ্বৈতের তপঃস্থল,
'ধূলোট্‌' ধূলোয় উঠ্‌ল রে নাম-গান,
এই মাটিতে পড়্‌ল ঝরে' সোনার গোরার অশ্রুজল,
ছাপিয়ে 'নদে' এল প্রেমের বান।
এইখানে মা, এই শ্রীপাটে, হরিনামের মন্তরে
তরে' গেল যবন হরিদাস,
টল্‌ল না সে জল্লাদেরি রক্তরাঙা খর্পরে—
মন্ত্রণাকে করল পরিহাস।

এইখানে এই গঙ্গাকূলে, বস্‌ল 'বিজয়' যোগ-ধ্যানে,
প্রাণ-কমলের পাপ্‌ড়ি খুলে যায়,
ডুব দিল রে আপ্‌না-মাঝে বাঞ্ছিতেরি সন্ধানে,
মিট্‌ল তৃষা মধুর মোহানায়।
এল 'কেশব'—ভক্তিরসের সঞ্জীবনী-শক্তিতে
চেতিয়ে গেল অসাড় নারী নরে,
'জীবন-বেদে'র গভীর শ্লোকে, মহাকালের ইঙ্গিতে
অকূল-তিমির উঠ্‌ল আলোয় ভরে'।
মিটিয়ে গেল বুভুক্ষু মন তপস্বি-রাজ 'রাম-মোহন'
ব্রহ্ম-বাণীর অমৃত সন্দেশে,
মন্থিয়া বেদ উপনিষৎ, বিলিয়ে গেল পরম ধন,
ঘোর নিশুতি অমারাতির শেষে ;
কোন ঘাটে তোর ভিড়্‌ত এসে মকর-ডিঙি শ্রীমন্তের ?
মাস্তুলে তার সোনায়-বোনা পাল,
আন্‌ত খবর কত দ্বীপের, কত নতুন দিগন্তের ;
ঘূর্ণিপাকে টুট্‌ত না তার হাল।

এক ছেলে তোর পেরিয়ে সাগর পৌঁছে সুদূর 'সুমাত্রা'য়,
তারার আঙুল দেখিয়ে দিত পথ।
পণ্য-বোঝাই কিস্তিগুলি দুল্‌ত ঢেউ-এর দোল খেলায়,
হাজার দাঁড়ি গাইত 'সারি' গৎ !
গড়্‌ল দেউল 'শ্যামচাঁদে'রি, কীর্তি তাহার গায় না ভাট—
অশ্রুপাতের শব্দ শোনা যায়,—
সেই কাটালো 'পুরীর' পথে পুষ্করিণী এক-শো-আট,
অচঞ্চলা কর্‌ল কমলায়।

সেদিন গেছে তন্দ্রাঘোরে মণির ঝাঁপি হারিয়েছে—
কই সে বাহু? কই সে বুকের পাটা?
ঝড়ের মুকুট মাথায় পরে' ঘর ছেড়ে কে বেরিয়েছে,
দল্‌তে ছ'পায় বিঘ্ন বাধার কাঁটা?
পূজ্য তুমি পুণ্য ভূমি, অন্নদা মা ইন্দিরা,
আজ্‌কে তোমায় বন্দিছে এই দীন,
কোথায় এমন শান্তি ঢালে সন্ধ্যারতির মন্দিরা?
কে পরিশোধ কর্‌বে মা তোর ঋণ!

হরিদ্বারে

দিগম্বরের জটাজাল হ'তে গিরিকন্দর-বর্ত্মে,
দুরিত-হারিণী সুরধুনী হেথা অবতরিছেন মর্ত্যে;
দেবের করুণা ঝরে বসুধায়, ধায় তরঙ্গে ত্রিবেণী-ধারায়,
ঐরাবতের মত্ত দর্প চূর্ণি' সলিলাবর্তে।

ওই 'সতীঘাট' প্রতিধ্বনিছে ব্যোম-বিদারণ-শব্দ,
গরজে গভীর শোকের বিষাণ, ঈশান-হৃদয় স্তব্ধ।
অপমান-শেলে বিক্ষত প্রাণ, দাক্ষায়ণীর অভিশাপ-বাণ
ভেদিয়াছে হোথা বেদীর পাষাণ, নিনাদি' অতীত অব্দ।

অবগাহি' নীল পাবন-প্রবাহে এ অধম আজি ধন্য,
উধাও ছুটিছে মানস-তুরগ লঙ্ঘিয়া মায়ারণ্য।
আরাত্রিকের উদার শঙ্খ ঘোষিছে কাহার অভয় ডঙ্ক?
কোথা হিরণ্য-বর্ণ মহান্‌, সৌম্য সুপ্রসন্ন?

এই আমিত্ব-অহঙ্কারের কল-কোলাহলে ক্লান্ত,
হৃদয় আজিকে নিঃশ্বাস ফেলে কারাগার-নিষ্ক্রান্ত!
মূক কীট সম কত যুগ আর হাসিব কাঁদিব হেথা বার বার?
কবে যে ফুরাবে বিরহ-বিকার, টুটিবে গহন-ধ্বান্ত!

রূপের ভিখারী, রিপু-কিঙ্কর, রে বিষয়-সুরা-সিক্ত,
আয় দান-বীর বলির মতন নিঃস্ব, নিখিল রিক্ত।
পাবি পরসাদ প্রেয় দেবতার, চল্ তীরে তীরে এ 'নীল ধারার'
অন্তর-মরু হোক্ সুমধুর প্রেমরস-সম্পৃক্ত।

চল্ রে উজানে, উৎসের পানে গঙ্গোত্তরী-গর্ভে,
চৌদিকে চির-মৌন অচল উষ্ণীষ তোলে গর্বে ;
গজমোতি-হার উরসে পরিয়া, কিরণ-মেখলা তুষার-দরিয়া
ঝঙ্কারহীন চরণে তুহিন বরষিছে দিক্ সর্বে।

চল্ পিছে ফেলি' 'পঞ্চপ্রয়াগ' দিব্য 'অলকনন্দা',
উদ্‌গীত যেথা তাপস-কণ্ঠে ত্রয়ী সে বিরাট্-ছন্দা ;—
জীবাত্মা যেথা পরমাত্মায় পুণ্য-লগনে লীন হ'য়ে যায়,
ফোটে মুকুলিতা কল্পলতায় অমৃত যোজন-গন্ধা।

জনম-মরণ-বাসনার তীরে উতরিব নির্দ্বন্দ্ব,—
নিরঞ্জনের চরণে যাচিব মুক্তির চিরানন্দ।
এস গো পরম-ভাগ্যবন্ত, ভক্তির রথে এস তুরন্ত,
এস হেথা এই তীর্থ-রেণুতে মিশে যাও নিস্পন্দ।

হিমাদ্রি

যোজনান্তরে দিক্‌চক্রের অর্ধ পরিধি ঘিরে',
কার গৌরব-বৈজয়ন্তী শ্যাম অরণ্য-শিরে ?
লক্ষ কাহিনী-কল্পনাভরা এই সেই হিমালয়,
ইহলোকে এই প্রথম তীর্থ বিতরিল বরাভয়।

কোটি বনফুল অঙ্গে দোদুল, কত রঙ্‌ শোভা আলো ;
দ্বিপ্রহরের ঝিল্লীর তান শুনিছে পাষাণ কালো !
স্বপন দেখিছে ভূর্জ-বনানী সবুজ টোপর পরি',
ঝর্ণা-তলায় ঝরিছে কাহার রতনের শত-নরী !

মৃদু-মন্থর শুভ্র শীকর বিহরে শিখর ঢাকি',
ছিন্ন মেঘের যবনিকা-ফাঁকে খণ্ড-রৌদ্র মাখি' !
নিম্নে সানুতে কর্পূর-শ্বেত ধূপ-ধূম্রের ভেলা ;
দেবাঙ্গনার অলকে নূপুরে তরল রূপালি-খেলা।

দোলে লঘু-লোল মেঘের আঁচল ধরণীর পয়োধরে—
কত ভাগীরথী, সরযূ, গোমতী অমৃত ঊর্মি ঝরে !
কবে ব্যোম-কেশ প্রলয়ের বারি ঘিরিলেন জটাজালে,
জল-তরঙ্গে সুধাংশু-কলা ডুবে গেল শিবভালে !

একি উন্মাদ অম্বু-নিনাদ ধ্বনিত নীলাম্বরে !
রন্ধ্রের মুখে জল-কদম্ব অতল-পরশে ঝরে।
দক্ষিণে খাদ পরিখা অগাধ বক্ত্র ব্যাদানি' আছে—
ভীম পন্নগ কালিয়-উরগ যেন ফণা মেলিয়াছে !

তিব্বত পানে নত উন্নত শাদা ঢেউ গেছে চলি'
কে লুটায় জটা ভাস্বর ছটা রজতে পড়েছে ঢলি' !
ভরে' গেল চোখ, এ মর্ত্যলোক ছেড়ে চলে' গেছি আজি,—
নীলের কিনারে শ্বেত-পারাবারে অপরূপ ছায়াবাজি !

হে মহিমময়, দেব হিমালয়, সুবিরাট্ সুবিশাল,
হে অন্তহারা রুদ্রকান্ত, হে মূর্ত মহাকাল,
কোথা যোগীন্দ্র-চন্দ্র-মৌলি-নয়ন-বহ্নি-বাণে,
অ-তনু হয়েছে কুসুম-আয়ুধ মন্মথ কোন্‌খানে ?

বিধুরা রতির পতি-বিয়োগের পাষাণ-ভেদী সে সুরে,
প্রতিধ্বনির করুণ-রোদন দেবদারু-দ্রুম-চূড়ে ;—
গৌরীর ছু'টি নয়নোৎপলে পেলব পক্ষ্ম-ছায়,
করুণার পূত অলকনন্দা উথলি' বহিয়া যায়।

হে সিদ্ধ-বর ! পাষাণ-অধর আছ বাণী সংহরি',
শুনাও মানবে আদিম প্রণব অবনীতে অবতরি'।
এসেছি ভিক্ষু অমৃত-ইক্ষু-রসপান-অভিলাষে,
দেখাও সোপান, মহাপ্রস্থান, চির-ঈপ্সিত পাশে।

কোন্ সে প্রয়াগে নবারুণ-রাগে অবগাহনের শেষে,
দাঁড়াব মুক্ত, প্রসাদযুক্ত, সত্যানন্দ দেশে ?
হেরিব ধবল কৈলাস-মূলে রাবণ-হ্রদের জলে,
মানস-রমার অনামিকা চুমি' সোনার নলিন দোলে

কবে মহাদ্রি, সুদূর বদ্‌রি-নারায়ণে-নিকেতনে
সব অভিমান, মায়া অবসান হ'বে মাহেন্দ্র-ক্ষণে ?
কোন্ সে কেদারে আশ্রম-দ্বারে উতরিব যোড়পাণি ?
কে দিবে এ হিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া অশিবে অশনি হানি' ?

আজি এ ব্রাহ্ম-মুহূর্তোদয়ে নির্মলতর মতি,
হেরে সন্দেহ-রাত্রির পারে অতীন্দ্রিয় সে জ্যোতিঃ ;
ক্ষণিক-বিরহ নাহি যাঁর সনে নিখিল-নিরঞ্জন,
রে মন অন্ধ, এ রণ-দ্বন্দ্ব কর তাঁরে নিবেদন।

র'বে না কিছুতে কোন আগ্রহ, কপাট রহিবে খোলা,
হাজার আঘাতে দুলিবে না দ্রুত হৃদয়ের হিন্দোলা—
ডাক্ সকাতরে চির-নির্ভরে নিরাময় অন্তরে,
সব অপরাধ-ভঞ্জন সেই অসীম-শক্তিধরে।

সম্বল করি' ভক্তি-পাথেয় আলয়ের পানে চল্,
অহরহঃ তাঁরি রক্ষা-কবচ অর্পিবে প্রাণে বল।
কুড়াস্ নে হায়, পলে যা হারায় বাড়ায়ে ব্যগ্র কর—
ভাঙুক বালির দুর্গ-প্রাচীর সাগর-বেলার'পর।

পিতৃগণের দিব্য প্রতিভা সকল শঙ্কাহরা,
বরিষে উর্ধ্বে হরিতালী হ'তে আশিস্ শান্তিভরা-
পূর্ণ-আহুতি দিয়াছেন যাঁরা সর্ব-পাবন হোমে,
ভূর্ভুব-লোকে ভর্গ যাঁহার সেই পুরুষোত্তমে।

পথে আর কেন বৃথা বিলম্ব ? আগত সন্ধিক্ষণ,
সকল অন্তরায়ের অন্তে মিলিবে পরম ধন ।
এই অতুলন পুণ্য-লগন সফল করিয়া নে রে,
বসি' তন্মনে সাধন-আসনে, জনম-পঙ্ক ছেড়ে,

শতদল সম ওঠ্ রে ফুটিয়া সত্য-সূর্য পানে,—
রাজে অক্ষয় পরিপূর্ণতা তাঁহারি সন্নিধানে ।
হে জগন্নাথ, ভুবনাভিরাম, জয় জয় তব জয়,
দৃক্পাতে তব হিমালয় লীন, রেণু হয় মহাকায় ।

প্রভাতে জাগিয়া নিরখি নিত্য তুমি মাতা, তুমি পিতা
অরুণ-অধরা প্রকৃতি তোমারি মাধুরী-বিদ্যোতিতা ;
সহধর্মিণী, সোদর সোদরা, আত্মজ, নন্দিনী,
বন্ধু, বৈরী—রূপের সাগরে অরূপ তোমারে চিনি !

মানবের ভাষে, ব্যর্থ প্রকাশে বিপুল স্বরূপ তব,
ওহে লীলাময়, বচন-অতীত, হে চিরন্তন ধ্রুব,
না পেয়ে মননে, নিদিধ্যাসনে, মহাতপা ঋষি কত,
হে জ্যোতিষ্মান্, নিশিদিনমান আছে নব ধ্যান-রত ।

আজি নগেন্দ্র, ভক্তবৃন্দ বিভোর যে মধুপানে,
বাজালে আমার এ বাগ্ যন্ত্র তাঁরি আনন্দ-গানে !
চরাচরময় তাঁহারি করুণা, তাঁরি পরসাদ হেরি,
মরুৎসমূহে, মহীরুহব্যূহে শুনি আহ্বান-ভেরী ।

তুঙ্গ তোমার তুষার-সীমার উদ্দেশে আঁখি তুলে'
ওহে হিমবান্ ঝরিছে নয়ান, স্মৃতির পাথার দুলে,—
মূর্তি ধরিছে কীর্তি-শৌর্য, সত্য-ত্রেতার কথা,
আর্যেরা এসে উত্তরিল সে 'সিন্ধু' পুণ্য-স্রোতা।

ব্রহ্মাবর্তে উঠিল উষায় উদাত্ত সাম-গীতি,
হোত্র-আহুতি গন্ধে ভরিল আমলকী-বনবীথি।
কবে পুনরায় পরশুরামের অজেয়-বীর্য-বলে
নিঃক্ষত্রিয় হইল পৃথ্বী তিতিল অক্ষিজলে।

ধর্মক্ষেত্র কুরু-প্রান্তরে, ভৈরব তাণ্ডবে,
রণ-কোদণ্ডে টঙ্কার দিলে কৌরবে পাণ্ডবে।
তুমি আছ তার, একক সাক্ষী, অটল, অবিচলিত,—
জয়-পরাজয় উত্থান ক্ষয় তব পদে লুণ্ঠিত।

কাল-পুরুষের মুখপানে চেয়ে কি ভাবিছ গিরিরাজ?
কি আর খুঁজিছ অন্ধকারের মহাসমুদ্র মাঝ?
আজি কৃতজ্ঞ জীবন-যজ্ঞ-পাবকে ভস্মসাৎ,
পার্থিব এই পিপাসা তৃপ্তি গ্রহণ কর হে নাথ।

কাঞ্চন-জঙ্ঘা

নীল আকাশে বুলিয়ে তূলী
তুষার-শাদা শিখরগুলি
কে আঁকিল মেঘ-সাগরের পারে?

বালক-ভানুর আলোর কণা,
রঙ্-ফলানো' কি আল্পনা
দিগ্-বধূরে সাজায় মোতির হারে !

শ্বেত বিজুলি নিথর হ'য়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্তি লয়ে'—
শিথানে তার উজল ঢেউ-এর সারি ;
ছাড়িয়া ওই উষার তারা
সাম্‌নে নেমে আস্‌ছে কারা ?
কটাক্ষেতে স্ফটিক হ'ল বারি।

অভ্রভেদী দুর্গ-প্রাকার,
অলঙ্ঘ্য ওই দূর পরিখার
এমন মহান্ মোহন ছবির পানে
নির্নিমেষে রইনু চেয়ে—
মৌনী পরাণ যায় গো ছেয়ে,
সংজ্ঞা হারাই কোন্ অনাদির ধ্যানে।

মহাকালের পারাবারে
কে তাহারে খুঁজ্‌তে পারে ?
ডুব্‌তে পারে ধ্রুবের সমাধিতে ?
অচিন্ বেলার ঊর্মি-তালে
কোন্ স্বপনের অংশু-জালে
ধর্‌তে পারে—রেখায়-শ্লোকে-গীতে ?

তন্দ্রাপথে উঠ্‌তে পারে
অস্ত-উদয়-শেষ-কিনারে
শেষ ধ্বনিটির প্রতিধ্বনির সনে ?
টুট্‌বে আশার নীহারিকা,
ফুট্‌বে অশোক-মেরুর শিখা,
নিত্য-নবীন মিল্‌বে চিরন্তনে।

হারানো' সেই আনন্দ-ধন
কোন্ তোরণে কর্‌ব বরণ
তন্ময়তায় লুটিয়ে হৃদয়-তনু ?
অনন্ত সে সান্ত হ'য়ে
স্বরূপ-রসে উচ্ছ্বসিয়ে
ফুটিয়ে দেবে ত্রিদিব-ইন্দ্রধনু।

কোন্ অমৃত-চন্দ্রিকাতে
তুহিন-ঝরা যূথীর সাথে
কইব কথা সুপ্ত-ফুলের শেজে,
প্রহর সনে প্রহর গাঁথি'
প্রেম-আরতির অগাধ রাতি !
উদ্বোধনের সপ্তক্ উঠে বেজে।

মর্ত্ত্য-মানস-সমুদ্র-নীর
উন্মথিবে অ-তল অ-তীর,
জাগ্‌বে মন্দ্র জীবন-শঙ্খ ভরি'।
সুখের সুধা, বিষাদ-গরল—
পূর্ণ তরল, কল্প-অনল
উদ্ভাসিবে অন্ধকারের দরী।

হের্‌ব রূপের নীলাম্বরে
বিরাট্‌ শিখী কলাপ ধরে,
তারায় তারায় বরণ-শোভা জাগে।
প্রেম-গোমুখীর মন্দাকিনী,
চন্দন-উদক-কল্লোলিনী,
অযুত ধারায় ঝর্‌বে রসে রাগে!

দিব্য-দেউল-দীপালিতে
জপারতির মন্ত্র-গীতে
মগ্ন হ'ব কারণ-মধু-নীরে!
সুদূর মণি-কর্ণিকাতে,
পরসাদের পূর্ণিমাতে,
উত্তরিব অরুণিমার তীরে!

লোকান্তরের অবন্তীতে
অশ্রু-উজল অঞ্জলিতে,
কর্‌ব কবে সর্ব-সমর্পণ?
মৃত্যু যেথায় পায় গো বিনাশ
অন্ত-আদির পরম বিকাশ—
পূজ্‌ব শান্ত সত্য-নিরঞ্জন।

শ্রীবৃন্দাবনে

এই না সে বৃন্দাবন, বিকশিত কদম্ব-কানন,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে, ভক্তকণ্ঠে হরিসঙ্কীর্তন—
রাখাল রাজার রূপে নীলমণি নন্দের দুলাল
মাখিতেন এই ধূলা, জানে ওই মাধবী-তমাল।

হোথা বংশীবটচ্ছায়ে ব্রজেশ্বর মদন-মোহন,
আলিঙ্গিয়া শ্রীরাধারে শিখাতেন মুরলী-বাদন ;
ভাণ্ডিত অশোকমূলে বিলাসিনী কেলির কুঙ্কুম,
ফুটিত রাতুল পদে রাধাপদ্ম গোকুল-কুসুম।

শাঙনের ঝরা-মেঘে জলধনু এপার-ওপার !
কালিন্দীর নীল নীরে শিহরিত প্রতিবিম্ব তার—
কোন্ ঘাটে ভরা তরী ভিড়াতেন পারের কাণ্ডারী ?
বনফুলে কানুধনে সাজাইত ব্রজের কুমারী।

শরতে মালতীবাসে আমোদিত ঝুলন-রজনী,
ধূসর গগনে ইন্দু, রসরাজ শ্রীহরি আপনি
মণিবন্ধে রাধিকার বাঁধিতেন পুষ্পময়ী রাখী ;
হাসিতেন সোহাগিনী কদম্বের শুভ্রধূলি মাখি'।

লোকলজ্জা কুলমান বিসর্জিয়া রাই উন্মাদিনী
হে গোবিন্দ, তুয়া লাগি' ঘরে পরে কলঙ্কভাগিনী,—
হে রাস-বিহারী হরি, অনুরাগে করিতে চুম্বন
রূপে-ধরা আলো-করা কিশোরীর চারু চন্দ্রানন।

দয়িতার অনুনয়ে হে গোপীবল্লভ, বনমালী,
বাঁশী ছেড়ে অসি লয়ে' কবে কৃষ্ণ, সেজেছিলে কালী ;
হে মুকুন্দ, পীতাম্বর, হে ঠাকুর লজ্জা-নিবারণ,
কোথায় পাণ্ডব-সখা, করিলাম সর্ব নিবেদন।

রসে মাতোয়ারা গোরা প্রেমোল্লাসে মুগ্ধ অচেতন।
লুটাতেন হেথা আসি', দর-দর ঝরিত লোচন;
মজিয়া বাঁশীর তানে নাম-গানে নবদ্বীপ ভরি',
নিমাই সন্ন্যাসী নাচে তব ওই চাঁদমুখ স্মরি'।

আধ-রাধা-আধ-শ্যাম একাধারে যুগল-মূরতি,
জয় জয় বাসুদেব, হে যাদব, দ্বারকার পতি,
দাও ধর্ম, দাও কর্ম, ঘুচাও এ-জনমের খেদ,
দাও দেখা প্রাণবঁধু, সহে না যে তিলার্ধ বিচ্ছেদ

অন্ধকার কারা-গর্ভে, প্রহ্লাদের হাতের শিকল
খুলে দিতে এসেছিলে, হে প্রসন্ন ভকত-বৎসল;
ধন্য হ'ল লৌহ-বেড়ি লভি' তব কর-পরশন—
শরণাগতের ডাকে টলেছিল তব সিংহাসন।

হর' মম রজস্তন, মধুরিপু অশিব-ভঞ্জন,
কামনা-কালিয়-নাগে পদ-ভরে কর বিমর্দন;
দুষ্কৃতের বিনাশন ভকতের মুকতির তরে
কল্পে কল্পে নারায়ণ, অবতীর্ণ হও মর্ত্য'পরে।

ভাগ্যবতী যশোমতী জানিত না কাহার অধর-
উদ্দেশে পড়িত গলি' পয়োধরে ক্ষীরের নির্ঝর;
হে দুরন্ত, দুর্ললিত, কত না সে সহিতে ভর্ৎসন!
বদন-বিবরে তব দেখাইলে অনন্ত ভুবন।

জপি' তব নাম-মালা, পূজি তোমা' এই স্তব-গীতে
সাজায়ে দুর্লভ পদ সচন্দন-পুষ্প-তুলসীতে ;—
বৈকুণ্ঠের রত্নবেদী উজলিয়া, সত্য শ্রীনিবাস,
উরসে কৌস্তুভ-দ্যুতি, বিরাজিছ পূর্ণ স্ব-প্রকাশ।

যে অন্ন তোমারে নাথ, নিবেদিত নহে ভক্তিভরে,
যে পাণি তোমারে অর্ঘ্য সঁপে নাই ব্যাকুল অন্তরে,
সে হস্তে বিস্বাদ সেই অন্ন-গ্রাসে যেন দগ্ধোদর
কভু নাহি পূর্ণ করি, দয়াময় দাও এই বর।

আজি মধু-বৃন্দাবনে, পুলকিত কদম্ব-কাননে,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-রবে বন্দিলাম নীরদ-বরণে
শ্রীদাম সুদাম সনে ননীচোরা নন্দের দুলাল
মেখেছেন এই ধূলা, জানে ওই মাধবী-তমাল।

দেওঘরে

[স্বর্গত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে]

হেথা, গাছের ফাঁকে টুক্‌রা আকাশ, মউল-শালের সবুজ ভিড়,
উঠেছে দূর মাঠের কোণে ময়ূর-কণ্ঠ 'ত্রিকুট'-শির ;
পটে আঁকা তরুর শিরে চূর্ণ কিরণ-পিচ্‌কিরী,
কানন-ছাওয়া মিঠে আওয়াজ—লাখ' পাখীর গিটকিরী

সামনে জরির ফিতায় বোনা জলের ফণা ফেনিয়ে ধায়
তটিনীটির নর্ম-নটন উর্মি-নূপুর তটের ছায়।
জমাট মসীর খণ্ডতলে ফলে-ভরা পিয়াল-বন,
টিলার উপর ছায়া-আলোক—উধাও ছুট্‌ত বালক-মন।

ঝক্‌মকিয়ে হীরের ঢেউয়ে শিউরে ওঠে ঐ সায়র;
বিমল জলে ঘোমটা খোলে পদ্মকোরক রক্তাধর—
তোমার পাশে হেথায় বসে' মানস-লেখা ফুটিয়েছি,
পাখীর মুখে খেয়াল শুনে' সকাল-বিকাল কাটিয়েছি

হে প্রকৃতির ভক্ত-দুলাল, হে কবিতা-বিভোল-প্রাণ,
বাণীর চরণ-শরণ-মধু দ্বিরেফ্ সমান্ কর্‌তে পান।
বনের শিরে শিহরিলেই উষার হাসির আবীর বান,
মঞ্জুশ্লোকে গুঞ্জরিতে বীণাপাণির স্তোত্র-গান।

শোনো-শোনো তেমনি সুরেই পাহাড়-চূড়ে ডাকছে কে—
ধ্যানের দেশে আছিস্ কে আয়, আয় রে চলে' সব রেখে'
হাসিছে আজ আঁখি ভরি' হারোনো সেই কোমল মুখ,
পুরাণো সেই পথের আলো, ফুরানো সব দুঃখ-সুখ।

আজ্‌কে তোমায় অথির-উতল ডাক্‌ছি কিশোর-বন্ধু মোর,
স্বপন-পুরীর ওপার থেকে মুছাও এসে আঁখির লোর।
প্রবাসের এই কান্নাহাসি, ক্ষতিলাভের গণ্ডগোল
চিত্ত-দোলায় আজকে তোমার দেয় না বন্ধু, রুদ্র দোল।

যাদুকরের মন্ত্রে সখা মিশিয়েছিলে ঘর ও পর,
বুঝেছিলে ভালোবাসাই বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ বর ;
মরূদ্যানের মতন মধুর লাগ্‌ত তোমার স্নেহের কোল,
আজও প্রাণের মর্ম্মমূলে মুখর তব কণ্ঠরোল।

অস্ত তোমার সাধন-পন্থ কোন্ দিগন্ত-অন্তরাল ?
অমৃতেরি মেরুর বুকে হারিয়েছ ভাই দিক্ ও কাল।
এস গো আজ চিরউদার, তৃপ্তি-সুধায় বুক ভরি'—
মুছাও সখা আঁখি-ঝরা ফুলের উজল মঞ্জরী।

শ্রীক্ষেত্রে

ভো মহার্ণব, নীল-ভৈরব
গর্জ্জদ্-জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান
তুলিতেছ কার বন্দনা-গান ?
নক্তন্দিব উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।

নীল-কণ্ঠের বিরাট্ পিণাক
টঙ্কারে অহোরাত্র,—
আজো কি ভোলনি মন্থন-রোল,
দেব-দানবের উন্মাদ দোল ?
ইন্দিরা আজি উরিবেন বুঝি
কক্ষে অমৃতপাত্র !

দাঁড়ায়ে তোমার বেলা-বালুকায়, হেরি বিহ্বল চিত্তে,
যোজনান্তরে গগন-সীমায়,
ঢলিয়া পড়েছ মহানীলিমায়,
তরলোজ্জ্বল ফেনিলোচ্ছল পন্নগ-ফণ-নৃত্যে।

না জানি কোথায় অতল-পরশে অরুণ-প্রবাল-হর্ম্যে,
বারুণী রূপসী বেণী-রচনায়,
শঙ্খ-ধবল কঙ্কতিকায়
ভাঙ্গে অর্বুদ জলবুদ্বুদ, বিলাস-মুকুর-নর্মে।

কোন্ উপকূলে লবঙ্গফুল-পরিমলে বায়ু ফুল্ল?
দারুচিনি-বনে অপরূপ পাখী
অরাল কপালে জলধনু আঁকি'
মন্দ-দোদুল তরুর তোরণে চন্দ্রহারের তুল্য।

হে দুর্নিবার, মুক্ত-উদার, হে পূর্ণ অফুরন্ত,
চেয়ে চেয়ে ওই বিপুল উরসে,
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে,
হেরি নেপথ্যে অন্তবিহীন কল্পলোকের পন্থ।

খেলিছ এমনি লীলা-উদ্বেল, অমলিন-মণি-দীপ্ত,
কত না ভাবুক তব পাশে আসি'
এমনি হরষে আলোড়ি' উছাসি'
সঁপেছে তোমারে অনঘ অর্ঘ্য, বিভোর অপরিতৃপ্ত।

এই সেই পুরী, এইখানে ডোবে নবদ্বীপের চন্দ্র,
তীর্থে তীর্থে ঘুরি' অবশেষে
উদাসীন প্রাণে এইখানে এসে
সমাহিত ওই নীল অনন্তে ভুঞ্জিতে ভূমানন্দ।

জগ'জনে তিনি দিয়াছেন কোল, কেহ নাই অস্পৃশ্য,
হোক্ না সে দ্বিজ, হোক্ চণ্ডাল,
বিশ্বের স্রোতে ক্ষুদ্র, বিশাল,
সবারে সাদরে আলিঙ্গে কাল,— বর্জনে প্রেম নিঃস্ব।

একদা জগদ্‌গুরু শঙ্কর ভারতের বুধবৃন্দে,
নিষ্প্রভ করি' মনীষা-কিরণে
এইখানে আসি' তৃতীয়-নয়নে
হেরিয়াছিলেন মহামানবের মিলনের অরবিন্দে !

ধন্য এখানে মানব-আত্মা পূজি' শাশ্বত সত্যে,
একাকার হেথা অখিল ধর্ম,
টুটি' বিচারের কঠিন বর্ম,—
সব ব্যবধান ডুবে গেছে ওই পাবন সলিলাবর্তে।

কবীর, নানক, হরিদাস হেথা অবিনাশ বাক্-ছন্দে
উদ্বোধিলেন শুভ-আহ্বানে
চির-মুমুক্ষু মানবের প্রাণে,
লভি' সাধনায় মধুমান্ সেই ধ্রুব সচ্চিদানন্দে।

এই শ্রীক্ষেত্রে লুটাও ভক্ত, অভিমান হোক্ চূর্ণ,
হউক্ নিরাস ভেদ-জ্ঞান-ভ্রম,
জগন্নিধান পুরুষোত্তম,
নীল-মাধবের চরণোপান্তে হোক্ মনোরথ পূর্ণ।

ভো মহার্ণব, ভীম-ভৈরব, উত্তাল লীলাভঙ্গে,
গর্জি' মেঘের মন্দ্র সমান,
গাও গাও তাঁরি বন্দনা-গান,
নক্তন্দিব মাঙ্গলিকের ওঙ্কারধ্বনি-সঙ্গে।

রেবা

জল-বেণী-রম্যা রেবা হিল্লোলিয়া বরকান্তি উন্মাদিনী প্রায়,
অরণ্য-নেপথ্য-পথে তরঙ্গিছে শিলাঙ্গনে তুরন্ত ধারায় ;
কুন্দবর্ণ বারি-ধূমে আবরি' সীমন্ত-বাস ধায় আত্মহারা—
কবে তুমি হে নর্মদা ! বিদারিলে মন্ত্রবলে মর্মরের কারা ?

ফাল্গুন-রজনীমুখে গুঞ্জরে তোমার বুকে অমরী-মঞ্জীর,
মানস-রঞ্জন হাস্য ভাসে গো কমল-আস্যে নিসর্গ-লক্ষ্মীর ;
ইন্দ্রনীল-রথ-চূড়ে চন্দ্রিকা-কেতন উড়ে অন্তরীক্ষ-পথে,—
হেন স্বপ্ন-লীলা-ভূমি অবহেলি' ধাও তুমি দুর্নিবার স্রোতে ।
কার আলিঙ্গন-আশে অনুরাগ-রসোল্লাসে, হে বরবর্ণিনি,
ধাও রঙ্গে কলস্বরা, পারাবার-স্বয়ংবরা বিন্ধ্যের নন্দিনী ?

কোথা মাহিষ্মতী পুরী ? মর্মর-সোপানোপরি রাজ-অঙ্গনার
বিলাসের মৃগমদে দৃপ্ত পদ-কোকনদে চকিত-ঝঙ্কার !
পৌর্ণমাসী অর্ধরাতে, জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে অলিন্দের 'পরে
দ্রাক্ষা-রসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব চুম্বিত অধরে ।
আবর্ত-শোভন-নাভি অলঙ্কৃত কটি-তট হংস-মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে যৌবন-বিভায় ?

পুষ্পিতা মাধবী সঙ্গে মধুপ মাতিলে রঙ্গে ফাল্গুনের দিনে
শ্বেতভুজা সারদার আরতির দীপালোকে উনমদ-বীণে,
আসমুদ্র-হিমাচল প্রকৃতির রম্য পট, রাজন্বতী মহী,
কি সৌন্দর্যে উদ্বোধিলা, অতুলনা ইতিকথা মহৈশ্বর্যময়ী ।

কোথায় সে অবন্তিকা, কোথা নব-রত্নপ্রভা প্রাচ্যের গৌরব ?
অস্ত জ্ঞান-বিভাবসু ভারত-হৃদয়-কেন্দ্র সমাধি-নীরব !

উদয়-বিলয়-ভরা আবর্তিছে বসুন্ধরা, নাহি ক্ষোভ-কণা,
কোরকে প্রসূনে ফলে মঞ্জু কিসলয়-দলে অনন্ত-যৌবনা।—
প্রনষ্ট বিভব তরে, তবু খেদ-অশ্রু ঝরে বিধৌত শ্মশানে,
শোনে না বধির-মতি মৃত্যুর মঙ্গলারতি আনন্দ-বিধানে।
পাষাণ-পুলিনে তব কত যতি-তাপসের পূত নিকেতন,
হরীতকী-বনভূমে সুরভিত হোমধূমে সঘৃত ইন্ধন।
ত্রিকালজ্ঞ, মহাযোগী ভৃগুর সাধনাক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
যাঁর পূজ্য পদরজঃ মাধবের বক্ষে রাজে ভুবন-পাবন।
প্রাণায়াম-পরায়ণ সিদ্ধবাক্ ঋষিগণ ভাঙি' মঠাকাশ
নিভৃতে তোমারি পাশে, মিশেছেন মহাকাশে চিন্ময় সকাশ।
আজি যেন মূর্তি লভি' কত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ কবি সম্মুখে আমার,
মুরলীর মূর্চ্ছনায় নিবেদিছে আরাধ্যায় স্তোত্র-উপহার,—
যুগান্তের সিংহাসনে আজি তাঁরা পুণ্যশ্লোক, অমৃতায়মান,
লোকালোক-প্রান্ত থেকে রটিতেছে দিকে দিকে প্রতিষ্ঠার গান।

এ জীবনে কভু রেবা, ভুলিব না অভিরাম ভঙ্গিমা তোমার,—
সম্মোহন ধ্বনি তব বিহরিবে অন্তরের অন্তরে আমার,
করপুট ভরি' আজি স্ফটিক বর্তুল-রাজি করিনু সঞ্চয়,
সূর্য-কান্ত মণি সম রাজিবে যা' বক্ষে মম উজ্জ্বল অক্ষয়।

ওয়ালটেয়ার

মিনি সূতায় কে গেঁথেছে উজল মণিমালা ?
সাজিয়েছে কোন্ উপাসিকা পূজারতির ডালা ?
'সীমাচলে'র চরণ-মূলে,
অপরূপ এই পাষাণ-কূলে
কে তাপসী আননে তার ধ্যানের জ্যোতি ঢালা ?

সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি তালী-বনের ফাঁকে,
গেরুয়া রঙ্‌ ভাঙা মাটি ঢালু পথের বাঁকে ;
ঝর্ণা-ঝালর পড়্‌ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে কালো পাথর ঢাকে ।

এই গরিমার তোরণ-তলে মন-হারানো' মনে
ঝিল্লীরবের সুর-বাহারে বন-বালাদের সনে ।
শৈবালে আর ফুল-বলয়ে
পথ ভুলে' এই স্বপ্নালয়ে
জলধরের বিলোল-খেলা আধেক জাগরণে ।

নীল লহরীর মাথায় অথির ফেনার যূথীরাশি
দেয় গো চুমা লাল বালিতে দেখ্‌রে হেথায় আসি' ।
বুলিয়ে তূলী গিরির গায়ে
ঘোর বেগুনী রঙ্‌ ফলায়ে
সাগর-ধোয়া রবির করে ঝর্‌ছে তরল হাসি !

পুরানো কোন্‌ গানের কলি ঢেউয়ের কলস্বরে
জলের দোলায় ঘুমিয়ে পড়ে ধূসর শিলার 'পরে—
দূর প্রসারি লবণ-বারি,
ভাস্‌ছে সাগর-মরাল-সারি,
গাহন করে পাষাণ-করী শীকর-ঝারি ঝরে ।

এই কূলে ওই নীল অচলের গভীরতম খাদে,
নিক্ষেপিল নিঠুর জনক বালক সে প্রহ্লাদে,
পড়্‌ল শিশু পুষ্প 'পরি
আপ্‌নি এসে দয়াল হরি
নিলেন কোলে, কল্পতরু নামের পরসাদে ।

এখনো এই মধুর ভূমে সুদূর বিধুরতা
গোপন আছে সাগর-সুরে করুণ সে বারতা !
দুরন্ত ওই তামিল-বালক
কুড়ায় রঙীন পাখীর পালখ,
চাপিনু তায় বুকের মাঝে— কইনু নীরব কথা।

কবে গো রাম রঘুমণি হারিয়ে জানকীরে,
আলা-ভোলা এলেন হেথায় রত্নাকরের তীরে ?
যে দিক্ পানে ফিরান নয়ন
ভূধর, সলিল, আকাশ, কানন
বিরস মলিন সব সুষমা, অমা-তিমির ঘিরে।

সাম্‌নে একি বিরাট্ বাধা ! জলের অজগর—
হাজার ফণায় উচ্ছ্বসিয়া ফুঁস্‌ছে নিরন্তর,
মহান্ প্রেমের চরণ-তলে
নুইয়ে গ্রীবা পড়্‌ল ঢলে'
মাথায় নিল পাষাণ-সেতু বাঁধ্‌ল সুদুস্তর !

এ জন্মে আর হয় তো কভু হবে না মোর আসা,
থুয়ে গেলাম পাথর ফুঁড়ে আমার ভালোবাসা,
তরু-বাকল-পরগাছায়
বাসনা মোর ঘুর্‌বে হেথায়,
উষার সরম-অরুণিমায় মিট্‌বে প্রাণের আশা।

হে যাদুকর শৈল-নগর ! বঙ্গসাগর-বেলা,
আঁধার রাতে বাতি-ঘরের চপল আলোর খেলা,
কালীর বর্ণ অন্তরীপে,
জ্বালিয়ে স্বর্ণ আকাশ-দীপে,
পরশ-মণির রশ্মিপথে ভাসিয়ে দিলাম ভেলা।

পঞ্চকোটে

ফিরিয়া এসেছি ফের সেই দারুকেশ্বরের স্বপ্নময় তীরে,
এ শিয়াল-শাল-বনে রাখ' মোরে এককোণে পাতার কুটীরে !
দিগন্তে ফিরোজানীলে কে তূলী বুলায়ে দিলে গাঢ় নীলিমায়—
হেরি সুপ্ত সিংহসম পঞ্চকোট দীপ্ততম পৌরুষ-প্রভায় !

ঐ সে গৈরিক-রাঙা তরঙ্গ পাষাণ-ভাঙা আবর্ত-কল্লোল
পশিয়া মনের কানে আবার অসাড় প্রাণে দোলায় হিল্লোল !
সেই তরুগুলি মোরে তেমনি ইসারা করে বসিতে ছায়ায়—
যেখানে বালক-বেলা খেলেছি সুখের খেলা ধূলা মেখে গায় !

হেথা কবিতার পরী নন্দনের যাতুকরী জাগাইত মোরে,
মেলিত ফুলের পাখা কোজাগরী জ্যোৎস্নামাখা সে নব কৈশোরে !
কুঞ্জ-ছায়া-অন্তরালে নূপুর-গুঞ্জন-তালে নাচিত ঝরণা !
অপরূপ অঙ্গে তা'র লীলায়িত মুক্তাহার, উড়ন্ত ওড়না !

নয়নে সে মায়ামণি নিভে গেছে ; দিন গণি আজি অবেলায়,
এসেছি অতিথি বেশে পুরবীর সুরে ভেসে বেলা যে ফুরায় !
পিছু পানে ফিরে চাই সে স্নেহের নীড় নাই সে পুণ্যকুটীর—
চিহ্নহারা মোর কাছে শুধু শূন্য স্মৃতি আছে ব্যথা সুগভীর !

যে ব্যথা মর্ম্মের মাঝে পরতে পরতে বাজে গুমরে অন্তর !
অদৃষ্ট-প্রচেষ্টা-কাল হরিয়াছে অন্তরাল তিরিশ বৎসর ।
হে পল্লী 'কল্লোলী' মোর তব শ্যাম স্নেহডোর এনেছে টানিয়া !
মোরে এই পরবাসে পর এসে ভালোবাসে সোদর মানিয়া !

বহিছে প্রসন্ন হাওয়া, পাখীর কীর্তন গাওয়া নয়ন গলায়—
চাষীর আনন্দ-বাঁশী, শিশুর সরল হাসি বটের তলায় !
অদূরে শারদ মেঘে, জলধনু আছে লেগে দীপ্ত গিরিচূড়া—
হের দূর দিগ্বলয়ে রয়েছে ধূমল হ'য়ে নীলাঞ্জন-গুঁড়া !

এ মোহন মঞ্জুছবি আঁকে কোন আদি কবি যুগ যুগ ধ'রে—
ছায়া-রৌদ্রে হিল্লোলিত নীলারণ্য মর্মরিত পল্লবের স্তরে !
এসেছি পরম ক্ষণে এই বনে পদ্মাসনে বসিব পূজায়—
এ মঙ্গল-নিকেতনে উপাসিব শান্তমনে ইষ্ট-দেবতায় !

নমি মা কল্যাণী তারা অমৃত-নির্মাল্যধারা পরসাদ দানে—
ঘুচাও কুমতি মোর মুছাও আঁখির লোর শান্তি ঢাল' প্রাণে।
ভেঙে দে আমার ভুল' এ পঙ্কে ফোটা মা ফুল তোরই রাঙা পায় !
সমর্পিব মনে মনে জানিবে না কোন জনে হেথা নিরালায় !

দে মা দেখা গৌরীরূপে শাঁখারীকে চুপে চুপে কবে দেখা দিলি !
বসি, কোন্ শিলাতলে হাসি-মুখে খেলাছলে শাঁখা পরেছিলি !
পার হ'য়ে গিরি-নদী এ প্রান্তরে মেলে যদি সাধনার ধন,
কেদার-গঙ্গোত্রী-নীরে মোর চিত্ত-শঙ্খটিরে, করিব পূরণ !

কানে কানে

হের, সখি, আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দু'টি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,—
কান পেতে শোন' হেথা বালুতটে বসি'।

নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু, মগ্ন কা'র ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ' মোর হাতে !

যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে—
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক ;
মাধবী-লতার ফাঁকে বকুলের তলে,
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক !

পাখী লুকায়েছে আঁখি পালখ-শিথানে—
আজিকার কথা বঁধু, কহ কানে কানে !

দ্বিপ্রহরে

সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে—
লাজুক মেয়ে উঠ্‌ল নেয়ে চুলের গোছা ছড়িয়ে পিঠে।
নীলাম্বরীর তিমির টুটে' রঙ্‌টি তোমার উঠ্‌ল ফুটে'—
কামিনী-বন ফুটিয়ে গেল সজল তোমার রূপের ছিটে !

কানের পিঠে তিলটি তোমার এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ—
দীঘির ঘাটে ওই যে আঁকা দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জ-শিরে, পদ্ম-ফোটা দীঘির নীরে,
ভাঁজটি খুলে' ছড়িয়ে প'ল পরীর পাখার স্বর্ণালোক!

তোমায় সখি দেখেছিলাম, সরম-রাঙা মধুর মুখ—
অন্তরাত্মা উঠ্‌ল কেঁপে কণ্টকিয়া উঠ্‌ল বুক।
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে, জাগ্‌ল শ্যামা কুঞ্জবনে—
কালো মেঘের রৌপ্য-পাড়ে জরির মতন রৌদ্রটুক্!

স্বপ্নময় তার কাহিনী—আজ্‌কে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে ;—
নোনা আতার সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছ্‌লে প'ড়ে ;
দূর্বা-শ্যামল নিম্বতল, দীপ্ত নভ নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙে গাঙের বুকে স্তরে স্তরে!

মনোহারিকা

বন-ফুলের বরণ-মালা পাতার কোলে দুলিয়ে রে,
বল্ রে তৃণ, বল্ আমারে কোন্‌খানে সে লুকিয়েছে?
ঐ নারিকেল গাছের ঘন কুঞ্জবনের আব্‌ছায়ে,
বল্ কোথা তার কুন্দমালা পথের ধূলায় লুটিয়েছে?

একলাটি সে থাক্‌ত শুয়ে, সাঁঝের আলোর ঝল্‌মলে,
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু দূর্বাদলের মখ্‌মলে—
এলিয়ে দিত ফুলের বাজু উজল ভুজ-বল্লরী,
কাঁটাহারা তরুণ গোলাপ-শাখার মতন ঢল্‌মলে!

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে,
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা তর্জ্জনীতে জড়িয়েছে ;
এক-মনে সে শুন্‌তেছিল কানুর গানের অন্তরা—
ব্রজ-বধূর দীর্ঘশ্বাসে চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে !

সে যে আমার গানের মধু, মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী ;
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে' কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কত দিন আর পথের পানে চাইব দিবা-শর্বরী !

বন-পথে

নাগ-কেশরের গন্ধে পাগল সান্ধ্য ফাগুন হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার ? কোন্ সুরে যায় গাওয়া ?
বন-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা, কুঙ্কুম ভাঙ্গে রঙ্গণ ;
'জল-তরঙ্গ' ঝঙ্কার তুলি' বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।

ছুটাও উধাও মনোরথ অয়ি নন্দন-বন-বল্লি,
প্রেম-সৌরভে গৌরবময়ি ফুল্ল চন্দ্রমল্লি,
চাহ, খঞ্জন-চঞ্চল চারু নয়ন-ভঙ্গি সঙ্গে,
লুটাও লীলায় রেশমী-ওড়না ফাল্গুন মধু-রঙ্গে।

আজি, বর্ষণ-শেষে 'শোণের' মতন ভরা যৌবন তুহার,
ছোটে, কাণায় কাণায় রূপের তুফান পদ্মরাগের জুয়ার।
মানায় কি আজ শঙ্কা-সরম নয়ন-ইন্দীবরে,
লোলুপ আজ্‌কে অধর-ভৃঙ্গ গন্ধ-মধুর তরে।

হের, দীপ্ত-প্রবাল পলাশ-বনটি মাঠের প্রান্তে আঁকা,
আবীর-বর্ণ রবির বিম্ব মেঘ-চুম্বন-মাখা।
এমন মঞ্জু বসন্ত সাঁঝ, ঝিল্লীর কলগুঞ্জন—
মিছে আজ এই মৌখিক লাজ-লজ্জার অনুরঞ্জন।

হারা

চন্দ্রকিরণ লুকায় তখন গাছের পাতার ফাঁকে,
ফাগুন মাসের উতল বাতাস আথিবিথি খোঁজে তা'কে—
মুক্ত চিকুরভারে, কুঞ্চিত জলধারে
অঞ্চল তা'র ঝাঁপায়ে পড়েছে নীল তটিনীর বাঁকে।

আজীবন তা'রে সেবিয়া আসিনু ভুলিয়া সকল কাজ,
বাঁশরীর সুরে মজিয়া রহিনু, ধরিনু পাগল-সাজ,—
শুভ্র ফাগুন রাতি, মলয় উঠিল মাতি'
দুয়ারে আমার মাধবী-মুকুল ঢাকিল সকল লাজ।

জীবন লইয়া কি খেলা খেলিনু, কি ভাবিল সখী মোর,
অলক-বিজুলী ধূলায় ঢাকিয়া ভরিল সে মোর ক্রোড়—
শান্ত গভীর আঁখি করুণ কান্তি মাখি'
কি কহিত মোরে নীরব ভাষায় জড়ায়ে পুষ্প-ডোর!

বৈশাখী-চাঁপা-নগ্ন অঙ্গ ফুটিত ফুলের সনে,
আকাশের পানে চাহিত কিশোরী, ভাবিত কি আনমনে;
দেখিতাম চেয়ে চেয়ে কোলে তা'র সোনা মেয়ে—
সুদূর হইতে বংশী বাজিত সন্ধ্যার সমীরণে।

সুখের কুঞ্জ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শূন্য সাজানো' ঘর,
চুরি গেছে মোর বুকের মাণিক জ্যোৎস্না-ডোবার পর—
কি ভুলে ভুলিব আর, তরুমূলে বার বার
শুনি এসে তা'র মঞ্জু সেতার, মঞ্জীর মন্থর !

আষাঢ়ে

আলুলিত চুল মাটিতে লুটায়ে দিয়া
কেঁদে-রাঙা আঁখি ফুলায়েছে মোর প্রিয়া ;
আষাঢ়-আকাশে আঁধার ঘনিয়ে আসে,—
জহুরী-চাঁপার সুরভি হাওয়ায় ভাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

কদম ফুটেছে, পেখম্ ধরেছে শিখী,
শালুক-মেখলা পরেছে 'রাণীর দীঘি' ;
পূবে-বাতাসের সজল-উজল শ্বাসে,
ব্যাকুল বকুল জমেছে সবুজ ঘাসে,
আজি আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে,
সরমে কেতকী ফুটে আড়্‌রাখা মাঝে ;
কাজলের কোলে আলোকের লেখা ভাসে,—
ওগো ধারা-ঝর-ঝর এমন আষাঢ় মাসে,
আজি আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

নতুন খেয়া

নেই কি মনে সেকালে সেই দাঁড়াতে ওই চাঁপার ছায়ে ?
শিউলি ফুলের বৃন্তে রঙ্গীন আঁচলখানি জড়িয়ে' গায়ে ?
(এই) হৃদয়-তুরগ ফিরিয়ে দিলে বকুলমালার বল্গা টানি'
মধুর দু'টি গণ্ড-কূপে প্রবাল-প্রভা ফুট্‌ল রাণী।

জাগ্‌ছে মনে দোলের দিনে রঙ্গে চোখে আবীর দেওয়া—
বিজয়াতে জ্যোৎস্নারাতে লুকিয়ে তোমার প্রণাম নেওয়া।
বকুল আজও তেম্‌নি ব্যাকুল, ভিন্ন নয়কো একটি তিল,
শ্যামার শিসে উতল হাওয়া, নীল আকাশ ওই তেম্‌নি নীল

সাঙ্গ আজি সে পথ-চাওয়া, বন-কাঁপানো বেণুর তান।
এখনকার এ নূতন তৃষা, নূতন দাবী, নূতন দান।
এ পারের এই খেলার ঘরে আজ্‌কে মোদের কুলায় না—
চুম্বনে নাই দ্রাক্ষা-ধারা, কটাক্ষও আর ভুলায় না।

মাঠের কোণে, তালের বনে জম্‌ছে কালো ভুষোর রাশ ;
মিলিয়ে এল স্মৃতির আলো, সুখের শানাই, দুখের শ্বাস।
ছাড়্‌ল মোদের নতুন খেয়া ভাঙ্গন-ধরা নদীর পাড়—
নিব্‌ল পিছে অন্ধকারে আতস বাজির তারার ঝাড়।

সে

ওগো মনের চোখে মেঘ্‌লা কাজল বুলিয়ে কে—
এই দিল্‌-ভোলাকে পাগল ক'রে ভুলিয়েছে ?
ওই সন্ধ্যাতারা চেনে গো তার সন্ধ্যামণির দুল দু'টি—
ওরে ক্ষ্যাপা হাওয়া পালায় চুলের ফুল লুটি'।

আজি তার বিরহের বেদন্ বাজে এই বুকে,
মরি তারই অধর-সুরার সুবাস মোর মুখে ;
দু'টি কালো আঁখির কটাক্ষে সে পূর্ণিমাকে ভুলিয়েছে,
ঘাটে জল-ভরণে মৌ-যমুনা গুলিয়েছে।

সে যে চাঁদ্নি-গাঙে এক্লা খেয়ায় পেরিয়েছে,
আজি তার তরী হায় বা'র দরিয়ায় বেরিয়েছে।
শোনো সারেঙ্গীতে সুর বেঁধেছে মূর্চ্ছনায়,
গীতে তাল দিতে তার নীল ঢেউ-এরা লজ্জা পায়।

সে যে চিরকিশোর ফাল্গুনেরি পাট-রাণী,
ফুলে সাজিয়েছে মোর মধুরাতের ফুল্দানী ;
ও সে গোলাপময়ী কোন্ বসোরা রূপ-পশরা দেয় ডালি ;—
করে অপ্সরীরা তার মিলনে ঘট-কালি।
ভরা ভাদর-সাঁঝে আদর-ফোটা 'গন্ধফলী' বিলিয়েছে ;
আহা ভোরের বায়ে আজ কোথা' সে মিলিয়েছে!
কোন্ সোনালী জেস্মিনেরি রেশ্মী কেশর উল্লসি'!
হাসে গোরোচনা-গৌরী-রূপের উর্বশী'!

এল বরণ-বেলা গন্ধ-মালায় চন্দনে,
বাজে জংলি 'পিলু' যৌবনেরি নন্দনে,
জাগে জ্যোৎস্না-বঁধুর উলুধ্বনি বকুল-বনের আব্ছায়ে,
শুনি প্রথম লাজে নূপুর বাজে তার পায়ে।

আমি পড়্নু আদি-কাব্যখানি তার সে যাদু ইঙ্গিতে,
ফোটে স্বর্ণভাতি তার শ্রীমুখের ভঙ্গীতে ;
কাঁপে লক্ষ যুগের পদ্ম-ফোটা ঠোঁট দুখানি থর্থরি'
সে যে চুম দিলরে পঞ্চশরে জয় করি'।

ফিরে এস গো মোর সাগর-মথা ফুল্লরা
সখি, জাগো বারেক জীবন-পথের দুখ্‌হরা ;
এই জগৎ-নাগের বিষের জ্বালা বুকের মাঝে জড়িয়েছে—
ঝড়ের হাওয়া বেলকুঁড়িদের ঝরিয়েছে।

বনের কোনে

পালিয়ে এলাম শিকল ছিঁড়ে বনের কোনে নিরালাতে,
সকল বেসুর হ'য়েছে দূর বাজ্‌তো যা মোর মনের সাথে
এই খানে এই অনেক দূরে পথ ভুলিনু তার নূপুরে,
সুনয়নীর মায়ামণির চির-গোপন ইসারাতে !

এই খানে সে কখন এসে স্মৃতির লিপি গেছে ফেলে'—
অন্ধকারের আল্‌পনাতে জ্বল্‌জ্বলে তার নয়ন মেলে।
শেষ-মিনতি শেষ-তৃষাতে পাইনি নাগাল আকুল হাতে ;—
রূপ হারালো রূপের লীলা বন-পলাশে আলোক ঢেলে।

কখন এল মদালসা আমার তরুণ দিনের প্রিয়া,
অধর-পুটে গোলাপ-রাঙা আগুন-শিখা শিহরিয়া।—
মালার সূতো রইল খালি, বইনু ঝরা ফুলের ডালি,—
ও সে পিছন ফিরে পালায় ধীরে কালোচুলের আড়াল দিয়া !

ডাক্‌ল আমায় নিঝুম রাতে ঘুমন্ত ঐ নিঝর-গুলি ;
কান্নাচাপা চোখের পাতে ঝুরছে উতল জলের ধূলি।
গাইল হাওয়া হায় খেয়ালী, নীরব হ'য়ে সব খোয়ালি,
প্রাণ-প্রতিমার আল্‌তা-রসে ভিজলো না তোর শুক্‌নো তূলী।

শোন্‌রে ক্ষ্যাপা, জলের তৃষা মেটে কি রাগ-রক্ত-ধারায় ?
রইলি কেবল দরদ-ভাগী ঠাঁই নিলি তুই গহন কারায় !
অপূর্ণ তোর বরণ-আশা, ব্যর্থ যে তোর ভাল-বাসা,
গড়্‌লি দেহে,—চাউনি দিতে পারলি নে তার চোখের তারায় !

আজ

আষাঢ় রাতের বৃষ্টি-ধারায়, হাওয়ার হুহু শ্বাসে
বুকের ভিতর তুফান ওঠে, চোখে জোয়ার আসে।
নতুন দু'দিন কাছেই ছিলে দেখ্‌ত কেবা চেয়ে ?
পুঁতির মালা পুতুল নিয়েই ছিলাম লাজুক মেয়ে।
পড়্‌লে তখন তোমার চোখে চম্‌কে কেঁপে উঠে,
কি সঙ্কোচে আতঙ্কে সেই পালিয়ে যেতাম ছুটে'।

দখিণ হাওয়ার দিনে যখন ঘোম্‌টা দিতে খুলে',
আধ্‌ ফুটন্ত চামেলী-হার পরিয়ে দিতে চুলে,
এলিয়ে দিতে টেক্কা খোঁপা রঙ্গভরা হাতে—
পণ করিতাম আস্‌ব না আর তোমার ত্রিসীমাতে।
ইঙ্গিতে হায় তখন যদি কেউ জানা'ত মোরে
দুরন্ত দিন আস্‌বে এমন কাঁদ্‌ব ঘুমের ঘোরে।
রইবে তুমি পান্থসম আঁখির অন্তরাল,
বদ্‌লে দেবে জীবনটি মোর যৌবন-ইন্দ্রজাল।

বুঝ্‌বে কি এই কেঁদে' কেঁদে' আঁধার রাত্রি জাগা ?
জান্‌ত কেবা আপন হ'য়ে,' দেবে এমন দাগা ?
একটি বার আজ সাম্‌নে এসে দাঁড়াও হৃদয়-সাথী ?
সূর্য্য-সমান হও গো উদয়, পোহায় না যে রাতি।

পারিনি নাথ জান্‌তে কিছুই ফুট্‌ল মুকুল কখন্‌
হৈনু তোমার ব্যথার ব্যথী চিরদিনের আপন।
ধূলা-খেলা চুকিয়েছি আজ এই জনমের মত ;
সাঙ্গ হে নাথ, "পুণ্য-পুকুর পুষ্পমালার" ব্রত।
আজ্‌কে সখা তেম্‌নি আবার পিছন থেকে এসে
চোখ দু'টি মোর দাও গো টিপে, মৃদু মধুর হেসে।
কৈশোরে সেই থাকতে কাছে দেখ্‌ত কেবা চেয়ে ?
দিইছি ভেঙ্গে তাসের ঘর আজ, নাই সে লাজুক মেয়ে।

লুকোনা ছবি

"সেই কিশোরীর হাসির আলো খুঁজছি কাঁচা বয়স থেকে,
উর্ব্বশী বা তিলোত্তমা হিংসে গো যার রূপটি দেখে,—
ভালবাসার বুল্‌বুলিটি
দিয়ে গেল উড়ো চিঠি,
সে এক রঙীন্‌ শাঙন বিহান—হাস্‌ছ তুমি রঙ্গ দেখে ?

মন যে আবার সবুজ হ'য়ে উঠ্‌ল গো তার খবর পেয়ে,
সরম-গুটির রেশমী শাড়ী মিশিয়ে আছে তার সে দেহে ;
সূক্ষ্ম হিসেব করলে দেখি,
আসছ তুমি চালিয়ে মেকি,
শপথ ক'রেই বলতে পারি সুন্দরী সে সবার চেয়ে।

আজও প্রিয়ে বুকের ভিতর রসের উজান ফল্গু চলে,
তার সে খোঁপার পাপ্‌ড়ি চাঁপার ঝরছে প্রাণের রঙ্‌মহলে,
কণ্ঠ তাহার কী যে মিঠে
ছিটায় আনার-দানার ছিটে,
নট্‌কোনা রঙ্‌ আঁচল ফুটে' রূপ দরিয়া পড়্‌ছে ঢলে'।

নিন্দে কেবল কর্‌বে তুমি, বলবে নিলাজ প্রগল্‌ভা সে,
হা'র মানে তার রূপের দেমাক্, সাঁচ্চা তোমার প্রেমের পাশে।
ও সব কথা নিক্তি ধরে'
দেখ্‌তে কে যায় ওজন করে'?
তুমি গো মোর ভরা ভাদর, ফাগুন মাসের দক্ষিণা সে।

ও কি সখি রাগ করিলে? কিন্তু সে মোর রাগ করে না,
সে যে আমার আঙুর-মধু, অনুরাগের হাস্নুহেনা।
তোমার মত নয় সে মোটে,
যাচ্চ তুমি বেজায় চটে'?
চলি তবে তার নিকটে, চুকিয়ে তোমার পাওনা দেনা।"

"ঢঙ্ দেখে আর বাঁচিনে যে, সঙ্ সেজেছেন বুড়ো হ'য়ে,"
চোখ ঘুরায়ে কহেন প্রিয়া,—"এক্কেবারে গেছ ব'য়ে,
চল্লিশেতে চাল্‌শে ধরা,
ঝাপ্‌সা চোখে চশ্‌মা পরা,
যৌবনের যে লক্ষণ এ সব, পড়্‌তে পার প্রেমের মোহে।

বারেক শুধু দেখাও তোমার পোড়ারমুখী কল্পনাকে,
বলিহারি পছন্দ তাঁর—কর্‌তে পেয়ার চান তোমাকে।
মর্‌তে কি তার জায়গা নেই আর,
প্রেম করা বা'র করব যে তার,—
বুড়ো খুকী দেয়্‌লা করেন, মন মজেছে গোঁফের পাকে।"

জবাব দিলাম,—"ফোটো যে তার রয়েছে মোর ডেক্‌সটিতেই,
সে যে তোমার সতীন প্রিয়ে, সে মুখ তোমার দেখ্‌তে তো নেই।"
যেম্‌নি ফোটোর খবর পাওয়া,
উল্কা সমান করেন ধাওয়া,
ডেক্‌স দেরাজ ফেলেন খুলে"—রিং-টি ছিল অঞ্চলেতেই।

স্বর্ সহে না, ছড়িয়ে ছিঁড়ে চিঠির তাড়া, কাগজ, ছবি
ঘরের মেঝেয় ওলট পালট, একসা করে' ফেলেন সবই।
আল্‌গা খোঁপা গেছে ক্ষেপে,
মুক্তা দাঁতে অধর চেপে,
খোঁজেন ফোটো—কইনু, "ওগো, সইতে নারি বেয়াদবি।

দিচ্ছি আমি বাহির করে' ওই জাপানী বাক্স থেকে।
মুণ্ড ঘুরে' যাবে এখন, তার সে চোখের ভঙ্গী দেখে,
ডালার তলেই আছে আঁটা
সেই তোমারি সতীন কাঁটা,
মন যে আমার কর্‌ল দখল কনক-চাঁপার রঙ্‌টি মেখে'।"

দেখেন ডালার উল্টা পিঠে প্রেয়সী তাঁর নিজের মুখ,
উঠল ফুটে আর্শীটিতে রূপের আলোর গুমর টুক্।
জল-জমা সেই চোখের পাতায়
অভিমানের মুক্তালতায়
অপরূপ এক ধর্‌ল শোভা অশ্রুমাখা হাসির সুখ।

পত্রপাঠ

আঙ্গুলে মোছার ছাপ, কত কাটাকুটি,
বাঁকা হয়ে গেছে লেখা; কোথা নখে খুঁটি'
তুলিয়াছে মসীবিন্দু, কোথাও উজ্জ্বল
শুকানো জলের দাগ, খোকার কাজল
লেগে আছে এক পাশে, ভাঁজ করে' যুড়ে'
দিয়েছে কোণের ছেঁড়া,—তাড়াতাড়ি মুড়ে'
রেখেছিল বালিশের ও-পাশে লুকায়ে
সরমে সঙ্কোচে ভয়ে, রয়েছে শুকায়ে

স্থরভি তেলের চিহ্ন,—খামের উপর
মুদ্রিত সে শ্রীহস্তের সাড়ে চুয়াত্তর।

বুঝিনু অনেক করে' প্রতি বিন্দু তার।
লিখেছে সে, সে আমার, আমি শুধু তার।
আরো কিছু লিখিয়াছে লজ্জা খোয়াইয়ে
কোটি প্রিয় সম্ভাষণ, একত্র করিয়ে।
ভ্রমেও যা কোনো দিন পায় নি প্রকাশ,
অর্দ্ধ ছত্রে আজি তার অক্ষয় উচ্ছ্বাস!

পুঞ্জীভূত পরাণের সমস্ত মহিমা,
সত্যে স্বপ্নে নাহি তার সীমা পরিসীমা,
বুঝেছে সে মোর মন্ত্র, মোর মনঃ প্রাণ,
মোর প্রেমে করেছে সে আত্ম-বলিদান।
বিশ্ব শুনিয়াছে তার প্রণয়ের গান,
ভুবনে ভুবনে তার অমৃত আহ্বান;
সেই মোরে দেখায়েছে স্বরগের পথ,
তারি মন্ত্রে আমি আজ পূর্ণ-মনোরথ।

বাসন্তী

ফুল দিয়ে সে ভুলিয়ে দিল চুল-বাঁধা,
সেদিন ছিল ফাল্গুনী বৈকাল;
মন 'স্বরদে' ভালবাসার সুর-সাধা
টুটল আধেক লাজের অন্তরাল।

রঙ্গমহল খুল্‌ল অকস্মাৎ
ঘোম্‌টা দিতে ভুল্‌ল দুটি হাত,

দখিন হাওয়ায় বুকের মাঝে জাগ্‌ল বসন্ত,
চিনিয়ে দিল পাগ্‌লা ফাগুন অচেনা পন্থ।

হইল সুরু লুকানো ফুল-ফোটা,
বিলায় হাসি পলাশ-অশোক-ডাল,
মিলন-লগন আলোয় ভরে' তমাল-বনে চাঁদ-ওঠা,
সন্ধ্যামণি ফুলের মত লাল ;

এই-আমি আর নই গো আমার সেই-আমি,
মালা-গাঁথায় আন্‌মনে যায় দিন-যামী,—
সে যে আমার এক্‌লা-অধিকার,
পরশে তার রসে-তরুণ বাসি ফুলের হার।

সেই নিল মোর পরাণ-ভরা বরণ-অঞ্জলি,
মান-অভিমান-সোহাগ-তরঙ্গ ;
উঠ্‌ল পথে পরাণ বঁধুর নবীন রঙীন্ দীপ জ্বলি',—
ফুলের তূণীর হারায় অনঙ্গ।

মালঞ্চ মোর তারি আলোয়-ঘেরা,
তারে ছেড়ে যায় কি ঘরে ফেরা ?
চোখে-চোখে-চাওয়ার একি সুখ,
নেহারিলাম চিরদিনের সুধায়-ধোয়া

পিচ্‌কিরিতে ঝর্‌ল রঙের মেলা
গানের ঢেউয়ে বিহান-হোরি-খেলা,—
সেইত রাজা, আমার চির-যৌবনের,
বাঞ্ছিত সেই বন্ধু আমার নন্দনের,

অন্তরঙ্গ-মন্ত্রগুরু মোর
পরিয়ে দিল মুক্তাফলের যুক্ত-করা ডোর।
কণ্ঠ তাহার, বীণার মত শুনি,
কর্‌লে যাদু, কি গুণ জানে গুণী !

সেই ছাড়া আর কেউ তো আপন নয়,
সেই আনন্দ, সেইখানে মোর জয়,
সেই জাগরণ ধ্যানের স্বপন, সেই ভালো,
চিরযুগের পূর্ণিমা সে, পূর্ণশশীর সেই আলো।
দুলিয়ে দিল ঝুলন-রাতের মিলন-দোলা ফুল-দোলে,
রই সু-গোপন স্বপন-ময়ী রাসেশ্বরী তার কোলে।

ফিরে চাওয়া

নতুন চাওয়া চাওগো ফিরে এই চাও কি শেষ চাওয়া ?
আকাশ ভরা তারার আলোয় চোখের তারার গান গাওয়া ?
মনমহুয়া ফুলের মদে মূর্চ্ছা গেল জ্যোৎস্না বৌ,
লাবণ্যে কার হা'র মেনেছে হাস্নু হানার টাটকা মৌ !

কই সে চাওয়া সাধ মেটানো ! খুশরোজে কি খেয়াল শেষ ?
পরদেশীয়া দর্‌দিয়া কে ভাঙ্গিয়ে দিল তন্দ্রারেশ !
ডাক্‌বো ফিরে ? ডাকতে মানা কান্না আমার কণ্ঠ হার !
সুর্ম্মাতে কে কর্‌লে নীলা ফটিক চোখের জলবাহার !

শূন্য শেজে দীপটি জেলে তার আরতি, তাই চাহি—
সেই গোলাপী পদ্মহাসি, নীল নয়নে নিদ নাহি !

কার মালাতে পড়ল গাঁথা কাঁচল ঢাকা উল্কারা ?
চিরনারী-পরশমণি, নন্দনেরি ফুল কারা ?
কাঁদন ঝরা একলা বাদল বাঁশীর সুরে ফুঁপিয়ে গায়—
ওরে—ব্যথার সুরে সুরবাঁধা কি এতই সোজা হায় গো হায়।

শেষ বাসরে

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রু-ধারায় আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায় সোহাগ-ভরে ;
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণ-ভরা কঙ্কণ-পরা দু'খানি করে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-শেষ বাসরে।

মনে পড়ে আজি আমাদের সেই বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত-বুকে হইনু দু'জনে জীবনে সাথী ;
চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী-সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্ত-ভূষণ রঙ্গমহল, রূপের ভাতি,
মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল বাসর-রাতি।

মনে পড়ে সেই 'কনকাঞ্জলি' পিতার হাতে,
হৃদয়ে ঝঞ্ঝা, বিদায়-সজল আঁখির পাতে ;
সীমন্তিনীরা শিবিকা-দুয়ারে,
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে—
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই ধরিল 'তোড়ী'—
গমকে গমকে সুর-মূর্চ্ছনা কোমলে-কড়ি।

মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে, দাঁড়ালে এসে—
পা দু'টি ডুবায়ে দুধে-আল্‌তায় বধূর বেশে ;
পথ-ধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি,
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা ভুলালে মোরে,
পুরলক্ষ্মীরা লইল তোমারে 'বরণ' করে'।

ফুলশয্যায় দিব্য হাসিটি যাইনি ভুলে,
ঝল্‌মল্ দু'টি পান্নার 'দুল' কর্ণমূলে।
বক্ষঃ-কারায় রুদ্ধ উতলা,
প্রেম-নর্ম্মদা, পূত-নির্ম্মলা,
ভাঙি' সরমের মর্ম্মর-গিরি তূর্ণ ধায়—
মোতিয়া-বেলার গন্ধ-বিলাসী মন্দ বায়।

মনে পড়ে সেই নবযৌবন-গরবী গ্রীবা—
মুকুরে দীপ্ত বয়ঃসন্ধি বিজুলী-বিভা—
তখন তরুণী, ছিলে না বুকের,
ছিলে না মরমী দুখের সুখের—
হেরেছিনু শুধু মঞ্জু ভ্রূ-যুগ নিন্দি' 'রতি',
স্বর্ণ-অতসী-তনু-লতিকার পেলব জ্যোতিঃ।

মনে পড়ে সেই মধু-মালতীর বীথিকা দিয়া
চলে' যেতে প্রিয়া ভুজ-বল্লরী চঞ্চলিয়া—
মাথার উপরে কোজাগর শশী,
পল্লব-ছায়ে বসিতে রূপসী,
রূপালি আলোর আলিপনা-আঁকা বেদীর 'পরে—
ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি-পারিজাত-মেখলা পরে'।

কতদিন সেই কাঁপায়ে কাঁকণ ক্ষণিকা সম,
চাবির 'রিঙ'টি বাজায়ে আসিতে সুমুখে মম ;
হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-ভ্রূভঙ্গ,
লাজ-সঙ্কোচে মুদিত অঙ্গ,
পরশি' অধরে শিশুর অধর দাঁড়াতে হেসে' ;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর চরণে এসে'।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে 'সন্ধ্যা' দিতে,
মাটির 'দেউটী' যতনে ঢাকিয়া আঁচলটিতে ;
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল
চোখাচোখি দোঁহে দাঁড়ানু থমকি' পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত দেউল-মাঝে।

হের, সখি, সেই দিনান্ত-তারা তেম্‌নি জ্বলে,
ডালিম-ফুলের রঙ্‌টি ফলানো' মেঘের কোলে !
খেলাঘর ভরি' উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব—
মিছা পরিণয়-চতুর্দ্দোলায় উলুর রবে ;
জীবন-উষায় বিনোদ-ভূষায় সেজেছে সবে।

পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান গেছে গো সরি'।
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে উঠেছে ভরি'—
আগে যা' বুঝিনি, আজি তা' বুঝেছি ;
কাছে যা' ছিল, তা' স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি পুলক-ভরে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-শেষ বাসরে।

অশ্রু

পূর্ণিমা রাত, ঘুমিয়ে ছিলাম ঘাসের বিছানায়,
পাহাড় কোলে শালের ছায়ায় ছিল না আর কেউ,
মনের কাণে কাঁপ্‌তেছিল বিস্মৃত পর্দ্দায়
হাজার-বছর-আগের-বাজা বাঁশীর সুরের ঢেউ ;
বধুর সনে মিল্‌ত গলা মধুর বেদনায়,
হাজার বছর আগেকার এক বাসন্ত সন্ধ্যায়।

চুকিয়ে খেলা আকাশ-পথে একটি পথিক-তারা,
মর্ত্ত্যবালার রূপের শ্রীতে জাগিয়ে দিল মোরে,
পাণির তলে লুকায় পাণি, আঁখি পলক-হারা,
কি দেখিলাম স্বপ্ন-ছবি জাগন্ত-ঘুম-ঘোরে।
বনের বীণা বাজিয়ে বয় যৌবনেরি হাওয়া ;
সে যে আমার থির বিজুরী, যায় না চোখে চাওয়া।

তারারা সব পালিয়ে গেল দিগ্‌ বলয়ের পারে,
সাঁঝ-সাগরের ফেনায় ভেসে বুদ্‌বুদেরি প্রায় ;
আপ্‌না ভুলে যতই ভাল বাস্‌নু আমি তারে,
ততই সে মোর মন ভুলাল ফুলের পশরায়।
বসুন্ধরা তাকিয়ে আছে আজ্‌কে তাহার তরে,
অশ্রু তাহার শিশির ফোঁটা তৃণের চোখে ঝরে।

হারা

তারই চুলের গোলাপ ফুলের শুষ্ক ধূসর পাপ্‌ড়ি এই—
এই উপাধান, শয়ন শিথান শূন্য আধেক-সে আজ নেই।

চক্ষে আমার বক্ষে আমার মুখখানি সেই লুকিয়ে রাখা।—
এই বালিশের ঝালরগুলি তারই কালো অলক ঢাকা।
যেখান্‌টাতে রাখ্‌ত মাথা চাইলে পরে পরাণ ফাটে,—
আধেক খানি, শূন্য আজি, দীর্ঘ নিশীথ একলা কাটে।
অম্‌নিতরই চাঁদ্‌নী রাতে বালির বালিশ শয্যা পরি
শুইয়ে দিলাম শেষ প্রতিমা অশ্রু নদীর কিনার ভরি'।
এই হৃদয়ের আধেক খানি পুড়্‌ল্‌ ধূ ধূ চিতার বুকে,
আধখানিতে দারুণ ব্যথা শোণিত ছোটে ক্ষতের মুখে।

উদ্দেশে

মরণের ছায়া-'চিকের' ওপারে লুটাইছে তব নীলাম্বরী,
হাত বাড়াইয়ে পাইনে নাগাল, পরশের আগে যাওগো সরি'।
কথা ছিল এই, আগে যাবে যে-ই, করিয়ে পাঠাবে নিমন্ত্রণ,
গেছ দূর ঠাঁই, খবর না পাই, একা-একা ওগো আছ কেমন ?

তুমিও কি আজি আমারি মতন এমনি উতলা অথির চিতে,
বক্ষে চাপিয়া আগুনের ঝাঁপি ফুঁপিয়া উঠিছ আচম্বিতে ?
জাগরণে নেই ! হেরি স্বপনেই আনাগোনা কর লজ্জাবতি,
এ কি তব রীত ! আমার সহিত একি লুকোচুরি, ব্যথার ব্যথী ?

অকারণে হায় কঠিন কথায় কাঁদায়েছি কত তোমাকে প্রিয়া,
বুঝি তারই শোধ লহ গরবিনি, নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' বিকল হিয়া।
আদর তোমার দাবি করিবার অবসর কভু দাওনি মোরে,
মালতীর মত লতায়ে উঠিয়া আগলিয়া ছিলে ফুলের ডোরে।

বাসি পাপড়ির সুবাসে ব্যাকুল নিশুতি-শয়নে লুটায়ে শির,
তব কুন্তলে পরাইব বলে' গেঁথেছি নিথর-মুকুতা-নীর।
বালিকার মত ছিলে দুরন্ত, লীলা-কৌতুকে তরুণী-প্রায়,
খেলিতে খেলিতে একি সাজা দিলে, এ কি অবসাদ সব আশায়!

ছেড়ে চলে' যেতে সরেনি তো মন, পেয়েছিলে তুমি দুখের দুখী,
মুদিত সজল আঁখি-উৎপল মুছায়ে দিয়াছি অশ্রু-মুখি!
অনেক দূরে সে মরু-গিরি-পারে নীল "পুষ্কর" হ্রদের কূলে,
"সাবিত্রী" থেকে সিঁদূর আনিয়া পরানু যে দিন ঘোমটা খুলে'।

মৃদু-গুঞ্জনে কয়েছিলে মোরে, "ছি ছি যদি কেহ দেখিতে পায়!"
পথে কার বাঁশী মূর্চ্ছনা-ভরে সরমে রাঙায়ে গেল তোমায়।
আর তত জোর, অছিলা-ওজর, সাজে কি গো মোর কাহারো কাছে?
এস, এস ফিরে, এই উদাসীরে আপন বলিতে কে আর আছে?

কত কথা যে গো আছে বলিবার—কারে ক'ব আর না-বলা ব্যথা?
এনেছে পূজারি অশ্রুর ঝারি, বারতা তোমার মিলিবে কোথা?
যা-কিছু তোমার ছিল মম প্রিয়, অপ্রিয় শুধু বিরহ তব,
এ বেদনা-ভার নহে এড়াবার' কেমন করিয়া বাঁচিয়া র'ব?

বুলাইয়া নীল বিজুলীর তূলি দাগ দিয়ে গেছ মরম-পটে,
পুরাতন সেই সুরের রেণুকা খুঁজিয়া বেড়াই গাঙের তটে!
গেছ বসন্ত-গৌরি আমার নিছিয়া মুছিয়া সকল সাধ,
শোন' কাণ পেতে কলিজা ভরিয়া, গুমরে গোপন আর্ত্তনাদ।

অয়ি চারুতমে চিরসখি মোর, বারণ মানে না মন-কাঁদন,
ঘরের ভিতরে সহি পরবাস, জনতার মাঝে নির্ব্বাসন।

ফুরায়ে গিয়াছে প্রয়োজন মোর, সব আতঙ্ক হয়েছে শেষ,
ক্ষ্যাপার অধিক ক্ষ্যাপাইয়া গেছে আলতায় লাল্ শেষের বেশ !

চিনেছিনু তব শেষ কটাক্ষ, গুছায়ে দিনু গো কেশের পাশ,
ছিলে শরীরিণি পূরণিমা মোর, দেখিয়া-দেখিয়া মেটে নি আশ।
বিদায়-ধূসর ওষ্ঠ-সীমায় পরশিতে গিয়া ফিরিনু লাজে,
রাখিনু তুহার করুণ মিনতি না ছুঁইনু গুরুজনার মাঝে।

সাঙ্গ হ'লো না শেষের কথাটি, খুলিল না আহা অধর-দ্বার,
অবনীর এই বাতায়ন থেকে ডেকে ডেকে সাড়া মেলে না আর !
এখনো চকিতে দাও হাত-ছানি, কাকন বাজে গো শূন্য ঘরে,
উঠি চমকিয়া মধু-ঝরা তব জল-তরঙ্গ কণ্ঠ-স্বরে !

শিরীষ-কেশর জিনি' সুকুমার অলকে-জড়ানো কাণের দুল,
ভুলিনি ভুলিনি হৃদ্ বিহারিণি, চিনিতে তোমারে করিনি ভুল !
ভুলিনি মোহিনি, চাহনি তোমার, পারি কি ভুলিতে পত্র-লেখা ?
ঝরিছে অঝোর নয়নের লোর, কাঁদিতে যে আর পারিনে একা।

সুদূর অতীতে প্রেমিক সে 'রুরু' আয়ুভাগ দিয়া প্রিয়তমায়—
জীয়াইয়াছিল কি মন্ত্র-বলে সঞ্জীবনী সে ভালবাসায় ?
মেলি' অপলক ঘুম-হারা চোখ রাত-ফুরানোর তারার পথে,
দাঁড়ায় থমকি' মুহূর্তগুলি ;—রক্ত ছুটে গো ললাট-ক্ষতে।

লো অপরাজিতা, মাধুরীতে তব পারিজাত-মধু মেনেছে হার,
চাঁদের আলোর সঙ্গিনি মোর, সঙ্গ নিয়াছি আজি তোমার।
গলিল পুলক-"অলকনন্দা" তোমারি প্রথম চুম্বনেই,—
আজো পাই সেই চন্দন-বাস, এ-প্রবাসে তার তুলনা নেই।

হারায়নি হায় হাসিটি তুহার, আবার প্রেয়সি দাঁড়াবে বামে,
পূরাইবে চির-দুরাশা আমার, পরিচয় দেবে অচেনা নামে।
সাতাশ বছর ছিলে সাথী মোর, সাতাশ "বিজয়া" ফুরালো ত্বরা,
এবারের মত কোলাকুলি শেষ, ঝলসিয়া গেল সুখের ধরা।

লো চির-কিশোরি, উৎসব-রাণি, ফুটেছিলে নব নলিনী প্রায়,
পুণ্য করিলে আলয়-আঙিনা লক্ষ্মী-পূজার আলিপনায়।
দুখ-দারিদ্র্য সহি' মোর সনে স্বস্তি দিয়াছ সর্ব্বজয়া,
সুধা-সুমধুর সরল মনটি তীর্থ-সলিলে ছিল গো ধোয়া ;

কভু এতটুকু অতৃপ্তি কই দেখিনি তো ওই বুকের তলে,
এমন নিবিড় গিরা দিলে কেন ? ছিঁড়িয়াই যদি যাবে গো চলে' !
মানবীর মত গলিতে সোহাগে, দেবীর সমান দিতে অভয়,
তব পরসাদ-পীযূষ-পরশে জুড়াইয়া ছিল সারা-হৃদয়।

ছিলে এই জড়ে চিন্ময় করে' আত্মা-শকতি আকর্ষণী,
দৃষ্টিতে তব জ্যোৎস্না ঝরিত, গলিত চন্দ্র-কান্ত-মণি।
গেছ কি ভুলিয়া "বিশ্বনাথে"র মন্দিরে পশি' আমারই লাগি'
দু'টি হাত জুড়ে' ডাকিলে ঠাকুরে, এই ধেয়ানীর কুশল মাগি' ?—।

সেই সু-লগনে নয়নে নয়নে শুভ-দৃষ্টি সে দ্বিতীয় বার,—
বর চেয়েছিনু যুগে-যুগে যেন নিরমল-পাণি পাই তোমার।
মালা দিলে গলে যাহার বিধানে, তিনিই তোমারে নিলেন ডাকি'
অবুঝ মোদের দূরে থাকা ভাল, তাই বুঝি ছিঁড়ে দিলেন রাখী।—

দাতারে ভুলিয়ে দত্তারে নিয়ে ছিনু তন্ময় আত্ম-ভোলা,
কাম-কাঞ্চনে চঞ্চল-মনে সাগরের তালে দিত গো দোলা।

দিশেহারা হ'য়ে এ পারের এই অলীক সুখের অহঙ্কারে,
চিনিনি সে পথ, যে পথ গিয়াছে মোর দেবতার দেউল-দ্বারে।

ছুটেছি উষর মরু-কঙ্করে, পায়নি রসনা রসের লেশ,
বুঝি নি হেথায় রিক্ত এসেছি, রিক্ত ছাড়িয়া যাব এ-দেশ।
তবু কেন মন ক্ষুধিত এমন ?—অপ্রমত্ত জাগিব কোথা ?
কে বুঝিবে এই বহু-বিচিত্র ঐক্যের মহা-সার্থকতা ?—

মৃত্যুর রথে অমৃত এসেছে, ধৌত করেছে অবিশ্বাস,
ব্যর্থ নহে গো জীবন-বাসর, রাগ-বিরাগের নাহি বিনাশ।
ক্ষমা কর' মোরে, অন্তর-যামী, কেন রোষ-ভরে বিমুখ তুমি ?
কেন, কেন প্রভু মৃত্যু-জরায় জর্জ্জরি' তোল' মর্ত্ত্যভূমি ?

কেন ব্যাধ-শরে ক্রৌঞ্চ-মিথুন তপ্ত-শোণিতে লোটায় পাখা ?
কুক-চেরা-ডাকে ডাকে সে সাথীকে—"তমসা"র কূল বিষাদে ঢাকা।
রোদনেও নাথ তোমারি করুণা, বেদনার দানে ধন্য মানি ;—
মূরতি ধরিয়া দেখা দেয় আজি মহাপুরুষের মহতী বাণী।

হিম-গিরি-কোণে দক্ষ-ভবনে ধ্যানে ধরি' ভোলা মহেশ্বরে
দেখেছি মুরতি বিরূপাক্ষের, লোটে সতী-শব কাঁধের' পরে।
জটা-কলাপের স্ফুরৎ-ছটায় "গোমুখী"-প্রপাত গতি হারায়,
ভালে শশি-কলা শুভ্র-চপলা কভু ভাসে, পুন ডুবিয়া যায়।

বুঝিনি সে দিন রুদ্র ডমরু, মেরু-সমুদ্র-সম নীরব
পারিনি বুঝিতে কেন যোগীন্দ্র দিগম্বরের সে তাণ্ডব।
ওই শুনি সেই বাম-দেব-ভেরী, প্রতিধ্বনিত গিরি-শিখর,
"কৈলাস" থেকে "কুমারী" অবধি সমীরিত সতী-প্রেম অমর !

হেরি গো দেবীর ছিন্ন-প্রতিমা ঘুরিছে চক্র "সুদর্শনে"—
মন্ত্রিত মহা-কালের শঙ্খ সৃষ্টি-প্রলয়-সন্ধি-ক্ষণে।
পার্থিব এই চিতার ভস্ম বিভীষিকা নাহি দেখায় মোরে,
অক্ষয় সুখ, রূপাতীত রূপ, রসের উৎস লোকান্তরে।

বজ্রও যাঁর, বংশীও তাঁর—বুঝিয়াছি এই শেষ বেলায় ;
'একাক্ষর' সে মন্ত্র জপিয়া তাঁরই পদে চিত শান্তি চায় !

মৃণু

আকাশ যখন আবীরে ভরিল অথচ তারকা নাই ;
মেঠো পথ দিয়ে ধূলি উড়াইয়ে ফিরিল পাটল গাই।
নধর চিকণ বাছুরের গায় বিগলিত যেন মোম,
ক্বচিৎ উরুতে কভু বা উদরে শিহরি' উঠিছে রোম।

এমনি সময়ে একেলা বাহির হইল মৃণাল-বালা ;
এখনো তাহার গলায় দুলিছে বাসর-কুসুম মালা ;
চোখের কোণায় অতি সাবধানে নিপুণ তুলিকা ধরি'
ভুবন-ভুলানো রেখা কে টেনেছে পলাশ-বরণে মরি !

ভিন্ গাঁ হইতে নব বধূ কেউ শ্বশুর-বাড়ীতে এলে—
মৃণু হয় তার প্রাণের দোসর বাঁচে সে মৃণুরে পেলে ;
কিশোরী বালিকা পাপ্‌ড়ি মেলিছে অথচ বালিকা সে—
যারেই শুধাবে তারেই মৃণাল সব চেয়ে ভালবাসে।

চুলটি বাঁধিতে কিলটি তুলিতে চুল্‌বুলে হাত দু'টি—
খোকা-খুকী পেলে ও বুকে আগলি' হাসিয়ে পলায় ছুটি'।
মৃণুর মুখের হাসিটুকু তার, কোঁক্‌ড়া কেশের রাশি—
নিমেষে নিমেষে নবরূপ ধরে মৃণুরে দেখিতে আসি ;

ঘাসের উপরে বসেছে মৃণাল তাল-পুকুরের তীয়ে,
দোলে গোধূলির সোণার নিশান দূর বনানীর শিরে।
ঢেউয়ের সোহাগে শতদল-বধূ নিরুপায় প্রাণে নাচে,
কোনটি এখনো মুদিছে চক্ষু, কোনটি বা মুদিয়াছে।

মৃণু সে মোদের চাহিয়া চাহিয়া শ্যাম সলিলের পানে,
কি যেন একটা আকুলি ব্যাকুলি পুষিল আপন প্রাণে ;
মিষ্ট গলায় গাহিয়া উঠিল পল্লীর প্রেম-গীতি—
অথচ মৃণাল বোঝে না কিছুই বঁধুর মধুর প্রীতি ;

সরল গানের কথাগুলি লঘু বাণের মতন বিঁধে,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দেয় ভাবগুলি সাদাসিদে।
লুকায়ে লুকায়ে দেখিনু প্রতিমা তাল-গাছ-তলা থেকে,
পিয়াস না মিটে যতবার দেখি চেয়ে চেয়ে দেখে দেখে।

শুষ্ক পাতার খস্ খস্ ধ্বনি পলাল মৃণাল ধেয়ে—
রক্তিম সাঁঝে মুক্ত চিকুরে পলায় গ্রামের মেয়ে।
সে অনেক দিন দেখা হ'য়েছিল তাল-পুকুরের ঘাটে ;
আর আজ হেথা শাক বেচে মৃণু 'সর্ষে-জোড়ে'র হাটে।

অঙ্গে অঙ্গে যৌবন রাগ ছাপায়ে পড়িছে লুটে,
রঙ্গে ভঙ্গে রবির রশ্মি রোমে রোমে ফুটে উঠে,
ধূলা ঝুলিতেছে রুক্ষ অলকে আলু থালু কেশপাশ,
মৃণুকে দেখিয়া থমকি' চমকি' দাঁড়ানু তাহার পাশ—

কি দেখিনু চেয়ে মানসী প্রতিমা, অচল হইল আঁখি,
বুকের শোণিতে আশার ফলকে লইনু চিত্র আঁকি,।
বিধবা-বিবাহ ? মৃণুকে বিবাহ ? কাঁপিল হৃদয়তলে—
প্রাণ-পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চায় জ্বলন্ত প্রেমানলে।

চলিলাম গৃহে, গ্রাম-পথে ধূলা, সাপ গেছে পার হ'য়ে,
কোথাও পাখীর নখের ভঙ্গী চোখে পড়ে রয়ে' রয়ে'।
সমাজের ভয় ? বিধবা-বিবাহ ? মানিব কি পরাজয় ?
জ্বালিনু মৃণুর রতন-দীপটি জীবন-রজনীময়।

জ্বালাতন হয়ে' গ্রামের খোঁটায় ছাড়িয়া গেলাম গ্রাম,
আঁধারে আলোকে, পথে ঘাটে মাঠে, মৃণালকে ঢাকিলাম ;
মুখপানে তার চাহিয়া দেখিনু কি দিব্য জ্যোতি ঢালা !
সমাজের শরে ঢাল সম হ'য়ে দাঁড়াল মৃণাল-বালা।

ঘর বাঁধিলাম পাহাড়ের গায় সাঁওতালদের সাথে,
পাটল একটি গাভী ক্রয় করি' সঁপিনু মৃণুর হাতে ;
মৃণুর স্নেহের লতার তন্তু আঁকড়িল গিরি-শিলা ;
পা ডুবাত মৃণু স্বচ্ছ নদীতে আনন্দ-লঘু-লীলা।

সোণার শলাকা বুনিত গগনে রেশমি বসন-স্তর,
অস্ত-তপন মুদিত নয়ন মহুয়া-বীথির 'পর।
সকাল হইতে মাঠে খাটিতাম, মৃণু যেত ভাত নিয়ে,
পরীর মতন মেয়েটি আমার অবাক্ রহিত চেয়ে।

চূড়ীর সহিত জড়াইত হাতে মায়ের আঁচলখানি,
মাঠের মাঝারে কেহ নাহি শুধু আমরা তিনটি প্রাণী ;
চাহিতাম দূর দিগন্ত পানে—সোণায় ফেলেছে সোণা,
সার্থক ওগো উপত্যকায় কমলার আলিপনা।

খাইতাম ভাত, চাহিতাম ভুলে মৃণুর মুখের দিকে—
কি যেন মন্ত্রে যাদু করেছিল মৃণু মোর মনটিকে ;
মউল ফুলের মধুর গন্ধ, স্তব্ধ দ্বিপ্রহর,
ক্বচিৎ পাখীর করুণ কণ্ঠ পলাশ ফুলের 'পর।

ধরিতাম চাপি' মৃণুর হাতটি, হাসিয়া চোখের কোণে,
চুমু দিত মৃণু মেয়েটির গালে মোদের স্নেহের ধনে।
মৃণুর প্রাণের নির্ম্মল রস চোখের দুয়ার দিয়া
ঝরিয়া পড়িত মুকুতা-ধারায়—মৃণু সে আমারি প্রিয়া।

এত গুণবতী মাধুরীর নদী, তরুণী হেরিনি আর,—
হাসির চাইতে ভ্রূকুটিতে তার ঝরিত সুধার ধার !
আর এক দিন, সেই শেষ দিন, তখন অনেক রাতি,
মেঘের লীলায় শিহরি' মিলায় রৌপ্য-চাঁদের ভাতি ;

ময়ূরকণ্ঠি চেলীর মতন কুয়াসা গিরির শিরে,
সহসা উঠিয়া বাতায়ন-দ্বার খুলিয়া দিলাম ধীরে ;
হেরিনু মৃণুর বাহুটি বেড়িয়া ঘুমায়ে পড়েছে কেশ,
চুম্বন দিনু কপোলে তাহার ভুলিনু লজ্জালেশ—

কি এক আবেশ মুগ্ধ জীবনে হেরিনু কান্ত মুখ,
করপুটখানি ভরিয়া দিলাম বনফুল-যৌতুক :
ঢলিয়া পড়িনু বক্ষে মৃণুর—জীবন-মরণ মৃণু,
অধর-বাঁধুলি শোষণ করিয়া নূতন মদিরা পি'নু ;

মনে হ'ল সেই বালক-কালের তাল-পুকুরের ঘাট,
মনে হ'ল সেই বিজুলি-বিভাস 'সষে-জোড়ে'র হাট ।
ঢলিয়া পড়িনু অবশ অঙ্গে জাগিল না মৃণু আর—
স্বপনের রূপ ধরিল আমার জাগরণ-অভিসার ।

শেষ করি তবু, শেষ নাহি হয়, অফুরাণ তার কথা,
অফুরাণ সেই চোখের ভঙ্গী কালো কটাক্ষ-লতা ।
এখনো-এখনো গভীর দুপুরে সেই সে গিরির গায়ে,
একেলা একাকী শালের বনের রৌদ্র-খচিত ছায়ে,

হেরি তার মুখ কণ্ঠ-কাকলী কাণটি ভরিয়া যায়—
উত্তর থেকে হুহু হুহু করে' আসে এলোমেলো বায় ;
সুদূর মাঠের প্রান্ত উজলি' রূপার তাবিজ প্রায় ।
'পাহাড়ে' নদীর চিকণ রূপটি সে মোরে দেখাত হায়—

আজ আমি একা কাছে নাই তুমি কই, কোথা প্রাণাধিকে,
এইখান্‌টিতে বেড়াতে যে তুমি এই পথে এই দিকে।
অলকের ফাঁদে রৌদ্র খেলিত, দুলিত মুক্ত বেণী,
আসিতে লীলায় উড়িয়ে আঁচল, পেরিয়ে শালের শ্রেণী।
তোমার চুলের ফুলের গন্ধ আকুল করিত মন,
কখনো সোহাগ, কখনো সরম, কখনো কঠিন পণ।

ওই বাজে তার চাবির রিংটি—মুখে হাসি, চোখে লাজ,
নীল পাহাড়ের পইঠায় বসি' পর আজি ফুল সাজ।
আনমনে ওগো ঘুমাইয়া পড়ি, ঘুম যে সুখের বাড়ী,
ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে সে ওই পলায়, পিছে ধাই তাড়াতাড়ি—
কই কই কই? ওই যায় ওই—হায় হায় করে হাওয়া—
ঝলসিয়া যায় প্রাণের ভিতর হারালে যায় কি পাওয়া?

কুণাল-কাঞ্চন

নয়ন মেলিছে শয়ন-শিয়রে রজনী-গন্ধা-বালা,
জাগিয়া বসিয়া অশোকের প্রিয়া ছিঁড়িছে বরণ-মালা,
কুসুম-ধনু সে খালি করে' তূণ
বরাঙ্গে তার জ্বেলেছে আগুন,
ভাবিছে কিশোরী কটাক্ষে কা'র উপেক্ষা-বিষ ঢালা।

রাজার দুলাল, তরুণ কুণাল, সতীনের ছেলে তার,
দলিয়া গিয়াছে রূপের অর্ঘ্য, বাসনার উপহার;
রতির গলার মুকুতার মালা
ঝলসিয়া গেছে বিদ্যুৎ-জ্বালা,
বুকের ভিতরে ফুঁসিছে নাগিনী তিস্‌সরক্ষিতা'র।

* সম্রাট অশোক। তিস্‌সরক্ষিতা—অশোকের পত্নী, কুণালের বিমাতা
কুণাল—অশোকের পুত্র। কাঞ্চনমালিকা—কুণালের পত্নী।

"চূর্ণ করিব স্পর্দ্ধা তাহার"—কহিল আত্মহারা,
"উপাড়ি' তুলিব বজ্রনখরে কুণালের আঁখিতারা,
"সে যে 'কাঞ্চন-মালিকা'র রূপ
ভুঞ্জিবে সুখে পুলক-লোলুপ—
শিরায় শিরায় ফেনায়ে উঠিছে হিংসা-মদিরা-ধারা।

ফেনায়ে উঠিছে হিংসা-মদিরা, কাঁপিছে মর্ম্মাহতা ;
চীৎকারি' ওঠে ক্ষিপ্ত বাতাসে প্রতিশোধ-মাদকতা।
"পাগল করেছে যে পরশ-মণি,
হরিব গো তার আলোর অবনী—"
উথলে চক্ষে, কপোলে, বক্ষে, উন্মাদ-চপলতা।

অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা তেয়াগি' উঠিল মহিষী জেগে,
বাহিরে তখন বাদল নৃত্যে মাদল বাজিছে মেঘে ;
এ ঘর ও ঘর ছুটিয়া ছুটিয়া,
অলিন্দপথে পড়িল লুটিয়া,
অন্ধকারের অতল রন্ধ্রে ধাইল পবন-বেগে।

* * *

গেছে তার পরে বরষ ঘুরিয়া ; 'পুষ্পপুরে'র পথে
কে গায়িছে ওই অন্ধ যুবক ? উতলা সুরের স্রোতে
গলিছে চরণে পথের পাথর ;
প্রভাতের আলো করুণা-কাতর,
কোন্ ভুলে-যাওয়া শেষ পথ-চাওয়া ফুরায়েছে আঁখি হ'তে।

হাতে হাত রাখি' সাথে সাথে তার পথ দেখাইছে নারী,
নাথের মলিন মুখপানে চেয়ে ঝরিছে শিশির ঝারি—
হায় কাঞ্চন-মালিকা তোমার
বেদনা-জলধি এপার-ওপার।—
পথের কিরণে শিহরি' উঠিছে সোনার খাঁচার সারী।

কুণালের গান

"আকাশে নীরব রঙের ভাষা, সাগরের নীলে কুহক নাই;
কাণ পাতি' শুনি জোয়ার-ভাটায়, উজান বাহিয়া ফিরিয়া যাই।
নিশা আজি মোর দিনের মতন,
আঁধার আড়ালে হারাণো' কিরণ
অন্তরে জ্বালি অরূপ দীপালি ধ্যানের নয়নে পলক নাই!"

উধাও—উর্দ্ধে—দূর-দূরান্তে কাঁপে অন্ধের গান,
এ যেন নিশুতি নিশীথ-নিথরে ঝরণার কলতান—
হা উষার পাখী বেদনা-আতুর,
কোথা শিখেছিলি কাকলি মধুর?
টুটে গেছে ফুল-ফুটানো'র তৃষা—মধুমাস অবসান।

প্রাসাদ-কক্ষে নিদ্রোত্থিত রাজার পরাণ-মাঝে
সেই পুরাতন শিশুর কণ্ঠ আরতির সুরে বাজে।
অতীতের স্মৃতি-পাত্র ছাপিয়া
স্নেহের ফোয়ারা উঠিছে কাঁপিয়া,
বাতায়ন-পথে নেহারে দুলালে দাঁড়ায়ে ভিখারী-সাজে।

তোরণ-বাহিরে আসিল অশোক আবেগে দু'বাহু মেলি,'—
"কাল রাতে তোরে স্বপন দেখিছি, কুণাল দুলাল, এলি,
ফিরে কি এলি রে নয়নের মণি?"—
উত্তরে তার গর্জ্জে অশনি,
কে দহিল হায় প্রাণের কমল অনল-কুণ্ডে ফেলি'।

"ওরে প্রভাতের খসা তারা মোর কথা কও আঁখি তুলি',
মণি-নির্ম্মল, সোনার অঙ্গে কেন গৈরিক ধূলি?"
পুত্র কহিল,—"পিতার আদেশে
নয়ন হারায়ে ফিরি দেশে দেশে,
দাও পদধূলি"—ওঠে নীল শিখা পাতালের দ্বার খুলি'।

একি আঁখিহীন ! নৃপতি অশোক লুটায় ধূলার 'পরে—
সহসা 'তিস্‌সরক্ষিতা' আসি' কহিল ক্ষিপ্ত স্বরে—
'জ্বলে' যায় আঁখি বজ্র-শলায়,
গরলের ক্ষত কটি-মেখলায়,
আয় রে কুণাল, রাজার তুলাল, ফিরে আয় তোর ঘরে।

"শোন মহারাজ, নাহি আর লাজ, এই তরুণের পায়
সঁপিনু নারীর পরম রতন, হায় বুক ফেটে যায়,
নব-যৌবন-পশরায় মোর
পদাঘাত করি' গেল মনচোর,
তারি প্রতিশোধ নিয়েছি, কুণালে অন্ধ করেছি হায়।

"জাল করে' তব রাজ-স্বাক্ষর লিখেছিনু লিপি হায়,—
'যে চোখে চেয়েছে বিমাতার পানে উপাড়ি ফেলিবে তায় ?
সেই দিন থেকে বুক চেপে ধরে'
কে যেন চকিতে শ্বাস রোধ করে
নিদ্রাবিহীন মূর্চ্ছিত রাতি পোহাইতে নাহি চায়।

"আমরাই মায়া-স্বপন-দোলায় রূপের ফুলের ডালি,
আহতা, দলিতা ফণিনীর মত কাল-কূট-ফেনা ঢালি।
রসাল-শাখার মধুমঞ্জরী
কেতকীর খর কণ্টকে ভরি ;
পান করি মোরা শ্যামা যামিনীর ছায়া তুকূলের কালী।"

চাহিছে প্রকৃতি উদাস নেত্রে, মানবের সুখ-তুখে
দেয় না সে সাড়া, জাগে না হর্ষ, বাজে না বেদনা বুকে !
হেরিল নৃপতি পিছু পানে চেয়ে,
ফাগুনের পাখী উঠে গান গেয়ে—
এ পারে অরুণ, ও পারে গোধূলি—চির প্রশান্তি মুখে !

"তুষানলে তব প্রায়শ্চিত্ত, হে তিস্‌সরক্ষিতা,
দেশের রাজার বিচারে আজিকে হইলে শৃঙ্খলিতা।"
অশোক রাজ্যে শোকের তুফান
ভাসাল' দিগ্বিজয়ের নিশান,
নয়ন-হারা সে তনয়ের সাথে কাঁদিল মৌনী পিতা।

মঠে—মন্দিরে—বিহারে চৈত্যে, পাষাণের স্তূপতলে
গলিয়া পড়িল শোকের কাজল ভিক্ষুর আঁখিজলে,
নমি' বুদ্ধেব পদপল্লবে
রাজ-মঙ্গল বর যাচে সবে,
হায় কুণালের আঁখির বিকার টুটে কি পুণ্যফলে!

সন্ন্যাসী এক চলিল একদা, দূর রাজধানী পানে,
তপোবল তার অন্ধ আঁখির আঁধার হরিতে জানে।
কহিল অশোকে—"হোক মহাসভা,
প্রভু বুদ্ধের করুণার প্রভা
জাগাও অঙ্গে, মগধে, বঙ্গে, ধর্ম্ম-সংঘ-গানে।

'শরণ লয়েছ চরণে যাঁহার, গাও গাও তাঁর জয়,
পরিহর' শোক, উঠ গো অশোক দূরে যাক্ ক্ষতি-ক্ষয়।
ডাকিছে তোমারে মহানির্ব্বাণ,
জ্ঞান-হিমালয়ে উড়িছে নিশান,
উঠ নরনাথ, ফুটিছে প্রভাত, নাহি শোক, নাহি ভয়।

"নবীন নেত্র মেলিবে কুণাল, করিবেন প্রভু দয়া,
বোধি-দ্রুম-ছায়ে পরমা-সিদ্ধি হয়েছে সর্ব্বজয়া;
সেই তথাগত গৌরব-গীতে
গলিবে নয়ন ভক্ত-সরিতে,
অন্তর-তলে কর নির্ম্মাণ প্রেমের বুদ্ধ-গয়া।

"সঞ্চিত কর' কাঞ্চন-ঘটে সাধুর অশ্রুকণা
ঝরিবে যখন দিব্য জীবনে তন্ময়-উপাসনা,—
ঢালি' দিও সেই পুণ্য সলিল
পুত্রের আঁখি হবে অনাবিল,
নিরঞ্জনের ধ্যান-অঞ্জনে হও গো ধন্য-মনা !"

সে এক প্রভাত, পাটলিপুত্র জাগিল সগৌরবে,
স্বর্গ হইতে পুষ্প বরষে নির্ম্মল নীল নভে,
হেরিল কুণাল ভাস্বর ভাতি,
পূর্ব্ব-আশায় পোহাইছে রাতি,
নমিল অশোক—নমিল কুণাল ভকতি-মহোৎসবে।

চণ্ডীদাস

উথলে মধুর জলের উৎস লবণাম্বুর তলে,
ডুব দিয়ে তুমি রসের কুম্ভ ভরি' নিলে কুতূহলে।
ঢালি' দিলে তাহা প্রেম-নিকুঞ্জে, জীবন-মঞ্জরীতে,
খুঁজে মিলে কবি, অমিয়-ফোয়ারা সখী রজকিনী-চিতে।
মদন-মোহের পরিমল-হীনা দেহের পিপাসাহারা,
'পীরিতি' তোমার ধ্যানের ভুবনে হইল উদয় তারা।
অনাদি ঊষার পরম বাসরে, যে মাধুরী রূপ ধরি'
বিহরে কবির মানস-পুরীতে চির দিবা-বিভাবরী !

অবাক্ গুবাক-সারির তলায়, পল্লী-দীঘির কূলে,
ছিপ হাতে লয়ে' বর্ষ দ্বাদশ ভাবিলে কি মন-ভুলে ?
চাহিয়া থাকিতে জলের ওপারে ঘাসের গালিচা 'পরে,
কে দিত শুকাতে শুভ্র বসন, নেহারিতে মোহভরে।

বারোটি বছর চেয়ে ছিলে কভু কহ নি একটি কথা,
ঝরিত তোমার আঁখির পাতায় স্বরগ-নির্ম্মলতা !
এমনি করিয়া ফুরাইত দিন তোমার হিয়ার মাঝে
কেহ জানিত না রস-মূর্চ্ছ´না সুধার রাগিণী বাজে !

বারোটি শরৎ এসে ফিরে গেল, একদা প্রভাত-বেলা,
কহিল রমণী,—'শুন হে ঠাকুর, একি তব ছেলেখেলা !
এ কি নেশা হায় না পারি বুঝিতে এ কেমন মাছ-ধরা !
খালি হাতে রোজ ফিরে যাও ঘরে তবু মুখ হাসিভরা।
দেখি ওই হাসি সমান রয়েছে, নাইকো জোয়ারভাটা,
জানি তুমি কবি, কবির প্রাণে কি বাজে না দুখের কাঁটা ?'
সেই হাসিরাশি উছলি' উঠিল চণ্ডীদাসের মুখে—
'সত্য বলেছ, দুঃখের কাঁটা বাজে না কবির বুকে।

তবু এক দুখ—কহ' নাই কথা, এক যুগ বসে' আছি,—
ছিনু যেন আমি দূরতম গ্রহে—এসে এত কাছাকাছি !
সে অনেক দিন, চাহিল কণ্ঠ তোমার বাহুর ডোর—
গেলে "নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' পরাণ সহিত মোর !"
রূপের বিন্দু- সরোবরে ডুবি' প্রবাল-অধর লাগি',
সুন্দর দু'টি আঁখির কুহকে নহি সখি, অনুরাগী।
কামের ভস্ম ভূষণ করিয়া ছুটি না তোমার পিছে,—
আমার তাপসী 'পীরিতি'র কাছে অপ্সরী-লীলা মিছে !

কি আর বলিব—"শুন বিনোদিনি, সুখ দুখ দুটি ভাই ;
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারি ঠাঁই !
"তোমার ওরূপ, কিশোরী-স্বরূপ শুন রজকিনি রামী,
ও দু'টি চরণ শীতল জানিয়া, শরণ লইনু আমি !"
'কি বল ঠাকুর ?—কহে রজকিনী, 'দুখিনী অবলা আমি,
আমার ধরম, সরম-ভরম জানে অন্তর-যামী।

একি কথা ক্ষ্যাপা পাগলের মত, শুনে আমি লাজে মরি
মাছ ধরিবার ছল করে' ছি, ছি, রূপ দেখ আঁখি ভরি' !

'ভুল বুঝিয়াছ ?'—কহে দ্বিজ কবি, "ছুঁইতে চাহি না গা,
লোমকূপে যার কোটি ক্রিমি কীট, পীরিতি যাচে না তা !"
"কপট পীরিতি আরতি বাড়ায় মরণ অধিক কাজে,
লোক-চরাচরে কূল রাখা দায়, জগৎ ভরে যে লাজে !"

এস সখি এই পূজারীর সাথে চল' প্রান্তর-পারে,
'বাশুলী' দেবীর মন্দির-মুখে প্রেম-সুখ-অভিসারে—
ফুটিয়াছ কোন্ সাগর-ফেনায় উড়াইয়া গুণ্ঠন !
পদ্মালয়ার চরণ-পরশে রভসে সমগন !

তুমিই স্বর্গ, চতুর্বর্গ কল্প-মোক্ষফল ;
ধ্রুবের বিরহ-সন্তাপে তুমি অমৃত শান্তিজল ;
"তুমি গায়ত্রী, ত্রিসন্ধ্যা মম, তুমি হও মাতা পিতা,"
তুমি উপাসনা রসের সাধনা, এস মনোবন্দিতা।

সাগর-বর্ণ আকাশের তলে দীপ্ত শারদ প্রাতে,
চলে রজকিনী প্রান্তর-পথে চণ্ডীদাসের সাথে ;
ঝরিল ভুবনে আনন্দ-রেণু, পথ দেখাইছে কবি,
চলে রজকিনী মন্থর পদে হেরে উজ্জ্বল রবি !

ছাড়ি' ঘর-বাড়ী চলিতেছে নারী কাঁপে তনু থরথরি'—
থমকি' চমকি' চাহে পিছু ফিরে আঁখি আসে জলে ভরি, ;
সমতল পথ এত বন্ধুর লাগে নি তো কোন দিন !
এ কি আশঙ্কা এ কি উদ্বেগে ছিঁড়িল মর্ম্ম-বীণ্ !

কহে সংশয় এ কি পরাজয় ? এ কি লাভ ? এ কি ক্ষয় ?-
ফিরিবার পথ ক্রমশঃ দীর্ঘ,—এ কি প্রেম ? এ কি জয় ?

চরণ হইতে সরে ক্ষিতিতল, যা' ছিল তাই কি ভালো ?
একি সুখ-উষা ? একি মরীচিকা ? আলেয়ার হাসি আলো ?

'যাবনা—যাবনা, পিছনে সহসা কহে রামা চীৎকারি',
'ফিরাইয়া লও মন্ত্র তোমার পায়ে ধরি, দাও ছাড়ি' ।
পুনঃ সেই হাসি ভাসিয়া উঠিল চণ্ডীদাসের মুখে—
'সম্মুখে ওই প্রীতির প্রয়াগ বল বাঁধ সখি বুকে ।

শিরে নীলাকাশ, দেবতার বাস আরতি-চন্দ্রাতপ,
তরুলতাভরা ধরণীর পীঠ তাঁরি পূজামণ্ডপ ।
সংসার যাঁর বিভূতি তাঁহার চরণে দাও গো ডালি !—
যৌবন-ধন জীবন-মরণ—ঘুচিবে মনের কালি !

ভাসাও পুণ্য-পাপের পসরা মুক্ত-বেণীর নীরে—
জান না এসেছ কোন্ সাধনায় উতরিবে কোন্ তীরে !
যাও যাও ফিরে, নহ বন্দিনী, তোমার কুটীর-দ্বারে,
ছাড় শঙ্কিতা সঙ্গ আমার মাধুরীর অধিকারে ।'

'রবে মোর ঘরে ?'—কহে রজকিনী, 'কলঙ্কে ডরিব না'
কর গো শপথ, দেবতা সাক্ষী, করিও না প্রতারণা ।
এস ভালবেসে হে প্রাণ-বঁধুয়া, জীবনে মরণে মোরে
যাবে না ছাড়িয়া, দাও পাণিতল, বাঁধিনু পীরিতি-ডোরে ।

হের হের বঁধু, হিয়ার মাঝার লইয়া আমার আঁখি—
বুক-চেরা এই শোণিতে রাঙায়ে পরাইনু প্রেম-রাখী ।
তোমার সাধনে আমার সাধন যুগ-যুগান্ত ধরি' !
তোমার ধরমে আমার ধরম—' মূরছিল সুন্দরী ।

পথধূলি হ'তে বুকে তুলি' তারে ভাবে কবি বিস্মিত—
একি—কূল-ভাঙা ভাবের প্লাবন ! জীবন উন্মথিত !

রজকিনী-গৃহে হেরিয়া কবিরে, করে লোকে কাণাকাণি,
ঘাটে মাঠে বাটে রটে কলঙ্ক, বিঁধে বিদ্রূপ-বাণী।

'কীর্ত্তি রাখিলে!'—কহে সহচরে, করে শ্লেষ পরিহাস—
'যজ্ঞোপবীত ধরিয়া কণ্ঠে হ'লে রজকিনী-দাস!'

* * * *

সে এক রজনী বড় সুন্দরী নদী তীর-পথ ধরি'
শর-বন ভাঙি' চলে' যায় কবি, সাথে তার সহচরী।

পাংশু আকাশে, জাফ্রান-মেঘে তাকায় ইন্দুলেখা,
অদূরে ভগ্ন দুর্গ-প্রাচীর ভ্রমর-বরণে আঁকা;
গোল গম্বুজ দীর্ঘ ছায়ায় কাঁপিছে নদীর জলে,
প্রান্তর যেন থির সমুদ্র চন্দ্রকলার তলে—

'হের সহচরি শোভার লহরী বহে' যায় এ নিখিলে—
একা দেখে' সুখ জাগে না পরাণে, তুমি যদি না দেখিলে—
উদিয়াছ তুমি ওই শশী সম, চির বিচিত্রতম,
সমাজের ভাঙা দুর্গ-তোরণে হরিতে তামসী মম!

ওই শশাঙ্কখণ্ড, মিলন, কলঙ্কে বিজড়িত—
তুমি রজকিনী পূর্ণ অমল মণ্ডিছ মম চিত।'
নীরব হইল ধ্যানময় কবি' চমকি' আচম্বিতে
চাহে অভিজিৎ তারকার পানে যেন কা'র ইঙ্গিতে—

কল্পনা-রাণী খুলে দিল কোন্ স্বপনের বাতায়ন—
ঝাউ-বীথিকার ছায়া-মাস্তুলে কুহেলির আবরণ।
লোল অপাঙ্গ-ভঙ্গিমাভরে, কোন্ সুর-কিশোরীটি
রজনীর সেই চাঁদোয়ার তলে, ফুকারিল বাঁশরীটি!—

দেখা দিল দূরে অরুণের রথে নিশীথের মাঝ্‌খানে,
নীরবতা যেন মূরতি ধরিয়া শিহরিল বাঁশীতানে!
দেখিতে দেখিতে সরে' গেল সেই কুহেলির নীহারিকা—
ফুটিল সমুখে পিতার ভবন প্রভাত-ভানুর শিখা—

মাতার কণ্ঠ পিতার দৃষ্টি,—ডাকে 'আয় ফিরে আয়,
ভুল করেছিস্‌, ভাঙ্‌ সেই ভুল! অশ্রুর ঝরণায়!
আয় ধুয়ে আয় পুণ্য-ধারায়, আয় রে নির্ব্বাসিত,
পিতৃগণের গচ্ছিত নিধি সুখ-মঙ্গল-হিত,—

তুই কি বুঝিবি, অবোধ বালক, সংযমে কি সুষমা!
ফিরে আয় ঘরে ওরে অবাধ্য, করিবে সে তোরে ক্ষমা।'
সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ হ'তে ডাকে তারে রজকিনী—
'আর কেন দেরী? ফিরে চল ঘরে পোহায় যে নিশীথিনী—

কেন ডাক মোরে? যাব কোন্‌ ঘরে? ঘর কই? এ যে পথ!
পথের জ্যোছনা ভুলায় আমারে—কাঁপে প্রাণ-পারাবত।
এস সহচরি, এস ত্বরা করি', দাঁড়াব না পথে আর—
তোমাতে আমাতে তরুণ বিভাতে, অপার হইব পার।

কাম্য-কাম্যের শেষ-সীমানাতে, দুস্তর পরিখাতে,
আত্ম-দানের সান্ত্বনা-স্রোতে, সাঁতারিব হাতে হাতে!
কল্পকালের বল্লভে স্মরি' নিবেদিব অঞ্জলি,
সবিতা যাঁহার পঞ্চ-প্রদীপ ধরে চির-উজ্জ্বলি'!

একটি অরুণ পূর্ণ উদিত রস-অর্ণব-কূলে—'
বলিতে বলিতে রজকিনী-পাণি নিল কবি করে তুলে'।
ঘিরিল তাহার অলক-প্রান্ত অপরূপতম জ্যোতি,
তারকা-খচিত আকাশের পটে, দাঁড়ায়ে রহিল সতী।

আরেক রজনী, ঝঞ্ঝা-অশনি দেয় ঘন হুঙ্কার,
পথ পানে চেয়ে জাগে রজকিনী বিজন কুটীরে তার,
সাজায়ে অন্ন বসিয়া আছে সে ভুঞ্জিবে বঁধু এসে,
নিমন্ত্রিতের তৃপ্তির পরে প্রসাদ মাগিবে শেষে!

আসে পূজা সেরে, প্রতি দিনান্তে, আজ কেন এত দেরী!—
বাজিয়া উঠিল নীল অঞ্জনে বরুণের রণ-ভেরী।
বাহিরে যাইতে চাহে বিরহিণী, পদে পদে বাধা পায়,
একি প্রলয়ের শিলার সৃষ্টি বৃষ্টির দরিয়ায়!

নিবারে তাহারে দিগ্-বারণেরা, ঝটিকায় লোটে বাস,
যতবার ধায় পড়ে আছাড়িয়া—এস গো চণ্ডীদাস!
মন যে ছুটিছে বাহিরের পানে, কেমনে রহে সে ঘরে!
বঁধুর বিরহ-আঁধারের রাশি গ্রাসিয়াছে চরাচরে।

কড়্ কড়্ রবে সাড়া দেয় বাজ, ছুটিল সে দিশেহারা,
আকুলতা এসে ধরেছে আঁকড়ি', করিয়াছে মাতোয়ারা।
আসে আশঙ্কা, ডাকিনী-মূর্ত্তি, ভীম কটাক্ষে চায়,
দোলে বিভীষিকা অট্ট হাসিয়া ঝটিকা-হিন্দোলায়।

'বাশুলী' দেবীর দেউলের চূড়ে ঝলে ত্রিশূলের ফলা,
পঁহুছিল রামা দেবতার দ্বারে অনুরাগে বিহ্বলা।
বড় আশা ছিল প্রাণ-বঁধুয়ারে নেহারিবে সেইখানে,—
ডেকে ডেকে হায় ঘুরে একাকিনী প্রতিধ্বনির তানে!

ভরে অঙ্গন, বিল্ব-কানন—শুধায় সে দেবতায়,
'কোথা বঁধু মোর? বল্ মা আমারে, কোথায় খুঁজিব তায়

জানিস্ সকলি, ভুলাস্ নে মিছে !'—পাষাণ-বেদীর মূলে,
নিরমাল্যের ফুল-চন্দনে লুটাইল এলোচুলে।

* * * *

পল্লী-রমণী পূজা দিতে এল, ফিরে গেল একে একে,
কাঁপিল না হায় কাহারো হৃদয়, জাগাল না তারে ডেকে।
তৃতীয় প্রহরে ভাঙিল মূর্চ্ছা, কেঁদে ওঠে রজকিনী ;
দৃক্‌পাত নাহি কিছুতে তাহার, ছুটিল উন্মাদিনী।

আলুথালু বেশে ধাইল উধাও হাটের মধ্য দিয়া,
ব্যাপারীরা সব ফিরিছে তখন শূন্য পসরা নিয়া।
রক্ত-উজল চরণালক্তে ছুটিল রুদ্ধশ্বাসে,—
বহু পথ ঘুরে পঁহুছিল শেষে গ্রামের শ্মশান-পাশে।

দেখিল অদূরে ওঠে চিতা-ধূম বেড়িছে আগুনে কারে !
এ যে তারি বঁধু আগুনের মাঝে দেখিয়াই চিনে তারে ;
ধরিয়া হৃদয়ে পদ-যুগ তার, নিবিড় আলিঙ্গনে
বাঁধিল বঁধুরে—দহিল না দেহে পিঙ্গল হুতাশনে !

সৎকার লাগি' চণ্ডীদাসের শব লয়ে' প্রতিবাসী,
এসেছিল যারা, বাধা দিল মিছে, কহে তারে সম্ভাষে',—
কেন ডাক আর ! বঁধুয়া তোমার মহানিদ্রার দ্বারে !
শান্তিতে তারে দাও গো ঘুমাতে, ডাকিও না হাহাকারে।

কালি রজনীতে ফুরায়েছে আয়ু, পড়িয়াছে শিরে বাজ।'
'নহে, কভু নহে',—কহে রজকিনী—'উঠ গো হৃদয়-রাজ,
এরা কি বুঝিবে 'দশা' পেয়ে তুমি প্রেম-রসে অচেতন,
ভাবের আবেশে রয়েছ নীরব, কথা কও প্রাণধন !

উঠ গো কান্ত, প্রিয়তম মোর',—কহে জুড়ি' ছু'টি কর—
'উন্মীল' আঁখি, ডাকে দাসী তব, উঠ জীবনেশ্বর !
ওই দিনমণি সাক্ষী করিয়া বাঁধিয়াছ প্রেম- ডোরে—
শপথ করেছ, জীবনে মরণে ছাড়িয়া যাবে না মোরে।

বসি' একাসনে মিশিয়া ছু'জনে নাম জপিয়াছি যাঁর,
হের গো ফুটেছে শিয়রের কাছে চরণ-পদ্ম তাঁর !
দোলে বনমালা কণ্ঠ বেড়িয়া, অধরে মুরলী বাজে,
এসেছেন ওই রাধিকা-রমণ সাজিয়া মোহন সাজে ;

হের বঙ্কিম ময়ূরের পাখা, পীত-ধটী, পীত-বাস,
মেলিয়া লোচন কর নিবেদন জীবনের অভিলাষ।
এসেছেন ওই শোন' মঞ্জীর মনোরঞ্জন মোর—
উঠ গো দয়িত, মরম-মিত্র, মুছাও নয়ন-লোর।

মিছে কলঙ্ক ঘুচাও বন্ধু জাগ গো জীবন-ধন,
জীয়াব তোমারে নাহি অভাগীর হেন প্রেম-রসায়ন !
তোমারি দীক্ষা-মন্ত্র জপিয়া পাইব তোমারে ফিরে—
ঝাঁপ দিল রামা চিতার অঙ্কে ভাসিয়া নয়ন-নীরে।

ভেঙ্গে গেল ধ্যান চণ্ডীদাসের, ডাকিলেন,—'সুভাষিণি,
এস মোর সনে মধুময় পথে মাধবেরে ল'ব জিনি !
সাঙ্গ আজিকে সংসার-খেলা, এস বরাননি ধনি,
হেরিব কৃষ্ণ, জীবন-কৃষ্ণ, রাধার হৃদয়-মণি।

কেলি-কদম্ব-কুঞ্জ-ছায়ায় ধায় কালিন্দী বাঁকা,
কৃষ্ণ-চূড়ার পুষ্প-মালিকা নবীনাম্বুদে ঢাকা,—

কোথা মুকুন্দ, দোল-গোবিন্দ ভুবন-বন্দনীয় ?
এস অনিন্দ্য, নয়নানন্দ, হে পরম রমণীয় ।

নব নীলাব্জ নিন্দি' মাধুরী, করুণাসিন্ধু নাথ,—
হৃদি-মৃদঙ্গে জলধি-মন্দ্রে মঙ্গল করাঘাত !
মধুর অধরে, মধুর বদনে, মধুর নয়নে হাসি'
মধুর বেণুতে, মধুর রেণুতে পরসাদ মধুরাশি—

বলিতে বলিতে চলে' যায় কবি শ্রীবৃন্দাবন পানে,
প্রেম-উল্লাসে নাম বিলাইয়া অমৃতের সন্ধানে !

জয়দেব

অমৃতের ধ্রুব ধারা মিশে যেথা শেষ মোহানায়,
দাঁড়াইল ব্রহ্মচারী অনন্ত সে অকূল বেলায় ।
অন্তর-সমুদ্র-মন্থে মিশে গেল জলধি-মন্থন,—
ডাকিয়া এনেছে তারে কে অজানা আপনার জন !

বিরাট্ মন্দির-চূড়া, ছায়া যার পড়ে না ভূতলে,
ধ্যান-মগ্ন ব্রহ্মচারী লুটাইল সিংহদ্বার-তলে !
রুদ্ধ তার বহির্নেত্র, মৃত্যুমুক্ত অনন্ত-জীবন—
হেরিল বেদীর'পরে অন্তরঙ্গ পূর্ণ সনাতন,

নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপোত্তম,
নীলমাধবের কান্তি উজলিছে স্থাবর-জঙ্গম ।—
কিশোর সে দিন হ'তে রহিল সে দেব-পুরীমাঝে,,
ভুবন-পাবনী বীণা সদা তার সুধাকণ্ঠে বাজে ।

সে এক ঝরদা রাত্রি, ওঠে বাণী দেউল-প্রাঙ্গণে,
কে ওই কহিছে ধীরে, কণ্ঠ-স্বর কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে—
"থাক, বৎসে' পদ্মাবতি, খোলা হেথা মুক্তির দুয়ার,
হেথা তোর চিরপ্রিয় হরিপূজা কর্ মা আমার।"

কই সে পরশমণি? পদ্মাবতী হেরিল স্বপন,—
মরুদ্-ডম্বরু-মন্দ্রে উতরোল অম্বুধি-গর্জ্জন,
বিসর্পিত জলে স্থলে নিশীথের নয়ন-কজ্জল,
ক্ষিপ্ত নভে জলস্তম্ভ, সংজ্ঞাহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
সেই সান্দ্র সমুদ্রের অন্ধকার-ধূম্র সরোবরে,
ফুটে কার লীলাপদ্ম? ডাকে তারে যুগ-যুগান্তরে।

স্বপ্নভঙ্গে দেখে বালা—রজনীর বাসর ফুরায়,
নিবেছে নবেন্দু-লেখা, শুক্র তারা আঁখি তুলে' চায়।
নিঃস্পন্দ মন্দির ব্যোম, উথলিছে অরুণ-তুফান,
অদূরে পড়িল চক্ষে ব্রহ্মচারী—মূর্ত্ত যেন ধ্যান!
স্বপ্ন-ছবি সত্য হ'ল, ভালতটে মূর্চ্ছিত চন্দ্রিকা—
অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ, দেবনেত্রে ব্রহ্মতেজঃ-শিখা,
বিস্ময়ে শুনিল পদ্মা দৈববাণী ভরে' দেবালয়—
'ওই ব্রহ্মচারী সনে কর, বৎসে, মাল্য-বিনিময়।'

রজনী প্রভাত-কল্প, উদয়ের দেবতার পানে
চেয়ে আছে পদ্মাবতী—কুন্দকলি লুটায় পাষাণে!
ঘিরি' তারে প্রশ্ন করে জনতার নীরব রসনা,
অকস্মাৎ পুরীমাঝে ওঠে রাজ-তূরীর ঘোষণা।
নবীনা কুমারী মূর্ত্তি নিরখিয়া মন্দির-দুয়ারে,
বিস্মৃত অন্তরে রাজা সসম্ভ্রমে শুধাইল তারে,—

"কাহার দুলালী তুমি ?   হে নলিনি, কোন্ কূল হ'তে
নিশি-শেষে, বৃন্ত ছিঁড়ে, ভেসে এলে নীল সিন্ধু-স্রোতে ?"

কহে ধীরে পদ্মাবতী—অশ্রুমুখী, আনত- নয়ান,—
"জনক-জননী মোর যত দিন ছিল নিঃসন্তান
মানত করেন তাঁরা পরশিয়া আরাধ্য-চরণ,—
'পুত্র হোক্, কন্যা হোক্, দেবতারে করিব অর্পণ।'
তাই তাঁরা কালি রাতে রক্ষা করি' সুকঠিন পণ,
আমারে দিলেন আর্য্য, দেবপদে দেবতার ধন।
আচম্বিতে রাত্রিশেষে বসি' হেথা শুনি স্বপ্নবাণী,
দেবতা কহেন মোরে—'ধর বৎসে, ওই পুণ্য পানি।'

"কিছুই না বুঝি আমি—শঙ্খ ভরি' সঙ্কল্পের নীরে
অন্তরের ধূপ-গন্ধে ব'সে আছি ধ্যানের মন্দিরে।"
শুনিয়া পদ্মার কথা পরীরাজ ভাবে মনে মনে,
আজিও জানে না বালা লুকাইতে লাজের বসনে,
মানস-বসন্তোদয়ে বিকশিত প্রসূন-পসরা—
অচেনার বাহুপাশে অকুণ্ঠিতা দিতে চায় ধরা,—
তরঙ্গিয়া অঙ্গরাগে যৌবনের অনঙ্গ-অনল
রূপের রভস-কুঞ্জে ব্রহ্মচর্য্য করিবে নিষ্ফল !

কহে রাজা—"হে কুমারি, র'বে এই দেবপুরী মাঝে,
সেবাব্রতে মনঃপ্রাণ নিবেদিয়া দেবতার কাজে।"
রাজাদেশে পদ্মাবতী রহে সেথা, কিন্তু তার চিতে
ব্রহ্মচারি-মুখকান্তি জাগে নিত্য জাগ্রত সুপ্তিতে।
নিরজনে আঁখিজলে ভেসে যায় পূজা-আয়োজন—
কারে দেয় পদ্মাবতী অন্তরের তুলসী-চন্দন !

জপমন্ত্র ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দেয় সিন্ধুর খেলায়,
বারে বারে কূল পানে ফিরে আসে বেলা-বালুকায়
কি ভাবিছে পদ্মাবতী ? কার কোলে এমনি করিয়া
বিশ্ব-মানবের ঊর্ম্মি রাত্রিদিন পড়ে আছাড়িয়া ?
উদ্‌ভ্রান্ত চাহিয়া দেখে, ফুটে উঠে নিখিল-উৎপলে
প্রভাতী গায়ত্রী বিভা অর্দ্ধোদিত বালার্কমণ্ডলে !

খুলে গেছে 'স্বর্গদ্বারে' উষসীর স্বপন-তোরণ,
গায়িতেছে ব্রহ্মচারী, ছায়াপথে শিহরে মূর্চ্ছন,
স্বর্গঙ্গার গুরু গুরু জলদ-গম্ভীর জয়-গীতে
ওঠে তার প্রতিধ্বনি পুষ্পিত নন্দন-অটবীতে,
"প্রলয়-পয়োধি-জলে জয় জয় জগদীশ হরি,
মগ্নপ্রায় বেদত্রয় উদ্ধারিলে মীনরূপ ধরি'।
মহাকূর্ম্ম অবতারে সুবিপুল পৃষ্ঠে আপনার
লীলায় বহিলে প্রভু সসাগরা ধরণীর ভার—"
গাহিতে গাহিতে কবি অকস্মাৎ চাহিল পিছনে,
হেরিল কে ছায়াময়ী লুটাইছে তাহার চরণে,
চোখে তার কি আকুল অন্তরের নীরব প্রণতি,—
অদূরে দাঁড়ায়ে আছে চিন্তা-মৌনী পুরীর নৃপতি।

ডাকে রাজা—"হে কিশোর"—ধ্যান-ভঙ্গ! খুলিল নয়ন,
নীরবিল কবি-কণ্ঠ—রোষে সিন্ধু করিল গর্জ্জন,—
"এই যে ললিতা লতা, তব কল্প-স্বপন-মানসী
হে কবি, দিয়াছে দেখা শরীরিণী তরুণী রূপসী,
জানি আমি কূলে শীলে অনিন্দ্যা এ বিপ্রের কুমারী
আলয়-কমলা-রূপে ধর্ম্মপত্নী হোক্ সে তোমারি।"

চমকি' উঠিল কবি, অধরের স্মিত হাস্য-রেখা
উজলিয়া বর কান্তি ফুটে যেন নব জ্যোৎস্নালেখা,—
"চাহিনি মুহূর্ত্ততরে এ জীবনে নারী-মুখ-পানে"
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"যে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে
এসেছি শ্রীক্ষেত্রদ্বারে চূর্ণ করি' ভোগের অর্গল,
সেই আলোকের লাগি' মুক্ত মোর চিত্ত-শতদল,
যে মধুর যোগানন্দে অহর্নিশ আছি নিমগন,
ধ্যানের রসনা মম করে নিত্য যে রস-গ্রহণ,
তুমি কি বুঝিবে রাজা!—ফিরিতেছ নিষাদের সাজে
বিষয়ের বন-পথে!

কহে রাজা—"এ বিশ্বের মাঝে
যোগ শিখিয়াছ শুধু—বুঝ' নাই নারীর মহিমা,
নারী দেবী, নারী শক্তি, নিখিলের মোহিনী প্রতিমা,—
এ নহে নির্ব্বেদ তব, বাসনার বিচিত্র বিকার,
সন্ন্যাসীর ছদ্ম-বেশে রুধিতেছ মোক্ষের দুয়ার।"

শুনিতে শুনিতে বাণী অকস্মাৎ অশ্রুবাষ্প-মেঘে
ব্রহ্মচারি-মুখশ্রীতে রুদ্র ক্রোধ-বজ্র ওঠে জেগে,—
"রাজা তুমি জানি তাহা, কহ কিন্তু কোন্ অধিকারে
আজন্ম তপস্যা মম, ব্রহ্মচর্য্য চাহ ভাঙিবারে?
রাজা তুমি, কিন্তু জেনো—নহি তব আদেশের দাস,
বর্জ্জিলাম আজি হ'তে তব সখ্য, তব সহবাস।"

"কি বলিছ হে কপট?"—ক্ষিপ্ত কণ্ঠ গর্জ্জিল রাজার—
"পদ্মাবতী-পাণি, কিংবা তব ভাগ্যে অন্ধ কারাগার!"
"বসিয়াছ স্বর্ণাসনে রক্তস্রোতে সিক্ত করি' মহী",
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"কে আমি—তোমার প্রজা নহি,

কারে দাও কারাদণ্ড ? দেহ-পিণ্ড বন্দী করিবার
জানি জানি হে দাম্ভিক, আছে তব তুচ্ছ অধিকার !
"পরিণয় ?—জেনো রাজা—এ জীবনে করি যদি আমি
করিব আদেশে তাঁরি—যিনি বন্ধু, যিনি অন্তর্যামী,
প্রবাহিত যাঁহা হ'তে দেশ-কাল-পুরুষ-প্রকৃতি,
যিনি ধর্ম্ম, যিনি ঋষি, যিনি সৌখ্য, অভিসার-প্রীতি।"
কহে নৃপ—"বন্দী তুমি, ভক্তি যদি থাকে অকপট,
ডাক' সেই ভক্তাধীনে, এড়াইবে সংশয়-সঙ্কট।"

কারা-কক্ষ রুদ্ধদ্বার—অন্ধকার অকূল রজনী—
বন্দী হেথা ব্রহ্মচারী—অসম্বৃত বসনে অবনী
মেরুর তিমিরে তার নিশীথের রবিরশ্মি ধরি'
ছুটিছে তারার পথে আপনারে নিরুদ্দেশ করি' ;
ডাকিতেছে ব্রহ্মচারী—"কোথা প্রভু বিপদ-ভঞ্জন,
দেখা দাও, কথা কও, কতদিন করিব ক্রন্দন।
হে আদি-অনাদি-নাথ, পালিব গো তোমারি আদেশ,
কত দিনে হ'বে প্রভু, এই অগ্নি-পরীক্ষার শেষ !
দেখা দাও হে ঠাকুর, শুভাশুভ বুঝিতে না চাহি—
তোমা হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে, এই দ্বন্দ্ব-স্রোতে অবগাহি'
কাঁদিব না বারে বারে।

—কেন পশে পূজা-গৃহে মোর
পদ্মাবতী ? কেন আসে ? চেয়ে থাকে ব্যাকুল বিভোর ?
আচম্বিতে কার ছায়া গাঢ়তর করিল আঁধার,
কারার গবাক্ষ-পথে অশ্রু-মুখী মূর্ত্তি করুণার,
করযোড়ে কহে ছায়া—"লহ, প্রভু, দাসীর প্রণতি,
মোর পাপে তব প্রতি অত্যাচার করিল ভূপতি ;

বিনা দোষে মোর লাগি' সহিতেছ যন্ত্রণা ভীষণ,
ঝাঁপ দিব সিন্ধুজলে, রাখিব না এ ছার জীবন।
প্রভাতে শুনিবে রাজা অভাগীর মরণ-বারতা,
তোমার ধ্যানের বেদী বেড়িবে না কণ্টকের লতা!
আসে মৃত্যু মহোৎসবে—সেবিকায় দাও পদধূলি,
সুদূর মিলনানন্দে সর্ব্বপ্রাণ উঠিছে আকুলি'।"

"আবার এসেছ পদ্মা? ফিরে যাও"—কহে ব্রহ্মচারী—
"এ পাপ-সঙ্কল্প হ'তে ফিরে যাও, উম্মাদিনি নারি!
কহিছ মুক্তির কথা? মুক্তি কোথা? কারাক্লেশ হ'তে
পার' বটে মুক্তি দিতে—কিন্তু যেই মহাদুঃখ-স্রোতে
বিকাশি' পরার্দ্ধদল ভাসে এই মৃত্যুজিতা মহী,
প্রাক্তন কর্ম্মের বশে কোটি কোটি পুনর্জ্জন্ম সহি'
কভু ধরি' তরু-রূপ, কভু পশু, কভু হ'য়ে নর,
ফুটিছে বুদ্বুদ সম আশাবর্ন্ধ-বেদনা-কাতর—
অন্তহীন আর্ত্তনাদে লুটাইছে অদৃষ্ট-বেলায়,
সে গভীর দুঃখ থেকে কোন্ পথে মুক্তির উপায়?

অক্ষয় আনন্দ-মুক্তি বাঞ্ছা যদি কর হে কুমারি,
ডাক' সে অনন্ত-রূপে, শঙ্খ-চক্র গদাপদ্মধারী,
মুক্তির বিধাতা যিনি, বিশ্ব যাঁর ভক্তের প্রয়াগ,
উর্দ্ধশিখ যাঁর পানে চতুর্দ্দশ ভুবনের যাগ।"

ফিরে যায় ছায়াময়ী, অন্তরের অন্তরে তাহার
মহাপদ্ম সহস্রারে ওঠে ছন্দ রাগিণী-ঝঙ্কার।
হেরে অন্ধকার নাই, দুঃখ নাই, মৃত্যুশোক নাই,
নাহি নৃপ, নাহি ভিক্ষু, নাহি মিত্র, রিপুর বালাই।

রুধিয়া গবাক্ষ-দ্বার—ব্রহ্মচারী নাম-সঙ্কীর্ত্তনে
ধ্বনিল নিদ্রিত পুরী ; নেহারিল মানস-নয়নে
নবীন বাসর-কুঞ্জে হাসিছেন প্রেমের ঠাকুর,
মধুর মন্দিরা বাজে, রুণু ঝুণু মণির নূপুর,
বিহরে বাঁশীর ধ্বনি কদম্বের কেশরে কেশরে,
নাচিছে চম্পক-মালা যমুনার উজান লহরে,
মদন-মোহন-রূপ মিলেছেন কিশোরীর রূপে,
ঢেকে গেছে রাকা শশী অনুরাগ-আবিরের স্তূপে।

নদীগিরি-ছায়াপথে মিলনের পৌর্ণমাসী ভায় ;
বাজিছে উতল বাঁশী, ব্রহ্মচারী আঁখি তুলে চায়।—
সুর সে মূরতি ধরে, ফুটে ওঠে করতলে তার
নন্দন-করবী-রাগ, ঝরে কণ্ঠে অশ্রুমোতি-হার ;
ভুবনমোহিনী তন্দ্রা, ইন্দ্রজাল-মঞ্জু-জাগরণ,—
একি স্বপ্ন ! একি সত্য ! ফুকারিছে মুরলী-নিস্বন—
'ধর গো অঞ্জলি তার, সে তোমার দ্বিতীয়-জীবন,
বরনারী পদ্মাবতী ধরাতলে অমরা-স্বপন।

সে করপল্লব-তলে পাবে মোর মধুর পরশ,
নির্ম্মল অধরপুটে পিবে মম পরসাদ-রস।'
তন্ময় হইয়া কবি শোনে সেই বাঁশরী-আদেশ,
কহিল প্রসারি' বাহু—"এতদিনে এলে কি প্রাণেশ,
তুচ্ছ গণি' খেলাধূলা, বাঁশীরবে হইয়া আকুল,
পাশরিয়া হাসিভরা কেন্দুবিল্ব, অজয়ের কূল,
পশিনু গহন বনে, বসিলাম সাগর-সৈকতে,
তৃষিত কাতর প্রাণে নিশিদিন ঘুরি পথে পথে !"
খুলিয়া কারার দ্বার পশে রাজা, ম্লান রাজ-বেশ,—
"ধন্য আমি, শুনিলাম শ্রীহরির বাঁশীর আদেশ,

শিরস্ত্রাণ রাখে রাজা, সিদ্ধতপা ভক্তের চরণে।—
কহে যুক্ত করপুটে, ক্ষমা কর এই মূঢ় জনে,
"কি আর কহিব তোমা, মহাদানে করিয়াছ ধনী—
দাও মহামন্ত্র-দীক্ষা, খুলে দাও মোহের বন্ধনী।"

বাঁশী শুনে আসে পদ্মা, আলুথালু উড়িছে কুন্তল,
"এনেছি পূজার অর্ঘ্য, দাও প্রভু চরণ-যুগল,
মানবের ছদ্মবেশে দেখা দিলে জীবনবল্লভ,
ছাড়িব না প্রাণবঁধু, হে মোহন আনন্দ-মাধব।"
বসুন্ধরা-চতুর্দ্দোলে মহাসিন্ধু শঙ্খধ্বনি করে
জগন্নাথ-পুরদ্বারে পরিণীত নব বধূ-বরে।

জীবন-ভিক্ষা

(বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা গোতমী)

দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো, দুলালে আগলি' বক্ষে,
বিয়োগ-উৎস উষ্ণ সরিতে দর-বিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন,— চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন!
অভাগী বিহগী দারুণ আহত মরণ-শ্যেনের পক্ষে।

স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লাগিছে তিক্ত?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ মধুরসে পরিষিক্ত।
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ, শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ,—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু সুধার বিন্দু-রিক্ত?

অমরা-মাধুরী আধ আধ বুলি কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন,
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্ন ?
জানি, প্রভু, তব পাণির পরশে, ননীর পুতুলি জাগিবে হরষে !
কোন্ পাষাণের বিষমাখা বাণে এ নয়ন-মণি ভিন্ন ?

কানন হয়েছে আমার ভুবন সুখশশী রাহুগ্রস্ত,
ধাই দিশেহারা—রোদনের রোলে ধ্বনিয়া উদয়-অস্ত।
যে দিকে তাকাই, বাছা মোর নাই ! প্রাণ দিলে যদি প্রাণ ফিরে পাই—
উড়িয়া উড়িয়া শ্মশানের ছাই ভরিল বিকল হস্ত।

অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ, দুরগম পথ ক্ষুর-ধার-সম সূক্ষ্ম।
দিলে তপোবল, মহানির্ব্বাণ, কুমারে আমার কর প্রাণদান—"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে আলুথালু-কেশ রুক্ষ !

চাহেন শুদ্ধ, সৌম্য, শান্ত গৌতম ধ্যান-ভঙ্গে,
অখিল-পাবন করুণা-জ্যোৎস্না বরষি' বালক-অঙ্গে,—
নিমেষের তরে মেলিবে কি চোখ ? উথলি' অরুণ পুলক-আলোক,
নিবাবে আগুন কিসা-গোতমীর শিশুহারা উৎসঙ্গে ?

কহেন বুদ্ধ, "কুমার তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন ;
থাকে যদি কোথা অশোক-আলয়, ভিখ্ মাগি' আন সর্ষপ-চয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা ;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে,—"শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হর' জগতের বিরহ-আঁধার দাও গো অমৃত-দীক্ষা।"

বাদ্‌শাজাদী

(জেব্‌-উন্নিসা)

কম্‌লাফুলি ঘোম্‌টা খুলি' এলিয়ে দিয়ে চুল,
এক্‌লা ঘরে বাদ্‌শাজাদী ছিঁড়্‌তেছিল 'গুল'।
আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা ঝর্কা পানে চায়,
সুর্‌কি-রাঙা রাস্তা থেকে দেখ্‌লে যুবা তায়।
কি সুন্দরী সেই তরুণী ইরাণ-নারী-কবি!
অরুণ-রথে আবীর-খেলা কর্‌লে সুরু রবি।

"ভুলিয়েছে মন রঙীন্‌ স্বপন্‌"—গাইল রূপোন্মাদ,
"কে পেতেছে সূর্ম্মা-পিছল চোখের চোরা ফাঁদ?
ভোরের রাঙা রঙের রসে ঠোঁট-দুখানি লাল,—
দুল্‌ছে আলোর ঝুম্‌কো লতা, উড়্‌ছে অলক-জাল।
মেহ্‌দি-রাঙা পা-দু'খানির আধেক দেখা যায়,
লুকিয়ে আছে আঙুলগুলি জরির পাদুকায়।
এস আমার ফুল-বাসরে ফাল্গুনেরি রাণি,
রূপের নতুন নওরোজাতে বাড়িয়ে দেবে পাণি।"

সে গান গিয়ে ঢেউ তুলিল বাদ্‌শাজাদীর বুকে,
রঙ্গঢালা হাসির আলা ফুট্‌ল চোখে মুখে।
ভাব্‌লে বালা খেল্‌বে খেলা, মনের-ছিনি-মিনি,
ছড়ায় পথে গুল্‌পশরা বাদ্‌শাহ-নন্দিনী।

প্রাণের গোপন কার্ব্বা থেকে ঝর্‌ল সুবাস-ধার,
পিছন থেকে খেলার পরী চোখ টিপিল তার।

গাইল বালা,—'চায় কে মালা ? স্পর্দ্ধা এত কার !"
থাম্‌ল বনে বনের পাখী গাইল না সে আর ।

বছর পরে আবাব দেখা, সে এক সন্ধ্যাবেলা,
রাবির জলে বাদ্‌শাজাদী কর্‌তেছিল খেলা ।
নবীন এলা-বল্লী জিনি' নন্দিত-যৌবনা,
মন্মথ-মন-উন্মাদিনী, নেত্রে অনল কণা ।
আবার হলো চোখাচোখি,—নিখুঁৎ পদ্মফুল
পাপ্‌ড়ি মেলে রাবির জলে সৌরভে আকুল ।
সাক্ষী রহে আশ্‌মানেতে ঈদের চাঁদের ফালি,
সন্ধ্যাতারার চোখের পাতে দেয় রূপালি ঢালি, ।

মুগ্ধ যুবা দেখ্‌ছে তখন—দুল্‌ছে স্বপন দোলা,
নাচ-মহলের কাচ-দবজা, সাম্‌নে গো তার খোলা ।
মেজের পরে শাদা-কালো মার্‌বেলেতে গাঁথা
অপরূপ এক পাশা-খেলার 'ছক' রয়েছে পাতা ।
বাদ্‌শা খেলেন রূপের পাশা, বেগম-ঘুঁটি চেলে',
চম্‌কে ওঠেন ঠুংরী-ঠেকায়, তালটি কেটে গেলে,
হুকুম ছিল উড়িয়ে ওড়ন্‌ চরণ ফেলে ফেলে,
মিলিয়ে গলা বেয়ালা-সুবে, খোস্‌বো যাবে ঢেলে ।

নুপূর-ভরা নৃত্যলীলা, অপাঙ্গে ফুল-বাণ,
সুন্দরীরা 'আড়ি'র দানে মাৎ করে গো প্রাণ,
জোড়ায় জোড়ায় ঘাঘ্‌রা ঘোরায় পাঁচশো কিশোরীতে—
গিট্‌কিরীতে টিট্‌কারী সুর ছুট্‌ল বাঁশরীতে ।

তর্‌ করেছে আগ্‌রা-পুরী রসের তরঙ্গী,
স্ফূর্ত্তি-জোয়ার উজিয়ে চলে হাজার ভ্রূভঙ্গী ।

স্মুর্তি রসে ঘুর লেগেছে, পড়্ছে টলে শির,
গল্‌ছে তরল গুল্‌-ফোয়ারা পাঁচশো রূপসীর।
ভাব্‌ছে ওকিল সাজিয়ে আসর, খেল্‌তে হবে পাশা,
বাদ্‌শাজাদী বস্‌বে পাশে, পূরবে নাক' আশা ?
জ্বল্‌বে আলো বেল্‌ঝাড়েতে, গল্‌বে হাজার বাতি,
কাট্‌বে জীবন বিলাস-লীলায় রাতির পরে রাতি।

সে সব কথা বিঁধ্‌ল গিয়ে আরংজীবের কাণে,
উঠ্‌ল ফুলে' ললাট-শিরা দারুণ অপমানে,
শৌর্য্য-তেজে ভারত জুড়ে' পাঞ্জা আঁকা যাঁর,
লড়্‌কীরে তাঁর কর্‌বে দাবি স্পর্দ্ধা এত কার ?
কর্‌বে 'সাদি', পর্‌বে গলায় বাদ্‌শাজাদীর হার,
খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল খাপে তুর্কী তরবার।

'ধিক্ক ধবল, হক্ক শবল' ছুট্‌ল বাজীর দল,
বাদ্‌শা চলেন দেখ্‌তে বেটী, দিল্লী টলমল্‌।
শ্বেত-পাথরে তৈরী মহল 'রাবি'র কিনারায়
সোনায় মোড়া হাওদা তাঁহার লাহোর-পথে ধায়।

বাদ্‌শা সেথায় পৌঁছে গেলেন, ফটক-নহবতে।
ফেনিয়ে ঝরে সুর-ঝরণা মূলতানেরি গতে।
ঈষৎ 'দুনে' শানাই শুনে,' টল্‌ল 'রাবি'র জল,—
বাদ্‌শাজাদীর চোখ দুটি আজ অশ্রুতে ছল্‌ছল্‌ !

মোগল-আদব-কায়দা-মাফিক কুর্ণিশে কুর্ণিশে
জেব্‌-উন্নিসা বাপ্‌কে তাহার এগিয়ে নিল এসে।
বাদ্‌শা পশেন শীস্‌মহলে, কুঞ্চিত তাঁর ভুরু,
বাঁদীর দলে চামর ঢুলায়, হৃদয় দুরু দুরু।

পায় না সাহস জেব্‌উন্নিসা আস্‌তে বাপের কাছে,
কেমন যেন মেজাজ আজি, করেন গোসা পাছে।

আল্‌বোলাতে পুড়্‌ছে ছিলিম বাদ্‌শাহী কক্ষেতে,
স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ-ধূমে কক্ষ ওঠে মেতে।
তপ্ত তাওয়ায় তাম্রকূট হায় পুড়্‌ছে মনের দুখে,
বাদ্‌শা আজি সুখ-টানে চুম্‌ দেন না নলের মুখে।
সাম্‌নে জলের যন্ত্র খোলা, তুষার গলা ধার
ঝর্‌ঝরিছে, ছাপিয়ে গেছে স্ফটিক জলাধার।
'খর্‌রা' ভাসে গন্ধ তেলে, একটি ফোঁটাও তার
কর্‌তে পরশ নেইক খেয়াল আজ্‌কে শাহান্‌শার।

চিত্ত তাঁরি জিজ্ঞাসারি চিহ্নেতে ভরপুর,
রুদ্র-তালে দীপক-রাগে লুপ্ত কোমল সুর!
ভাঙ্‌ল চমক—দিচ্ছে আজান মস্‌জিদ-আঙিনায়,
বাদ্‌শা চলেন পড়্‌তে নামাজ ওক্‌ত বয়ে' যায়।
মজ্‌লো ওরে গজল-সুরে আরংজীবের দিল,
পড়্‌ল চোখে জোড়ের মুখে কোন্‌খানে গরমিল।
পাগ্‌ড়ীতে তাঁর মুক্তাহীরার জেল্লা হ'ল ছাই,—
সুখ কিছুতেই নাই রে ওরে, সুখ কিছুতেই নাই।
পড়্‌ল এসে শুক্ল কেশে দিন-ফুরানোর আলো,
বাদ্‌শাগিরির দিক্‌দারি আর, লাগ্‌ছে নাকো ভালো।

ছিটিয়ে ফেলেন থুথুর মত রংমহলের সুখ,
খেদিয়ে দিলেন তয়ফাওলীর সরাব-রঙা মুখ,
খেতাব-খাতির ভেল্কিখেলা, দুনিয়া ফক্কীকার—
এক নিমেষে কোন্‌ খেয়ালীর ধাক্কাতে চুরমার!—

সাঁচ্চা যখন মিল্‌বে তখন চল্‌বে কি আর মেকি ?
দেশ-বিদেশের ধর্ম্মফলের রস-মধুটি একই।
নামাজ শেষে বাদশা বসেন ফুলের গালিচায়,
বসিয়ে কাছে আর্দ্র স্বরে কহেন দুহিতায়,—
"জেব্-উন্নিসা, আল্লা তোমায় করুন মেহের্‌বানি,
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শাই সেই 'মৌলা' তোমার পাণি,
যুক্ত করুন সেই হাতে, যার মুক্ত তরবার
কাফের-শোণিত সিক্ত মুলুক কর্‌বে অধিকার।"

বাঁদীর মুখে বাপের কথার জবাব দিল বালা,—
"চায় সে হতে স্বয়ংবরা ; তাবেই দেবে মালা
তস্‌বীরে যার মূর্ত্তি দেখে' ধরবে নেশা চোখে ;"—
মনটি যে তার টল্‌ছে তখন প্রেম-শিরাজির ঝোঁকে।

বাদ্‌শার হুকুম বাদ্‌শাজাদীর হয় নি মনোমত,
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটায় কল্‌জে-ঢাকা ক্ষত,
দরদ-ব্যথায় জেব-উন্নিসার টুট্‌ল চোখে নিদ্—
হার মানিলেন পিতাই শেষে, রইল মেয়ের জিদ্।
হাজার যুবা দূতের হাতে পাঠিয়ে দিল ছবি :
প্রেম-ডুরিতে বাঁধ্‌বে কারে এই তরুণী কবি !
দ্বিতীয় বার পছন্দ তার হোলো ওকিল খাঁয়,
কিন্তু মিলন ? আশ্‌মানে ফুল ফুট্‌বে যখন হায়।
সাধ্য গো কার এড়িয়ে যাবে অদৃশ্য সেই হাত ?
ইঙ্গিতে যার নিব্‌ল বাতি, উৎসবেরি রাত !
কর্‌লে আঁধার বেল্‌সাজারের ভোজ না হ'তেই শেষ,
থামল হঠাৎ ঝঙ্কৃত বীণ, সঙ্গীতেরি রেশ।

অঙ্গুলি তার রুদ্র লেখা লিখ্‌ল দেওয়াল-গায়,
পেন্সিলে নীল কৃষ্ণ ছটায় উল্কা ছুটে যায়।
সে হাত এসে হইল বাদী বাদ্‌শাজাদীর সাধে,
রহস্যময় নিষেধ-বিধি লিখ্‌ল নতুন ছাঁদে।

বাদ্‌শা গিয়ে ওকিল খাঁরে পত্র দিলেন লিখে,—
"চাই সঁপিতে তোমার হাতে স্নেহের দুলালীকে।
দিল্‌-পছন্দ হয়েছে তার তোমারি তস্‌বীর,
দিল্লী এস, রোজার শেষে দিন করেছি স্থির।"

ওকিল খাঁ এক বন্ধুকে তাঁর দেখান চিঠিখানি,—
(হায় তিনিও ধ্যান করেছেন বাঞ্ছিত সেই পাণি।)
ঈর্ষা চেপে কহেন, "সখা, কর্‌ছি আমি মানা,
নয় সে উচিত তোমাব আমার বাদ্‌শাজাদী আনা।
ঝাপ দিওনা আগুন-খেলায়, বল্‌ছি তোমায় সোজা,
এই লেফাফা ফন্দীভরা—যায় না ভাল বোঝা ;
দিল্লী যেতে সাধেন কেন বাদ্‌শা আবংজীব ?
পাগ্‌লী মেয়ের খাম্‌খেয়ালি কর্‌লে কি উদ্‌গ্রীব ?
বুঝ্‌তে নারি এই হেঁয়ালি মুণ্ড ঘুরে যায়,
ভাব্‌না আমার, একটা বিষম কাণ্ড ঘটে হায়,
শেষটা কি গো শিব্‌জী সম বন্দী রবে তাঁরি ?
শোধ নেবেন এই অপমানের, কাজ কি এ ঝক্‌মারি !

শঙ্কা দ্বিধায় শিউরে ওঠে ওকিল খাঁয়ের মন,
লুকিয়ে বুকে বুকের দাগা করেন পলায়ন।
যাবার বেলায় জেব্‌-উন্নিসায় পত্র পাঠান হায়—
"ধর্‌ণা দিয়ে পড়্‌ব প্রিয়ে, পীরের সে দরগায় !

চোখের জলে ঝুর্‌ছে হের, দর্‌বেশেরি বেশ,—
এই মুসাফির প্রেমের ফকির ছাড়্‌লে গো আজ দেশ,
লাগ্‌ত যে দেশ বেহেস্‌ত্‌ সমান তাকিয়ে তোমার পানে—
কি খুব্‌-সুরৎ তুহার মুরৎ—হুরীরা হার মানে।
দিল্‌ মস্‌গুল্‌ কর্‌লে তোমার 'গুলেস্তাঁরি গুল,
উড়ল বঁধু তোমার পেয়ার, দিওয়ানা বুল্‌বুল্‌!"

পত্র পড়ে' জেব্‌-উন্নিসা তুনিয়া দেখেন খালি,
জ্বল্‌ছে হরফ বুক-চেরা তার রক্ত-জমাট কালি।
নিতি-নতুন টনটনানি প্রাণ-বঁধুয়ার ধ্যানে,
বেদ্‌না চেপে ওঠেন ক্ষেপে—লুটান্‌ রাজোত্থানে।
খর্‌গোসেরা পায় না সোহাগ, যায় না কো তার কাছে,
তেমন উতল রং ঢেলে আর ফুল ধরে না গাছে;
আল্‌বালে আর জল পিয়ে না ময়না টিয়ে সারী
ডুক্‌রে ওঠে স্তব্ধ রাতে কাঁদন শুনে তারি।

ফল্‌ল না রে রাঙা স্বপন ভাগ্যে ওকিল খাঁর!
কম্‌নে যাবেন ইরাণ মরুর মরীচিকার পার?
উট চলে ওই ঘণ্টা বাজে, আব্‌ছা কাঁপে দূরে,
মাথায় পড়ে দীপ্ত তারা, এক্‌লা যুবা ঘুরে।
তু-কুঁজ্‌ওলা উট চড়ে' যায় হাব্‌সী যুবতীরা,
কাঁচল পরে' নুর-দরিয়ার ঝক্‌মকিছে হীরা।
তৃপ্তি হাসে রূপ ধরে' ওই মায়াপুরীর পথে,
চুষ্‌ছে সুধা মরুর শিশু মার পয়োধর হ'তে।
চারদিকে প্রেম;—ফকির ওকিল পায় না নাগাল শুধু!
পথ-হারা তার দিল-সাহারায় জ্বলছে আগুন ধূ ধূ!

তৃষ্ণা-মেটার ঝর্ণাটি তার দিল্লীতে ঝর্-ঝর,
আস্‌ছে খবর বিনা তারেই, যন্ত্র থাকে ধর্।
পড়্‌ল মনে 'রাবি'র জলে ভাসিয়ে আদুল গা,
ইদের সাঁজে বাদ্‌শাজাদী ছুঁড়্‌তেছিল পা ;
বিদায়-বেলা দুষ্টু রাবি চুমার ঢেউ-এ ভরে'
ছাড়্‌ল বালার আপেল-গালের রঙটি ফিকে করে'।
দিল্লী ফিরে চল্‌ল ওকিল্ চোখের দেখার লাগি'—
আজ সে তারে ডাক দিয়েছে হিয়াব দরদ্‌ভাগী।

ফাল্গুনেরি ফুল-দানীতে রং জমেছে দলে,
মিল্‌ল দোঁহে পারুল-বাগে জলপায়েরি তলে।
চাঁদ্‌নী রাতে হাতে হাতে পরশ-রসে ভোর,
লুকিয়ে মনের কোণে-কোণে খেল্‌ছে মনোচোর।

রূপ সে খেলায় 'কাণামাছি', প্রেম হোলো রে 'বুড়ি'
প্রাণ-বঁধুয়া স্পর্শি' তারে, বস্‌লো রে বুক জুড়ি'।
চুম্‌কুড়ি দেয় ফুল-কুঁড়িরা, মান্‌বে কে আজ মানা ?
নিঙ্‌ড়ে দে তোর আনার-মধু, যা খুসি তাই গা' না !
পিক্ পাপিয়া দিক্ ছাপিয়া দেয় রে উলুধ্বনি,
ভর্ পেয়ালা প্রাণের সাকী দুলিয়ে বেণীর ফণী।
বৌ-কথা-কও সামনে এসে করছে পরিহাস—
"হায় তরুণি, এই বেলা তোর মিটিয়ে নে রে আশ।
যার লাগি' তোর বাদ্‌শা পিতা 'হুলিয়া' দিয়েছে,
দুলিয়ে দে হার কণ্ঠে লো তার সেই আজ এয়েছে।"

আচম্বিতে ফুল-বীথিতে সারং বেস্থর বলে,
আরংজীবের কালো ছায়া কাঁপ্‌ল বেদীর তলে।
ত্বর্ সহেনা লুকায় কোথা ? আজ্‌কে ধরা পলে'
শাহী হুকুম কর্‌বে তামিল ডাল-কুত্তার দলে।
কয় সে বঁধুর কাণে কাণে—"সময় যে আর নাই,
লুকিয়ে থাক, বাদশা আসেন—পায়ের আওয়াজ পাই।
লুকিয়ে থাক ডেক্‌চিতে ওই,—থেকো নীরব হয়ে'—
মান রেখো গো বাদ্‌শাজাদীর, যায় গো সময় বয়ে'।
হয় তো মোদের শেষ চুমু এই, মিট্‌ল না রে তৃষা,"
ফিরিয়ে নিল ব্যগ্র অধর ত্রস্ত জেব্-উন্নিসা।
"কি আছে ওই ডেক্‌চি মাঝে ?"—আরংজীবের স্বর,
বজ্রভরা-মন্দ্র-মেঘে কাঁপ্‌ছে থরথর।
কইল বালা,—"আছে ঢালা টাট্‌কা গোলাপ জল।"
শির-দাঁড়া তার গুঁড়িয়ে গেল, ফাট্‌ল পাঁজরতল।
বাদ্‌শা কহে,—"চুইয়ে নেব, আতর হবে বেশ।"
বহ্নিতাপে ফুট্‌ল বারি বাদ্‌শাহী আদেশ।
সেই আগুনেই ঝল্‌সে গেছে ফুল্ল পারুল-বাগ ;
মর্ম্মরেরি শুভ্র পরীর দগ্ধ বুকের দাগ!
দীর্ণ করে' ফুঁপিয়ে ওঠে গুমরে-কাঁদন কা'র!
অশ্রু ঢেলে' কর্‌লে লোনা রাবির বারি-ধার!

চির-কুমার

আজ্‌কে যেন হচ্ছে মনে—কত হাজার বছর পরে
সেই সে-কালের মতন মধু ঝুর্‌ছে তোমার কণ্ঠস্বরে!—
বুলিয়ে আঙুল আঙ্গিনাতে দিচ্ছিলে শ্বেত আল্‌পনা
দেখেছিলাম—ভুল্‌ব না সেই কল্পনারি ফুল-বোনা!

ছিনিয়ে নিতে মনটি আমার বিনিয়েছিলে বিউনিটি ;—
ক্ষেপিয়ে দিলে আধেক-চেনা স্বপ্ন-চপল চাউনিটি।
মিষ্টি তোমার দুষ্টু‌মিটি নিত্যি-নতুন কোত্থেকে ?
ঝগ্‌ড়া হলেও লুকিয়ে তোমার সঙ্গ নিতাম দূর থেকে।

ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসে মিল্‌তাম আমি তোমার সাথ,
আলোর পথে বাড়িয়ে দিতে শিউলি-রাঙা ছোট্ট হাত।
খুঁজতে যেতাম পাখীর বাসা, বাজ্‌ত কাঁটায় অঙ্গুলি—
ছিট্‌ফিটে রঙ্‌ তিনটি ডিমে তা দিত সেই বুল্‌বুলি।
পাতায় পাতায় সেলাই করে' বাঁধত বাসা টুন্‌-টুনি ;
ফুলের মৌ-এ মাতাল হয়ে বইত হাওয়া ফাল্গুনী।
বেলা-শেষের মেঘের ছায়া কাঁপ্‌ত যখন পাহাড় গায়,
খানিক-আলো খানিক-কালো রঙ-ভাঙা এক আব্‌ছায়ায় !

অদূর মাঠে বৃষ্টি-ঝরার শব্দ হঠাৎ কাছিয়ে আসে,
মোটা মোটা জলের ফোঁটা পড়্‌ল এসে শুক্‌নো ঘাসে।
দুই জনারি মনটি খুসি-পশ্চিমে নীল মেঘের গায়,
চোখ্‌-ঝলসা আলোর ঝিলিক্‌ চম্‌কে উঠেই মিলিয়ে যায়।
রামের ধনু উঠলে দূরে ঝরা-মেঘের কোল ঘেঁসে,
কর্‌তে প্রণাম দু'হাত তুলে কোন দেবতার উদ্দেশে ?
দুজন মোরা দুইটি ধনু দেখ্‌তে পেতাম দু'জায়গায়,
অথচ ঠিক একটি বলেই ভুল করিতাম স্বপ্ন-প্রায়।

কই সে আলো ? নতুন রঙে আজ্‌কে মোদের চোখ্‌ ভরা।
এই আমি আর নই সে আমি তফাৎটুকু যায় ধরা।
বকের সারি উড়্‌লে মেঘে ডাক্‌তে দিয়ে হাত-ছানি
"ফুল দিয়ে যা আমার নখে, উল্টে যা তোর ফুলদানি।"

দেখ্‌তে আমার লাঠি-খেলা অবাক্ হ'য়ে ছবির প্রায়,
ইট্ ছুঁড়িলেও লাগ্‌ত না গায়, ঠিকরে যেত লাঠির গায়।
লোহার মত বুকের পাটা, জোর ছিল এই কব্জিতে,
পাঞ্জা-লড়াই, বাচের বাজী আস্‌তাম আমি সব জিতে।

কিন্তু যে দিন বেরিয়ে যেতাম না দেখে ওই চোখ দু'টি,
সে দিন আমার হারের পালা, শিথিল হ'ত এই মুঠি।
এক্‌লাটি সেই ছিলাম বসে' চূ'-কপাটি খেলার শেষে,
পাতাকাটা চুল্‌টি বেঁধে দাঁড়ালে মোর সাম্‌নে এসে।
হাততালি দে' পায়রাগুলো উড়িয়ে দিলে মেঘের ভালে,
সন্ধ্যা তখন রঙ্ খেলিছে ; বাঁধ্‌লে মোরে অলক-জালে।
অঙ্গে তোমার নতুন জোয়ার আগ্‌লে রাখে আঁচল-বাস ;
অসঙ্কোচে বস্‌লে পাশে, কইলে কথা, নাই তরাস।

মোদের সনে কইত কথা প্রতিধ্বনির সুর-বাহার,
ফুল-ভরা ওই বাব্‌লা-বনের আব্‌ডালে নীল নদীর পার।
শুন্‌তে তুমি বাস্‌তে ভালো রূপ-কথা সে মোর মুখে,
গাছ-চালানো ডাইনী-বুড়ি, চুলগুলি লাল টুক্‌টুকে !
বিড়্‌বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে' বাঁচিয়ে দিত পরীর শব,
শিউরে তোমার উঠ্‌ত হিয়া, অশ্রুফোটার কি উৎসব !
শুন্‌তে সে কোন অচিন্ ঘাটে নাম্‌ত এসে রাজার মেয়ে,
দুধের সমুদ্দুরের ফেনায় তালে তালে নৌকো বেয়ে।

সে এক ধূসর গোধূলিতে পাড়ার যত 'এয়ো' মিলে,
যাচ্ছিল গো জল সইতে—তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে।
হাস্‌ছিলে গো রাঙা ঠোঁটে চুমু দিয়ে শাঁখের মুখে,
আলুথালু ফুল-সাজে সেই তুল্‌লে তুফান্ আমার বুকে।

ঠোনা মেরে তোমার গালে কইল তোমার—'গোলাপ ফুল
কি সব কথা—চুলের ফাঁসে জড়িয়ে গেল কানের দুল।
সেদিন থেকে কেমন যেন চোখ দু'টি মোর এড়িয়ে যেতে,
চাঁপার গাছে উঠ্‌লে আমি রইতে না আর আঁচল পেতে।

পর্‌তে না আর ফুল্‌-কাটা সেই শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী,
জ্যোৎসনাতে খেল্‌তে কড়ি আস্‌তে না আর মোদের বাড়ী।
মালা-বদল্‌ হ'ল তোমার ফুল-ভরা এক ফাগুন-রাতে,
ঝাপ্‌সা হেরি আলোর সারি চোখের জলের আব্‌ছায়াতে!
ছান্‌নাতলায় যখন তুমি পরাচ্ছিলে বরণ-হার,
আমার পানে করুণ আঁখি ফিরিয়েছিলে একটিবার।—
দু'দিন পরেই খবর এল তোমার স্বামীর বিপদ ভারি,
সরিকি এক মাম্‌লা হেরে' নীলাম হ'ল জমীদারি।

অপয়া বউ বলে' তুমি হলে' সবার লাঞ্ছিতা,
অনাদৃতা উপেক্ষিতা—পতির সুখে বঞ্চিতা।
বিয়ের কথা উঠ্‌ল যখন ভীষ্ম সমান আমার পণ,
ঘুণাক্ষরেও জান্‌ল না কেউ কিসের ঘায়ে ভাঙ্‌ল মন।
গেলাম চলে' ছড়িয়ে ছিঁড়ে কিশোর-বেলার খেল্‌নাগুলো,
ঘড়-বাড়ী সব লাগ্‌ল ফাঁকা, ভর্‌ল জীবন পথের ধুলো।
যৌবনেরি খেল্‌না তুমি, তোমায় যখন পাবার নয়,—
দেশ-পরদেশ সবই সমান,—কিসের ক্ষতি, কিসের ভয়?

যেদিন আমি পালিয়ে গেলাম সেদিনও ঠিক এম্‌নি তালে
উড়িয়ে ধূলো ঘূর্ণি হাওয়া দিচ্ছে দোলা শিশুর ডালে।
তখন আমার মনের গতি আলোর চেয়েও চপল গো;
দামোদরের বানের চেয়েও আবেগ-তুফান প্রবল গো।

বল্গা ছিঁড়ে ছুট্‌ল আমার ক্ষিপ্ত প্রাণের তুরঙ্গ,
আছ্‌ড়ে পড়ে পাগ্‌লা-ঝোরার পাষাণ-ভাঙা তরঙ্গ।—
কিছুতে আর মন বসে না ছট্‌ফটিয়ে বেড়াই ঘুরে,—
তোমার চোখের রঙ্‌ দেখিলাম পুরীর সুনীল সমুদ্দুরে।

গেলাম চলে' জবলপুরে নেহারিলাম সে 'ধুম্‌-ধার',
নিন্দে শত ইন্দ্রচাপে মুক্তবেণী নর্ম্মদার।
পড়্‌ল হঠাৎ মনের চোখে ভৈরবী এক মূর্ত্তি ধরে',
আমার বুকের রক্ত-মাখা উড়িয়ে আঁচল ডাক্‌ল মোরে
নিশ্বাসে তার পাহাড় ধ্বসে—কণ্ঠে দোদুল জবার মালা,
সিঁদূর-ঢালা ত্রিশূল-ফলায় বজ্র-উজল প্রদীপ-জ্বালা।
কটাক্ষ তার ঠিক্‌রে ওঠে পাষাণ-কাটা পৈঠে থেকে,
তর্জ্জনীতে তড়িৎ ছোটে—ওষ্ঠ কাঁপে আমায় দেখে।

শান্ত-কঠোর কণ্ঠ হ'তে মেঘের আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে,
ছুট্‌ল আদেশ ঝড় বহায়ে—"যাও, ফিরে যাও আপন গৃহে।
কল্পনাতে ভাব্‌ছ তোমার ব্যথার দেউল অভ্রভেদী,
ভাব্‌ছ বটে, মোটেই তা নয়, নয় গো! কিছুই মর্ম্মছেদী।
দুঃখ-সুখের দুইটি বেণী যুক্ত হ'য়ে এক-টানায়,
ছুট্‌ছে মহাকাল-সাগরে এক লহমার শ্রান্তি নাই।
যেখান থেকে বেরিয়ে আসে ইচ্ছাময়ের স্বপ্নপ্রায়,
সেইখানে ফের যায় গো ফিরি' বুদ্বুদে সব মিলিয়ে যায়।

ভুল্‌তে তারে পার্‌বে কি এই উল্টো পথের পন্থী হ'লে ?
যাও গো ঘরে শান্তি-সুধা মিল্‌বে তোমার মায়ের কোলে।"
কাল্‌কে রাতে এইছি ফিরে সাতটি পূরা বছর পরে
লজ্জাতে মুখ তুল্‌তে নারি—বাজ্‌ল মাতৃথায় ক্‌তে ঘরে।

ডাক্‌নু—'দিদি',—কাঁদেন মাতা "ফির্‌লি কি রে পাগ্‌লা ছেলে ?
দিদি যে তোর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে, আমায় ফেলে।"
নিলাম মায়ের পায়ের ধূলো, নেই সে জ্যোতি পিতার চোখে,
ঝাঁঝ্‌রা' হ'য়ে চোখ্ দু'টি যে গল্‌ছে পাথর দারুণ শোকে।

এক রাতে তাঁর চুল পেকেছে যে দিন আমি ঘর ছেড়েছি—
পড়্‌ল মনে সেই চিঠিখান মনের ভুলে ফেলে গেছি।
খামের পরে নাম্‌টি তোমার লিখেছিলাম কি কুক্ষণেই,—
ভালবাসার কবুল জবাব জাগ্‌ছিল যা মনের কোণেই।
সাতটি বছর ভুল্‌তে তোমায় ঘুরনু দেশদেশান্তরে
আজ্‌কে তুমি চিন্‌বে কি আর ? বদ্‌লেছে সব সাত বছরে।
চোখের তৃষ্ণার নও পানীয় আজ্‌কে তুমি রূপ্-মতি,
দেহের ক্ষুধার খাদ্য নহ, নাই কামনা এক রতি।
মন্ত্র নিলাম চিন্তা তোমার—তোমার প্রেমেই মুক্তি মোর ;
ধ্যানে আরো বিরাট্ করে' দিচ্ছে তোমার প্রেম সাগর।
ডুব দিয়ে-ওই রসের ঢেউয়ে অকূল খেয়ায় যাই ভেসে,
পৌঁছে কাণে জগৎ-প্রেমের সুমুদ্দুরের ডাক এসে।
জগৎ-দুখের ধাক্কা লেগে দরদ্-ব্যথায় ভরল্ বুক,
দেখ্‌নু রূপের মুখোস-খসা কান্ত তোমার দিব্য মুখ।—
সুপ্তি-ঢাকা অগ্নি-অচল দিনান্তেরি আলোয় লাল—
উথ্‌লে ওঠে বুকের তলায় তপ্তনিথর ঢেউএর তাল।

ছড়িয়ে প'ল তোমারি প্রেম, ছড়িয়ে প'ল সকল ঠাঁই,
সেই অমিয়ার সাগর-স্রোতে সুধার বেণীর অন্ত নাই।

অর্‌ফিউস্‌ ও ইউরিডিস্‌

(G. F. Watts-অঙ্কিত চিত্র-দর্শনে)

আঁকড়িয়া বুকে মৃতা সে বধূকে বাহির হয়েছে 'অর্‌ফিউস্‌,
শবের উরসে নিবিড় পরশে অঘোর-স্বপনে চলে বে-হুঁস।
বাসি ফুল প্রায় উলটিয়া যায়, ঢুলে' পড়ে হিম বাহু সুডোল,
মূর্চ্ছিতা মরি, লতা-কস্তূরী, প্রীতি-উপহার-হারা কপোল!
কেন বারে বার মনে পড়ে তার প্রথম চাহনি, নীরব সাড়া?
অপাঙ্গ-রেখা ভাল করে' দেখা হ'ল না, নড়িল নয়ন-তারা।
বুঝি মনে হয়, তখনো গো বয় মৃদু-প্রশ্বাস, লাগিছে গায়,
তারই সে গলার গোলাপের হার, কাঁটা-সার সুতা বাস বিলায়।
না জানি কি ছিল, রস চুয়াইল, হাসিতে তাহার সুখের বাসা,
নিয়ে গেছে বঁধু তৃপ্তির মধু,—পরাজয় মানে প্রকাশ-ভাষা।
চোখ-ঝল্‌সানো জৌলুস হানে, অন্ধ করে সে রূপোন্মাদ,—
কবে সে মদন রতির বদন-মধু-মদিরার পাইল স্বাদ?
চেয়ে তারই পানে, সে চারু-বয়ানে মর্ত্ত্য লেগেছে চমৎকার,—
চলে ভরসায়, যদি যদি পায় শেষ আদালতে শেষ বিচার!
পোরেনিক সাধ, বড় অপরাধ হেথা কেহ যদি বাসে গো ভালো,
সত্যিকারের দুখ পায় টের, কালো রূপে জ্বলে দুনিয়া আলো।

ইস্পাৎ-ঘায় চক্‌মকি-প্রায় ক্ষত-বিক্ষত কলিজা-তল,
যন্ত্রণা সয়ে' চৌচির হ'য়ে ফেটে গেছে যেন কুঁচের ফল।
গায় সে অসহ সদ্য বিরহ, তীব্র বেদনা বজ্রময়ী,
একি নিদারুণ নিথর আগুন, অভিশাপ-জ্বালা সহিছে মহী!
আকুতির তান, কান্নার গান, দ্বিগুণ মুখরে গুহার মাঝ,
পাইনে'র বনে কাঁপে নির্জ্জনে ব্যথায়-আতুর চাপা-আওয়াজ।

কাঁপে নিঃশ্বসি' নবোদিত শশী, জ্যো'স্না-কণায় ক্ষরিছে ক্ষার,
শিহরে নিঝুম নিশীথের ঘুম, পাণ্ডু-কাজল অন্ধকার।
নিদ্রিত নরে জাগ্রত করে যে রাগিণী তার পুনর্ধ্বনি
করেছে উতলা, ডাকে উজ্জলা, কাম-কলাবতী, স্পর্শ-মণি।
জীবনের ভোজে সরবস্ব যে, রিক্ত হইয়া করেছে দান,
তারই তল্লাসে চলে উল্লাসে আলোড়িয়া ওঠে মথিত-প্রাণ
মরণোৎসবে হৃদ্-বল্লভে আগলি' হৃদয়ে ছাড়েনি আহা,
আল্‌গোছে তার অ-মৃত চুমার পরশন-রুচি রচেছে মায়া।
কোন্ ফাঁক দিয়া গেছে পলাইয়া আনন্দময়ী প্রতিমা তার ?
কোন্ সেতু-পথ এ মর-জগৎ ছাড়িয়া পঁহুছে যমের দ্বার ?
কোন্ আঁখি পেলে দরশন মেলে ? কবরের পরে আছে কি ঘর ?
শুধায় পথের তরুলতাদের, কোথায় মিলিবে ঠিক খবর ?
দিন চলে' যায়, চলা না ফুরায়, আশা-পন্থায় সীমানা নাই,
উঠিছে চড়াই, নামে উৎরাই, কোন দিকে নাই কোন সরাই।

নাম জানে যাঁর ধাম কোথা তাঁর ? সেই দেবতার ধর্ণা দিয়া
পূর্ণ পূজায় নিবেদিবে তাঁয় অর্দ্ধ-পাগল অসাড় হিয়া।
'তাঁরই কাছে তার মনোহারিকার পুনর্জীবন মাঙিবে বর,—
ধায় দিশেহারা করিছে ইসারা 'অলিম্পসে'র শ্বেত-শিখর।

রটে ঝঙ্কার, 'ব্যাঞ্জো'র তার ছিঁড়ে যায় যেন পীড়ন-ঘাতে,
সঞ্চারে প্রাণ, অচল পাষাণ অজগর-গতি চলেছে সাথে।
নিয়েছে সঙ্গ, বন-কুরঙ্গ, হিংস্র-পশুরা কুহকে-ঢাকা,
বরফের স্তরে পথ ভুল করে শকুনের সারি গুটায়ে পাখা।
বহে দয়িতার কঙ্কাল-ভার, গলিত অঙ্গ ছড়ায়ে পড়ে,
শোনে কু-স্বর, শূন্য কাতর, এ কি কাত্‌রানি তুমুল ঝড়ে!

ঠেলা দেয় তারে, চলে অভিসারে, বুকে-পিঠে শেল হানিছে হায়,
মোরিয়া হইয়া উঠে ফুকারিয়া,—মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ?

কেন তারই মত ঝুরে অবিরত লক্ষ-লক্ষ নারী ও নর ?
দুখে-ভরা সুখ-ভোগ লাগি' ভূখ্ ক্ষ্যাপাইছে যুগ যুগান্তর ?
এই শৃঙ্খলা, ছন্দো-মেখলা, এ কি অ-কারণ ? মূল্যহীন ?
পুণ্য-পাপের চলে নাকি জের ? মরণ-বাঁচন দৈবাধীন ?—
অবুঝ সবাই, সান্ত্বনা নাই, এ কি নিয়তির শাসন-ক্রোধ ?
প্রশ্ন তাহার হ'ল চূর্‌মার, মহাকালে নাই কোন দরদ !—
মানুষের মন কত পুরাতন,—হানা দিয়ে যায় রূঢ় মরণ,
কে রাখে হিসাব ? অনন্ত-লাভ অনন্ত-ক্ষতি করে পূরণ।
মাতঙ্গ-প্রায় মন দলে' যায় যে দুঃখ তার কোথায় আদি ?
যাবে না কি জানা ? পাবে না নিশানা ? না-রে-না ঘুচবে নিরাশা-আঁধি !
পঁহুছিল তীর অচেনা নদীর, দাগ রেখে গেছে সন্ধা-তীর,
জ্বলে অদ্ভুত নীলা বিদ্যুৎ, কোথায় এসেছে দেশান্তরী ?

সম্মুখে তার ঊর্ম্মি ভাঙ্গার ধূম্র-লহরী গড়ায়ে আসে,
ফিরে বেলা হ'তে প্রতিকূল-স্রোতে রূপায়িত হয়ে নিরুচ্ছ্বাসে।
কি প্রখর টানে অতলের পানে পাতাল-বাহিনী ধারা সে বয়,
নামিল সলিলে যাতে ডুবাইলে মৃতের অস্থি পাথর হয়।
ডান দিকে তার ছায়ার আকার, কথা কয় যেন তাহারি সনে ;—
"কেমন করিয়া এলে উতরিয়া 'কুম্ভীপাকে'র আবর্ত্তনে ?
এ যে পরপার, শরীরী জনার প্রবেশ নিষেধ, থামো গো থামো,
থামাও তোমার অভিলষিতার বিয়োগ-প্রলাপ, এ পাগ্‌লামো।
কেন গো পান্থ হেন অশান্ত, রোমাঞ্চ-করী নারীর তরে ?
কামনার ফল চাখিলে গরল, মিটেনি পিয়াসা পরখ্ করে, ?

কি এনেছ! এ যে গেছে মজে' হেজে'! চিনতে পার কি চেনা মানুষ?
ঠাহর করিয়া দেখ তাকাইয়া, কারে তুমি চাও 'অর্‌ফিউস্‌'?
ঘোম্‌টা সে তার খুলিবে না আর, পাথরের বোঝা ফেল' বাতুল,
বৃথা হাহাকার,—ছেড়ে দাও তার রতনাঙ্গুরী-পরা আঙুল।"

মনে হ'লো তার কায়া নাহি আর, কাঁপে ভাব-ভূমি, সেই চেতন,
সেই একই 'আমি' যাচে দিন-যামী যমের প্রসাদ শোক-হরণ।
বাজে হাম্বীর খেদ-গম্ভীর, করুণ 'কেদারে' মিলায়ে যায়,
কে দেয় বারতা? কোথায় দেবতা? হারানিধি কিসে ফিরিয়া পায়!

গাহে—"ত্বরা করে' নিয়ে চলো মোরে পাকড়ি' ধরিব চরণ তাঁর,
নেবেন সদয় মঙ্গলময়, গলাইব তাঁর অশ্রুধার।"
পূরিবে বাসনা? শোনে সে অ-শোনা, করুণা-কোমল শান্ত স্বর,
ত্যাখে দেবতার অসীমে প্রসার, বরাভয়-ভরা দখিণ কর।—
"ফিরে যাও ঘরে, প্রভাতী প্রহরে জীয়ায়ে উঠিবে বিগত-প্রাণা,
জাগিবে আবার, তিন দিন তার বরতনুখানি দেখিতে মানা।
কেন এ সর্ত্ত, জেনো না অর্থ, কটাক্ষ-শরে যাবে সে মারা,
ফিরে যাও ঘরে ধৈরজ ধরে,' শত্রু তোমার নেত্র-তারা।
কোনো প্রলোভনে চা'বে না পিছনে, পথের প্রান্তে মিলিবে সাথী,
পল্লবে ঢাকি' রেখো দুই আঁখি শুধু তিন দিন, তিনটি রাতি।"
জড়ায় তাহাকে সহস্র-পাকে সংশয়-জাল গগন-বেড়,
এ কি আহ্লাদ, এ কি পরসাদ, একি বর-দান কৃতান্তের!
তাহারি উপরে নির্ভর করে চিত্ত-রমার নব জীবন;
অ-কাল দৃষ্টি করিবে সৃষ্টি দ্বিতীয় মৃত্যু আরো-ভীষণ।
চলে চোখ বুজে' সোজা পথ খুঁজে' পায় না গহনে ঘুরিয়া মরে,
কঠিন শিলায় মাথা ঠুকে' যায়, রক্ত জমেছে মুখের পরে।

প্রাণ করি' পণ করে নিবারণ চোখের মারণ-যন্ত্র ছুটি,
ক্ষণেক চাওয়ায় অনেক হারায়,—বড় আফ্‌শোষ ঘটিলে ত্রুটি।
শোনে বিস্মিত সেই পরিচিত ললিত-কণ্ঠ গীত-লহর,
এ কি সম্ভব ? এ কি বাস্তব ? ভরে আশ্বাসে শ্রুতি-কুহর !
পোহায় যামিনী, কে অনুগামিনী চরণ ফেলিছে ঝরা পাতায়,
কাঙাল দু'চোখ, কাঁপিছে পলক অন্তরাত্মা দেখিতে চায়।
গাহিতেছে সে-ই, চাহিতে যে নেই, লোপ পায় তার সময়-জ্ঞান,
সহে না সবুর, লোভের অসুর নিক্ষেপ করে মৃত্যু-বাণ।
চাহে পিছু পানে, চুম্বন- টানে, আচম্বিতে সে গ্রীবা ফেরায়,—
অলখ্ সুতায় গাঁথিয়াছে তায়, বড়িশ-বিদ্ধ মীনের প্রায়।
ঘন কুয়াশায় মিশাইয়া যায় 'ইউরিডিসে'র মুক্ত কেশ,—
এই না পারশে দাঁড়ায়ে ছিল সে, আঁখি পালটিতে নিরুদ্দেশ !
শৈল-রন্ধ্রে আজিও মন্দ্রে 'অর্‌ফিউসে'র শেষ রোদন,
হয়নিক শেষ, সঙ্গীত-রেশ করে প্রেয়সার অন্বেষণ।

কৃত্তিবাস-গৌরব

উড়ে উড়ে পড়ে আজি ফুলঘরে পুরাণো স্বপন-ধূলি,
বসি' হেথা কবি পুলক-অমৃতে ভরিয়া নিয়েছে তুলি।
সোনার বাঙ্‌লা আলো করে' আছে তোমার সোনার লেখা ;
মহাকাব্যের খণ্ড-আকাশে তুমি জ্যোতিষ্ক একা।

রামধনুভাঙ্গা রঙের গুঁড়ায়, গৌড় হৃদয়াকাশ
বিচিত্র করি' গিয়াছ হে গুণী, হে কবি কৃত্তিবাস।
বসি' তন্মনে সাধন-আসনে গাঁথি পারিজাত-হার ;
অর্ঘ্য দিয়াছ দেশ-জননীরে—ঝরিছে অমিয়াধার।

রঘুকুলমণি রামচন্দ্রের জয়-লক্ষ্মীর বরে
তুলিছে বাণীর মণির দেউল ফুলিয়ার ফুলঘরে।
কোথায় এমন প্রাণ-গলা রস, ননীর ত্রিবেণী ভরা!
এমন মাধুরী—সুধার লহরী সরসিয়া যায় ধরা!

কল্প-তরুর রসালগুচ্ছ বাঙ্‌লার বাগিচায়,
ফলায়েছ কবি—ভাবুক বাঙ্গালী আগলি, রেখেছে তায়।
পূর্ণ হেরেছ যে রস-পশরা সোনার সুপ্রভাতে,
তারি আনন্দ-চন্দন-লেখা ভাষার পদ্মপাতে।

যুগ-উজ্জ্বল তব প্রতিভার দিব্য অরুণোদয়ে,
গর্ব্বিত মোরা এই অক্ষয় গৌরব-সমারোহে।
চির-পূর্ণিমা-তীর্থ-যাত্রী, হে যশো-রথের রথী,
পরেছ কীর্ত্তি-রতন-কিরীট কালের জলধি মথি'।
জীবন-ইন্দ্রজালের মদিরা মাতায় না আর মন,—
শান্তি-প্রয়াগে পেয়েছ বন্ধু, মিলেছে পরমধন!
লহ অঞ্জলি বন্দনা-শ্লোক, ওগো নমস্য বুধ,
পৌঁছে সেথা কি পূজার মন্ত্র, শব্দেরি বুদ্‌বুদ্‌?
আজিকে তোমার পুণ্য 'ভিটা'র নির্ম্মল-করা ধূলি
প্রসাদ-ভিখারী এ দীন ভক্ত মাথায় লইল তুলি'।

কৃত্তিবাস-প্রশস্তি

জয় কবি কৃত্তিবাস, রাম-নামামৃত রসধারে
অভিষেক করিয়াছ বর্ণময়ী বাগ্‌-দেবতারে;
আনন্দের গন্ধরাজ নিবেদিয়া পদপ্রান্তে তাঁর
পেলে অমরত্ব বর এইখানে, এই ফুলিয়ার
গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত তোমার সাধন-স্বপ্ন-বেদী,
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ ধ্বজা তার ওড়ে অভ্র ভেদি'।
তোরণ গড়েছ তুমি রামধনু চিত্রার্পিত করি
সারস্বত-কুঞ্জদ্বারে উলটিয়া আলোর গাগরী।

কীর্ত্তি তব শ্লোকমালা, রামায়ণী মঞ্জু-আলিপনা
ক্ষীয়মাণা নহে কভু, অফুরন্ত রস-উদ্দীপনা।

যে মালঞ্চে প্রবেশিয়া পূজাপুষ্প করিতে চয়ন
মধুর উদয় সেথা মধুব্রতে করে আমন্ত্রণ,
ডাকে নীল-কণ্ঠ পাখী, জাতিস্মর ভোলেনি তোমায়,
একেলা লাগে না ভাল, কবি-সঙ্গ যাচে পুনরায়।
তোমার গানের লীলা নানা রাগিণীর মুর্ত্তি ধ'রে
ঝঙ্কারিত বাঙালীর প্রাণে-প্রাণে, অন্তরে অন্তরে।

অনবদ্য দান তব, উপার্জ্জিলে বিপুল সম্মান,
শাশ্বত যশের জ্যোতিঃ যুগ-যুগান্তরে দীপ্যমান।
ত্রেতার বল্মীকে-সিদ্ধ বাল্মীকির আশীর্ব্বাদ লভি
তব যজ্ঞ-অগ্নিজাত দিব্য এক পুরুষ গৌরবী—
প্রাপ্য ভাগ পেলে তুমি অমৃতের চরু-পাত্রে তাঁর,
শান্তবুদ্ধি হে ব্রাহ্মণ, তোমারে করি গো নমস্কার।
অপ্রতিম রামরূপ দেখেছ তৃতীয়-নেত্র ভরে'
পরন্তপ রামগীত শুনিয়াছ সুপ্তি প্রজাগরে।

মহাঘোষ শঙ্খ তব, রন্ধ্রে তার গর্জ্জিছে সাগর,
বেঁধেছ ছন্দের ডোরে সেতুবন্ধে ভৈরব সমর।
মহাবীরে অনুসরি রাবণের গুপ্ত-মৃত্যু-বাণ
সন্ধান করেছ কবি, ত্রাসে যার পৃথ্বী কম্পমান।
রাম অবতীর্ণ হ'লে খসে যায় শিরস্ত্রাণ হতে
মুক্তা-ফল, অশ্রুরূপে গলে রক্ষো-নারী-নেত্র-পথে।
দণ্ড দিয়ে স্পর্দ্ধিতের ডিণ্ডিম বাজিল স্বর্ণ-তটে,
দেবতারা উৎকণ্ঠিত বিরাট সে আকাশের পটে।

বৈরী-রক্ত-অলক্তকে শোভিল সে কন্যা-কুমারিকা—
নিভে গেল সিন্ধুকূলে লঙ্কেশের অভিমান-শিখা।

রটে ডঙ্কা রামেশ্বরে, সাড়া দেয় সমস্ত ভারত,
উদ্ধারিয়া হৃতা সীতা অযোধ্যায় ফিরে রামরথ।
তারপরে কি তুর্দ্দৈব, প্রজাপুঞ্জে করিতে রঞ্জন
অগ্নি-পরীক্ষায় শুদ্ধা সেই রাম-রমা-নির্ব্বাসন ;
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু যার লাগি সে রাজ-লক্ষ্মীর
বিলাপ-লহরী-স্বরে কাঁপে আত্মা তমসা নদীর।
নাহি সেই রঘুবংশ, নামশেষ রামরাজধানী,
হিরণ্য-পরিধি যার, নিশ্চিহ্ন সে সিংহাসনখানি।

অক্ষৌহিণী সেনা যার উড়াইতে চাহিত পর্ব্বত,
অভিযানে বাধা দিতে অক্ষম ইন্দ্রের ঐরাবত।
সে অস্ত-সূর্য্যের স্তব মুখরে সরযূ-কলস্বরে,
শুনেছিলে হে দরদী বেজেছিল সে তুঃখ অন্তরে,
সহেছিলে মহাকবি, অরুন্তুদ গভীর বেদনা,
আবেশের উন্মাদনা—কাব্য তব তাহারি ব্যঞ্জনা,
যুক্ত অনন্তের সাথে—শুনিয়াছ পরিপূর্ণ গান,
মহীয়ান করে যাহা চিরন্তন মানুষের প্রাণ।

উঠিয়াছে উর্দ্ধগ্রামে তব কবি-মানস-সপ্তক,
যশঃ-ক্ষয়-কৃৎ কাল দেয় তালে অজেয় তিলক।
ফুলিয়ার পুণ্য-তীর্থে তোমারে দেখিতে দিবাকর,
চিনিত প্রভাতী তারা ; পেলে মন্ত্র কল্যাণ-সুন্দর।
কোথা সে জীবন-পর্ব্ব, বেদবিৎ কুল-পুরোহিত ?
টুটেছে বটের মূল পুরাতন মন্দিরের ভিত ;
পূজাহারা দেবতারা, হোমগন্ধ না বহে পবন,
ছদ্মবেশী আত্মঘাত মায়ামৃগে মুগ্ধ করে মন।—

জাহ্নবী সরিয়া গেছে, বদ্ধ-বারি ধূসর সৈকতে
বঞ্চিত হইয়া আছে নবীন জীবন-ধারা হ'তে ;
মূর্চ্ছিত শৈবাল-গুল্মে ভাসাইয়া কবে গো আবার
পৌর্ণমাসী-চন্দ্রোদয়ে শূন্য ঘাটে জাগিবে জোয়ার !
যেথা থেকে এসেছিলে, ফিরে গেছ সে নন্দন বনে,
মিলিয়াছ কলকণ্ঠ বাণী-বর-পুত্রদের সনে।
সম্রাটের উপহার বিলাইয়া অকিঞ্চন-জ্ঞানে
বনফুল হার গলে, বসে যারা সারদার ধ্যানে।

আঁধারের ছায়া নাহি যে অক্ষয়-প্রদীপের তলে
তারি শিখা হতে তুমি দীপ জ্বালি' নিলে কুতূহলে।
লহ কবি পূজা-অর্ঘ্য, বসেছ যে উৎসবসভায়
নেপথ্য-রহস্য-লোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পঁহুছে সেথায়।

রাজা রামমোহন

জয় রাজা রামমোহন, হে বরেণ্য ব্রাহ্মণ-প্রবর.
জানায়েছ বার্ত্তা তার মর্ত্ত্যে যাহা করে গো অমর।
মরুতলে মায়া-জলে, হে পিয়াসী, জন্মেনি বিভ্রম,
প্রতিভার অগ্রগতি বিপত্তি ক'রেছে অতিক্রম।
সে-দীক্ষা দাওনি, যাহা মানুষেরে করে ক্রীতদাস,
উদয়-হোরায় তব পূর্ব্বাশায় আলোর উল্লাস।

উন্নতির অন্তরায়, বাধা-বিঘ্ন, ভেদের কারণ
হরণ করিতে তব অভ্যুত্থান, হে প্রিয়-দর্শন।
সামাজিক নানা মিথ্যা, অমঙ্গল-দানবে দলিয়া
বোধায়ন-দীপ জ্বালি', পিতৃলোকে গিয়াছ চলিয়া।
সমুদ্র-মহিষী গঙ্গা ধায় যথা ঈপ্সিতের তরে
জাতিকুল-নির্বিচারে নিষ্কলুষ করি' নারী-নরে।

তরুণ বয়সে তোমা' ডেকেছিল বৃদ্ধ-হিমালয়,
ঝঞ্ঝা যেথা লোষ্ট্র হানে, ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রে পশিলে নির্ভয়।
অমোঘ তোমার বাণী, চমকিয়া মগ্ন-চেতনায়
মদমত্ত করি-কুম্ভে ভাসায়েছে আষাঢ়-ধারায়।
এই কর্ম্মভূমি মাঝে যশোভাতি করিয়া অর্জ্জন
শুভ তব শেষ যাত্রা, লভিয়াছ নিত্য-নিকেতন।
কঠোর তপস্যা করি' মিশিয়াছ ঋত্বিক্-সমাজে,
উদ্‌ঘোষিত নাম তব, কাল-শৈলে স্মৃতি-ডঙ্কা বাজে।

আকাশের সম সূক্ষ্ম, অগ্নি যারে পারে না পোড়াতে,
অখণ্ডিত রহে যাহা পুনঃ পুনঃ খড়্গের আঘাতে,
সম্পদে মোহিত হ'য়ে সে চিন্মণি হওনি বিস্মৃত,
ধ্যেয়াইলে অদ্বিতীয়ে, ব্রহ্মসূত্রে কণ্ঠ অলঙ্কৃত।
মানুষী মূরতি ধরি' বিশালাক্ষী, শ্রুতি-সরস্বতী
নিমেষের দৃষ্টিপাতে দেখেছেন তোমার আরতি।

প্রবেশিয়া জ্ঞানময় অনন্তের প্রমাণ-মন্দিরে
শুনেছ প্রণব-স্পন্দ ; চতুর্ধাম ভারতের তীরে
যুগে যুগে কল্পান্তরে, ভেসে আসে যে লীলা-কমল,
যার মধুবিন্দু লাগি' বিশ্বপ্রাণ পিয়াসে পাগল,—

অনন্য ভকতি-ভরে রূপ থেকে চিনেছ অরূপ,
উত্তমত্ব বর লভি' আস্বাদিছ আনন্দ অনুপ ;

জগৎ-তরঙ্গ ছোটে যে পরম পদের উদ্দেশে,
যে পদ ব্যথিত নহে প্রলয়ের মহানৃত্য শেষে।
অন্তরীক্ষে ওই নীল তিরস্করণীর পরপার
যেথা তুমি আছ সেথা পাঠাইনু প্রণাম আমার।

মধু-প্রশস্তি

রচিলে রসের চক্র গৌড়ের পঞ্চবটী মাঝে
হে নন্দন-মধুকর ! বাজে তব জয়-ডঙ্কা বাজে
শতাব্দীর উদ্বোধনে ; লভি' দৈবী প্রতিষ্ঠার বর
বাগ্‌দেবতার মঠে হে গৌরবী, হয়েছ অমর।
বাল্মীকির কণ্ঠে শুনি' অনুষ্টুভ্‌-নির্ঘোষ গম্ভীর
কূলে কূলে সাড়া দিল অমলা সে তমসার নীর,
তেমনি তোমার কণ্ঠে স্ফুরিল অ-পূর্ব্ব ছন্দ-যতি
অদ্বিতীয় মহাশ্লোক ; শিহরিল রক্ষঃকুল-পতি,
শুনি' সেতুবন্ধ-তটে কোদণ্ডের অমোঘ টঙ্কার,
চতুরঙ্গে চলে সেনা, জল-স্থল করে তোলপাড়।

তব ধ্রুপদের ধুয়া কি উদাত্ত দীপকে মূর্চ্ছিত,
কভু মেঘমল্লারের কলস্বরা ধারায় গলিত ;
সখী সরমার সনে অশোকের মঞ্জরীর তলে
বন্দিনী সে জানকীর বেদনা-পাণ্ডুর আঁখিজলে
ভাসিল রাবণ-পুরী—তপ্তশ্বাসে রাঘব-বাঞ্ছার
হুঙ্কারিল রুদ্র নট, অধর্ম্মের স্তম্ভ চূরমার।

শেষ করে' দাম্ভিকের শেষ-দম্ভ উন্মাদ-উৎসব
সাঙ্গ হয়ে গেছে কবে ত্রেতার সে ভৈরব তাণ্ডব !

তুলিকার স্পর্শে তব মুহূর্ত্তেরা হ'ল অচপল
হেরি স্বর্ণ লঙ্কাতটে জ্বলে ধূ-ধূ নীল চিতানল !
রক্তরাঙা বারীন্দ্রের বক্ষতলে প্রবাল-কন্দরে
কাঁদিল বারুণী বধূ প্রমীলার হাহাকার স্বরে !
হেরি কভু অগ্নি-রথ, রথী তাহে বাসব-বিজয়ী,
বামে সতী সীমন্তিনী, চির-হাস্য চিরসুখময়ী,
অনন্ত-যৌবন-শ্রীতে অপরূপ রূপসী প্রমীলা,
পদ্মরাগ-বরকান্তি, চির-মধু-পৌর্ণমাসী লীলা !

হেরি শূলী বিরূপাক্ষ, কপালাগ্নি ধক্ ধক্ ধকে,
নীলকণ্ঠে গর্জ্জে ফণী, লোটে জটা পিঙ্গল-পাবকে,
কল্লোলিছে ত্রিপথগা বিষ্ণুপদী সহস্র-ধারায়,
থর্‌থর্ কৈলাস-শৃঙ্গ, চরাচর সম্বিৎ হারায়।
তমোময় যমপুরে প্রজ্বলন্ত খধূপের প্রায়
শম্ভূদত্ত শূল হস্তে, মায়াদেবী পশিলা লঙ্কায়,—
প্রেতলোকে সুড়ঙ্গের রন্ধ্রপথে তাহারি ইঙ্গিতে
যান রাম রঘুমণি মৃত্যুজিৎ অমৃত মাগিতে
আরাধিয়া ধর্ম্মরাজে। পার হন ক্রুদ্ধা বৈতরণী,
চির নিশাবৃতা নদী,—নাই তারা নাই দিনমণি।—
ক্ষণেকের তরে মন ভুলে যায় অস্তিত্ব আপন,
প্রাণের প্রণব-নাদ শোনা যায় ধেয়ানে মগন।

হে বরেণ্য সিদ্ধতপা, এ শ্যামা জন্মদা দেশ-মার
দুরন্ত দুলাল তুমি, পরদেশে শৈলসিন্ধুপার

আশার ছলনে ভুলি' পশিয়া আঙুর আঙিনায়,
রাইনের বেলাতটে, সনেটের মণিমালিকায়
অতুলনা শতনরী, হে কোবিদ, দিলে তুমি গাঁথি,
সে ঐশী মানসীচ্ছটা যুগে যুগে অফুরন্ত ভাতি !

ভোলেনি মিনতি তব মাতৃভূমি জাগ্রত স্বপনে
রেখেছে তোমারে মনে বসাইয়া হৈম সিংহাসনে।
"দাঁড়াও পথিকবর"—কর স্পর্শ সমাধি কবির,
অভিষেক কর ভ্রাতঃ, অকপটে ঢালি আঁখিনীর ;
ধুয়ে দাও শীতলিয়া তৃষাতপ্ত অসাড় পাষাণ,
বাঙালীর মহাতীর্থ পবিত্র এ মধু-র শ্মশান।

কবিবর বিহারীলালের উদ্দেশে

আজিকে আবার দুরু দুরু বুকে ঢুকেছি,
হে কবি, তোমারি দুয়ারে,
মোহন তোমার সুরভি-পুরীতে
মণি-মরকত ভরা মাধুরীতে
পশিয়াছে দীন সঙ্গীতহীন আজি বসন্ত জোয়ারে।

শিহরি' শিহরি' কাঁপিতেছে স্নায়ু-ধমনী,
মুগ্ধ দিবস-রাতিয়া—
কত হাসি হাসে মল্লিকা, যূথী
চম্পা, চামেলী, মাধবী, সেঁউতি
সুখ-দখিণায় কণায় কণায় মাতাল আশায় মাতিয়া

ওই ডাকে পিক্ পলাশ শাখায় গুমরি'
ফাগুন আগুনে পুড়িয়া।
কুসুমের ঢেউ ভরিয়াছে বন,
চমকে চকিতে আন্‌মনা মন,
এসেছে অতুল আলোক-তুফান চারু চরাচর জুড়িয়া।

তাই আসিয়াছি তব মালঞ্চে, হে কবি,
মার্জ্জনা কর এ দাসে,
পাই যদি কিছু নূতন গন্ধ,
নূতন মন্ত্র নবীন স্পন্দ,
নূতন সুরের নূতন সরণি প্রাণের উতল উছাসে।

মুরলীতে মোর প্রাণপণ হৃৎপবনে
ফুলিয়া উঠেছে সাহানা।
সন্ধ্যার চূলে জমে সোনা-মেঘ,
মুরলার কূলে মরে জলবেগ,
সুদূর আঁধারে জমিয়া গিয়াছে উছল জীবন মোহানা।

এসেছে সেবক, নব নিবেদক, কবিবর
কলকোলাহল ঘূণিয়া;
দাঁড়ায়েছি এসে বালির ডাঙ্গায়,
অস্ত রবির রঙ্গীন রাঙ্গায়,
মনের মতন মিলেছে হেথায় ছায়াপথে পথ চিনিয়া।

বঙ্কিম-তর্পণ

বৃদ্ধকে তরুণ করে হে বঙ্কিম তোমার বাঁশরী,—
আলঙ্গিতে শৈল-চূড়া ধায় যথা মেঘের লহরী,
তেমনি টলায় মন তোমার রসের নিমন্ত্রণ,
'আনন্দ-মঠের' ঋষি, দেশবাসী করিছে তর্পণ।

সন্তান ধর্ম্মের বীর, সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক,
লহ পিতৃলোক হতে ভক্তের প্রাণের গঙ্গোদক ;
জেনেছিলে উৎস কোথা মানুষের অশ্রু-ঝরণার,
স্বাতী তারা ডোবে যেথা, পেলে সেথা মুকুতার হার।

ছায়াকে ডাকনি তুমি, গড়িয়াছ কল্যাণ-সুন্দর
উপন্যাস-রূপ-রঙ্গ, কথা কহে কত নারী-নর।
জুড়ায় সুধার তৃষ্ণা চিরন্তনী তব পৌর্ণমাসী,
প্রতিভার বিদ্যুন্মালা ঝল্‌মলে লীলায় বিলাসি'।

তোমার বিজয়-বাদ্য ভেসে আসে শতকের পার,
শাশ্বত তোমার কীর্ত্তি, হৃদয় করেছ অধিকার।
যে মণি করেছ দান, মান-রূপে দীপ্ত তব শিরে,—
তের সূর্য্যকান্তমণি আলো করে পথের তিমিরে।

দেখায়েছ মুক্তি-স্বপ্ন, নাশিয়াছ নানা মিথ্যা ত্রাস,
জাতিরে-প্রবুদ্ধ-করা মাতৃ-তীর্থ করেছ প্রকাশ।

রামেন্দ্রসুন্দর

হায় বঙ্গবাণি,
পূজা-অর্ঘ্যে তব পুণ্য পদ্মাসনখানি
সাজাইয়াছিল যেই সাধক তোমার,
সে যে নাই আর!
পুড়ে গেছে ধূপ-ধুনা, গন্ধ তার পবনে পবনে
বিতরিছে ভবনে ভবনে
জ্ঞান-বৃদ্ধ শিশু সম, মধুভরা অন্তর নির্ম্মল,
শরতের চন্দ্রকান্ত হাস্য-জ্যোতিঃ আনন্দ-উজ্জ্বল,
সেই দিব্য প্রতিভার মৃগনাভি-ধারা,
কালের মরুভূ-তলে কোথা হ'ল হারা।

ছড়াইয়া গেল পথে কত রত্ন-মাণিকের কণা,
কে করে গণনা!
নন্দন-নেপথ্য হ'তে এল শেষ-বিদায়ের রথ!
মুখরিত চক্রে তার ক্ষুণ্ণ বঙ্গ-সাহিত্য-জগৎ।
গলে' গেছে চিত্ত তার, উছলিয়া রসের বরষা,—
এ কি নিয়তির লীলা, কোথা হ'তে চকিতে সহসা
এল ডাক,—'ওরে পান্থ, সাঙ্গ তব কর্ম্ম-অভিনয়,
মহীতল নিত্য গৃহ নয়।'
অন্তঃকর্ণে শুনিল সে, 'এই-আমি যুগ যুগ ধরে'
প্রবাহিত নব রূপে জন্ম-জন্মান্তরে।'
পরার্দ্ধ যোজন-গর্ভে রাশিচক্রে বিন্দুর লহরী
ধ্যান-যোগে আসে সে বিহরি'।

মনে পড়ে যেন কোন্ প্রহেলিকা-ভাতি,
এ জাগন্ত-ঘুমঘোরে স্বপনের সাথী।—
জ্যোৎস্না দেয় হাতছানি তায় ;—
মুকুলিত গীতিকাব্যে, সুকুমার ললিত কলায়,
সঙ্গীতের যাদুমন্ত্রে, কত কড়ি-কোমল পর্দ্দায়
শুভক্ষণে তারে ধরা যায়।
তুলনার অতীত সে অনির্ব্বচনীয়,
সে পরম প্রিয়।

হে রামেন্দ্র, হে সুন্দর, তব শুচি, শুদ্ধ, সৌম্য হাসি
স্মৃতির দর্পণে মম উঠিছে উদ্‌ভাসি,—
একদা তরুণ মনে তব পদতলে,
ছাত্রাসনে বসি' কৌতূহলে,
শিখেছি যে মহাশিক্ষা শ্রীমুখে তোমার,
মগন-চৈতন্যে জাগে প্রতিধ্বনি তার।

কহিতে প্রশান্ত কণ্ঠে,—"বহি' মোরা ভ্রান্তির পসরা,
সহি নিত্য, আধি-ব্যাধি-জরা।
অন্ধ হ'য়ে ধন-বিদ্যা-আভিজাত্য-মদে
সাধি অ-করুণ কর্ম্ম, নাহি বুঝি অনিত্য প্রমোদে
আমারি সে কর্ম্ম-ব্যূহ পরিণামে শত্রুরূপে মোরে
দেবে নিঃস্ব করে'।"
দিতে যাহা উপদেশ, নিজে তুমি চলিতে সে পথে,
সদ্-ধর্ম্ম সত্য-হিতব্রতে।

বিচিত্র আনন্দ-রাগ বাজে স্তব্ধ শঙ্খ-রন্ধ্র-পথে
লোকান্তরে অতীন্দ্রিয় প্রাণের জগতে—

সে আনন্দ অমৃতের, নির্ম্মাল্যের পরসাদী ফুলে
সুধাগন্ধে গেছ আজি সব ক্লান্তি ভুলে ।
পেয়েছ অভয় ঋষি ;—আজি তব কাছে
জন্ম-মৃত্যু-দেশ-কাল, হ্রাস-বৃদ্ধি শেষ হ'য়ে গেছে
দর্শনে বিজ্ঞানে ধনী, হে গুণীর শিরোমণি,
জাতীয় সাহিত্য-তীর্থ-তলে,
নব নব ভাব-গঙ্গা-জলে
ফলায়েছ অপূর্ব্ব ফসল ;—
চিরন্তন চিন্তামণি ভাস্বর তরল ।
হে বরেণ্য হে ত্রিবেদী, কীর্ত্তিধ্বজ অভ্রভেদী,
বিজয়-দুন্দুভি তব বাজে দিগ্‌দশে
অশ্রান্ত নির্ঘোষে ।

স্যার আশুতোষের উদ্দেশে

জ্ঞান-অঞ্জন-ধন্য-নয়ন কীর্ত্তি বিরাট্ পুণ্য-শ্লোক,
ইচ্ছা তোমার, শক্তি তোমার নিত্য বিজয়-যুক্ত হোক্ ।
দিব্য তোমার গুণগৌরব—শুভ্র যশের মুক্তাহার
মুক্ত-বেণীর দীপ্তি বিলায় দেশ-পরদেশ সিন্ধুপার ।
উপমা-অতীত পৌরুষ তব, সাধনা তোমার হোক সফল ।
শঙ্কা-হরণ তুমি আশুতোষ, বন্দি তোমার চরণ তল

বিদ্যা-সুধার রস-অভিষেক-তৃপ্ত তোমার প্রাণ উদার,
বক্ষে দয়ার মন্দাকিনীর সর্ব্ব-পাবন স্বচ্ছ-ধার ।
নবীন যুগের নব রাজর্ষি, জ্বলে তব তেজ হোম-শিখায়,
শীর্ষে উজল প্রতিভা-গঙ্গা, ললাটে অমৃত-টীকাটি তায় ।

লোক-মঙ্গল-কল্পে তোমার অক্ষয়-অতুল আত্মবল,
দেশ-জননীর শ্রেষ্ঠ তনয়, বন্দি তোমার চরণতল।

জন-শিক্ষার ভিত্তি-পাষাণে সৌধ তুলেছ, চূড়ায় যার,
সূর্য্য-কান্ত মণির দীপালি হরে ভারতের অন্ধকার।
শ্বেতাম্বরার রত্নবেদীতে প্রতীচ্য জ্ঞান-তপস্বীর
পূজার অর্ঘ্য পুঞ্জিত করি' সার্থক তুমি কর্ম্মবীর।
হে অদ্বিতীয় পুরুষ-সিংহ, নির্ভীক্ তব পণ অটল,
ওগো বরেণ্য, হে অপরাজেয়, বন্দি তোমার চরণ-তল।

মাতৃভাষার মন্ত্র-দ্রষ্টা, সত্য-ন্যায়ের মর্য্যাদায়,
অশ্বমেধের অশ্ব তোমার তুঙ্গ অচল লঙ্ঘি' ধায়।
ছন্দে ভাষায় কুলায় না হায় রচিতে তোমার স্তোত্র-গান,
নিবেদিতে মম মানস-ভক্তি কোন্ সপ্তকে তুলিব তান ?
অর্পিনু আজি অঞ্জলি ভরি' সচন্দন এ বিল্বদল,
ধর এ অর্ঘ্য, চির-কৃতজ্ঞ বন্দিছে ওই চরণ-তল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

একি মর্ম্মভেদী বাণী! একি হ'ল—এত অকস্মাৎ,
নির্মেঘ গগন হ'তে আচম্বিতে রুদ্র বজ্রপাত!
স্বপনেও নাহি জানি মধ্যদিনে সূর্য্যাস্তের শোক
আঁধারিবে বাণী-কুঞ্জ,—ভারতীর আরতি-আলোক,
বাষ্পাকুল আঁখিকূলে নেহারিব অস্ফুট মলিন,
আকার-হারানো শিখা হ'বে হায় ছায়ায় বিলীন!

হে কবীন্দ্র, বাণী-ভক্ত, মহাপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক,
পরিহরি' বসুধার এই মায়া-কন্দুক অলীক,
মহিমার উপাধানে রাখি' শির ঘুমাইছ সুখে,—
স্বপ্নহারা কি প্রশান্তি! কি নির্ম্মাল্য ভাসে তব মুখে!

যৌবনের কুঞ্জবনে, উৎসবের অশোক-মঞ্জরী
হিন্দোলাতে, যার সাথে মদালসা কবিতা-অপ্সরী
সম্ভাষিয়া হাসিমুখে, দিত দোল ভাব চন্দ্রিকায়—
সে আজি তাহারে লয়ে' উত্তরিল নবীন বেলায়।

সন্ধ্যার সীমন্ত-মেঘে ঢাকি' নীল-কজ্জল-অলকে,
সে আজি বাসর জাগে তার সাথে কোন্ কল্পলোকে?
পূর্ণ দধি-সমুদ্রের উর্ম্মি-শঙ্খ বাজে সুগম্ভীর,
অমরী ভাসায় তরী—এলোচুলে লুকায় তিমির।

প্রেম-চন্দ্রকান্ত-প্রভা, বক্ষে তব নির্ম্মিল' দেউল,
শক্তিমান্ পুরোহিত, মন্ত্র-চিন্তা-গৌরবে অতুল,
রঙ্গ-হাস্য-অশ্রু-উৎস, করুণায় সুমধুর প্রাণ—
আজি শুনিতেছ দেব, অমরায় চিরন্তন গান।

আরাধনা করে' গেছ মানবের-জীবন-মরণ,—
কল্পনার ফুল্ল পক্ষে সঞ্চরিছ নীরবগুণ্ঠন
রহস্য-রাজ্যের মাঝে—মৃত্যু দেছে দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া—
নব জাগরণ লভি' বেলাহীন নীলাম্বু চুম্বিয়া
কোথা যাও? পিছে তব গঙ্গোত্তরী; সমবেদনার
হিম-শিলা গলি' গলি' ঢলি' পড়ে রচি' পারাবার।

তা'র মাঝে হে বিজয়ী, জাগে ওই বলয়-রেখায়
হাসির প্রবাল-দ্বীপ, কান্ত বসন্তের সুষমায় ;
বহে' যায় অশ্রু-ফল্গু ফেনহাস্য আননে তাহার
উচ্ছ্বসিত হেমবিম্বে। অভিরাম সে চিত্রশালার
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, হাসিয়াছে স্বজাতি তোমার—
বুঝেনি দর্পণ-তলে বিরাজিত মূর্ত্তি আপনার।

জাতীয় কলঙ্কলজ্জা, জড়তার ধিক্কৃত গঞ্জনা,
সহিয়াছ মর্ম্মে মর্ম্মে আশীবিষ-দংশন যন্ত্রণা।—
দেখিয়া যে এসেছিলে সমুদ্রের পরপার হ'তে
মানবত্ব-'পিরামিড্' গড়ে কা'রা আত্মদান-ব্রতে
জাতিরে করিতে ধন্য। হে মহান্, যে উচ্চ, উদার,
জাগাতে এ মরা-গাঙে জীবনের সে নব জোয়ার,
প্রাণপণ আকিঞ্চনে তরী তব বাহিলে উজান—
জীবন্মৃত মোরা হায় তন্দ্রাঘোরে মেলিনি নয়ান।

পাসরি' প্রাণের হাসি আছে যারা মরমে মরিয়া,
জীবনের উপবন গেছে খর কণ্টকে ভরিয়া,
জ্বালায়ে পঞ্জরতলে হিংসার প্রলয়-হুতাশন—
ধূসর শ্মশান-মাঝে ঘোরে সদা প্রেতের মতন
ডেকেছ তাদের তুমি, তারা যে তোমার সহোদর,
হরষের সোম-রসে জুড়ায়েছ বিশুষ্ক অধর।

অলঙ্কৃত ছিলে, দেব, অপার্থিব প্রসাদে সম্পদে,
ফুটিল যে তামরস তোমার সে মানসের হ্রদে,
অফুরন্ত পরিমলে চিরদিন মাতোয়ারা করি'
রাখিবে বঙ্গের কুঞ্জ। অকপট অশ্রুর লহরী

অতরল করি' মোরা রচি' তব বিজয়-তোরণ,
তোমার স্মৃতিরে সেথা পুণ্যলগ্নে করিব বরণ।
শতাব্দীর ইতিকথা কীর্ত্তি তব রাখিবে গাঁথিয়া
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মাঝে রত্ন বেদী দিবে উদ্ভাসিয়া।

যাও আজি, হে কবীন্দ্র! মরণের মহার্ণব পারে,
যেখানে অক্ষয়-উষা আলিঙ্গিয়া লইবে তোমারে।
অবনীর রণাঙ্গনে লভিয়া গৌরব-উপায়ন
আলোকের পানে আজি খুলে দাও প্রাণ-বাতায়ন,
আনন্দের মধুবর্ণ চন্দ্রমল্লী করিয়া চয়ন,
পিঙ্গল চিতার ধূমে কর দেব, শান্তিতে শয়ন।

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্মশান-পাবকে পূত—রে বিদায়-ব্যথাতুর প্রাণ,
দেহের সীমায় আর পাবি না সে ঋষির সন্ধান।
নাহি সেই আত্মবিৎ, সার-সত্যে প্রবুদ্ধ-অন্তর,
ভারতীর পুরোহিত, তিরোহিত তাপস-প্রবর!
মুক্তি-স্নান শেষে আজি অমৃতের পুত্রগণ সাথে,
মিশেছেন দ্বিজোত্তম গৌরবের ভাস্বর প্রভাতে।

গুমরিছে মর্ম্মতলে, কোথা চলে' গেলে যশোধন?
কেঁদে ওঠে তোমাহারা—তব প্রিয় শান্তি-নিকেতন।
বনের সে পশুপক্ষী, হে ধ্যানী, মিলিত তব পাশ।
অপার সন্তোষে তুমি বিলাইয়া দিতে অন্ন-গ্রাস,
অসঙ্কোচে এসে তারা দিত ধরা তব স্নেহ-ডোরে,
আজি তারা কেঁদে চায়, ফিরে যায় হাহাকার করে'

মায়াজয় করি' আজি মুক্ত তব অপ্রমত্ত-হিয়া
আপোজ্যোতীরসামৃতে অভিষিক্ত ধ্রুব-মধু পিয়া।
অতীন্দ্রিয় সেই লোকে নব রাগে বাজে তব বীণা।
নিয়াছেন পূজা তব বাগ্দেবতা শ্বেত-পদ্মাসীনা।
নমি তোমা জ্ঞানবৃদ্ধ, মহর্ষির ধন্য বংশধর,
পরমা বিভূতি লাগি' ছিলে জাগি' ভোলা মহেশ্বর।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নমি তোমা কবি-ঋষি, বরণীয় অন্তরঙ্গ মোর,
তোমার বিহনে আজি ক্ষ্যাপা চোখে জলের লহর।
কে ভুলিবে সোম-কান্তি আকাশের সম নিরমল ?
কার কাছে যাবো ওগো, কে ফুটাবে মানস-কমল ?
স্তিমিত-তিমিরে যবে কালো হ'য়ে আসে দিগন্তর,
পথের ঘরের দ্বারে শুনি তব শুভ কণ্ঠস্বর।
দাক্ষিণ্যের বেদীতলে সঙ্গোপন স্নেহের উৎসব-
অবসানে—বাজে প্রাণে মৃত্যুর উদাস ভেরী-রব !
পড়ে নাই পূর্ণচ্ছেদ, ছেঁড়ে নাই বন্ধনের রাখী,
মহাসত্য মানি যারে—সে কি মিথ্যা ? পলকের ফাঁকি !

ভুলিতে পারি নি গুণী, কবির অমরাবতী-লোকে
মর্ত্ত্যের অমৃত স্মরি' আজো তব জল আসে চোখে।
ভোলনি মোদের বন্ধু, শুনিতেছ বিলাপের তান,
ভুলায়েছ বহু জ্বালা দুঃখে যবে বিধুর পরাণ;
তোমার চরণ-ধূলি পড়িত এ কাঙাল-কুটীরে,
মঙ্গল-বিভূতি নিয়ে পঁহুছিতে রোগাতুর-শিরে।

ভাঙেনি ধেয়ান তব জনতার কলকোলাহল,
'সাধনা'র পদ্মাসনে বাণী-তপে ছিলে অবিচল।
'চিত্রালি'র আলো-ছায়ে, 'বৈতানিকে' 'দোলা' 'মঞ্জুযা'য়,
'প্রসঙ্গে', 'করঙ্কে' তব রসধারা বিলাইয়া যায়।
মিশে যথা সরস্বতী 'প্রভাসে'র সাগর-সলিলে,
তেমনি মিশিয়া গেছ দিনান্তের দূর মহানীলে।
দেখা দিয়াছেন তোমা প্রেম-ঘন অরূপ বিগ্রহ,
যাঁহার লাগিয়া হেথা সহিয়াছ প্রবাস-বিরহ।
সাজায়ে মাটির দীপে আনিয়াছ আরতি-পশরা,
রুদ্ধ হ'য়ে গেছে শঙ্খ, রন্ধ্র তার অশ্রুকণা-ভরা।

দেশবন্ধু

হিমগিরি-কোণে দেবদারু-বনে 'পাগ্‌লা ঝোরার' ধারার ন্যায়,
অশ্রু-দরিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া মিলিত ভারত ভাসায়ে যায়,
নাহি সে মরমী বাঙালীর কবি—বাণীর পূজারী সে মৃগ-নাভি
জীবন-মৃতেরে অমৃত বিলায়ে মিটায়ে গিয়াছে দেশের দাবী।
ভোগ-মধু-মালা-মালঞ্চ ছাড়ি,' লভি' অন্তর-যামীর বর,
মহামিলনের অভয়-শঙ্খে উদ্বেল যাঁর প্রাণ-সাগর।
ভাগ্যবন্ত সন্তান সেই বিলাসী দুলাল বাংলা-মা'র
নিল সন্ন্যাস, খদ্দর-বাস, কল্যাণ-ধ্রুব-ভূষণ-সার;
একতায় পূত চরকার সূতো দীক্ষার বীজ-মন্ত্র যাঁর
দেশ যাঁর প্রাণ, জপ-তপ-ধ্যান,—সে দেশবন্ধু নাহিরে আর!

যাঁর মুখপানে তৃষিত নয়ানে চেয়েছে ভারত নির্ণিমেষ,
যাঁর তপোবলে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে এ মহাদেশ,

এশিয়ার নব বোধন-লগনে, গাহিলেন যিনি সেবার সাম,
শুচি-অশুচির বিচার ছাড়িয়া ঢালিলেন প্রেম মুক্তি-কাম,
সে গিয়াছে চলে' হাজার কাঁদিলে—আর না ফিরিবে সে মহাজন,
পূর্ণ আহুতি সঁপে দিয়ে গেছে, বরণ করিয়া নির্য্যাতন।
অসীম শূন্যে তাকাই মৌনে,—কেন গো অকালে পড়িল বাজ!
আব্‌ছায়া-মাখা চন্দ্র-তপন চোখের জলের কুহেলি মাঝ!
চঞ্চল কাল অচল হইয়া জয়-টীকা দিল ললাটে যাঁর,—
সে আজি নাহিরে, প্রাসাদে-কুটীরে ওঠে হাহাকার দিক্‌বিদার!

নীরব আজি সে বিরাট্-কণ্ঠ, লোক-মনে যাঁর সিংহাসন,
নাহি সে ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবক—শুনি' বিবেকের অনুশাসন
কর্ম্মেরে যিনি ঈশ্বর মানি' অর্ঘ্য দিলেন সকলি তাঁর,
মণি-কাঞ্চনে লোষ্ট্র-জ্ঞেয়ানে বিতরিয়া মৃৎ-পাত্র-সার,
সর্ব্ব-পাবন ত্যাগের অনলে নির্ম্মল হয়ে যে দান-বীর
যশের শরীরে পূজা পান হেথা—মৃত্যু নাহি সে গৌরবীর।
সত্যসন্ধ-ধর্ম্ম-জীবন সে চিরঞ্জীব নাহিরে আর,
অহিংসা যাঁর কবচ অজেয়, হারায়ে তাঁহারে দেশ আঁধার!
মর্ত্ত্য হইতে অমর্ত্ত্য-পুরে, অনিত্য থেকে নিত্য-লোক,
তিমির হইতে জ্যোতির পুলিনে চলে' গেছে সেই পুণ্যশ্লোক।

ওরে বাংলার কিশোর-কিশোরী, তোদের এ শোক সহেনা আর,
তোরাই যে তাঁর মমতার ফুল, নয়নের মণি ছিলিরে তাঁর।
তোদেরি বুকের দরদ জুড়াতে করেছেন যিনি অটল পণ,
শাশ্বত যাঁর প্রতিষ্ঠা-বেদী, অন্তরে মধু-বৃন্দাবন,
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তর্পণ তাঁর,—হও আগুয়ান অহিংসায়,
তাঁরি বাঞ্ছিত স্বরাজের পথে, প্রণমিয়া দেশ-দেবীর পায়।

সেই এক ঠাঁই ভেদ-জ্ঞান নাই—খ্রীষ্টান হিন্দু-মুসলমান—
চোখের জলের যুক্ত-বেণীতে করগো সকলে মুক্তি-স্নান!
হে ব্যথা-হরণ নিখিল-শরণ, দাও শোকাতুরে শান্তি-জল
মুছাও নয়ন, ঘুচাও বেদনা, দাও সান্ত্বনা, দাও গো বল।

রবীন্দ্র-আরতি

(জয়ন্তী উৎসবে)

জয়ন্তী প্রতিভাচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া, বিশ্ব চমকিয়া,
ভো রবীন্দ্র বাগীশ্বর, বাণী তব অবিস্মরণীয়া।
সপ্তাশ্বের রশ্মি করে এই পূর্ব্ব-আশার সৈকতে
কি অ-পূর্ব্ব আবির্ভাব দীপ্যমান হিরণ্ময় রথে!
যশের দুন্দুভি-তূর্য্যে দিঙ্‌-মণ্ডলে আরতি তোমার,
নমস্তে বিরাট-কণ্ঠ, চিরঞ্জীব, কবি-অবতার।

যেমতি পঙ্কিল নীর মিশি' পুণ্য জাহ্নবী-লহরে
হারায়ে মালিন্য তার দেবতার পূজা-ঘট ভরে,
তেমতি তোমার রস-নিষ্যন্দিনী ধারার বর্ষণে
নন্দিত নির্ম্মল হয়ে' বন্দি তোমা এ পরম ক্ষণে।
শ্রদ্ধার অগুরু-ধূপে পূজা দিতে আসিয়াছি আজ,
নির্ব্বাক্ করেছে চিত্ত উৎসবের ভেরীর আওয়াজ;
শঙ্খ সে দক্ষিণাবর্ত্ত মুখর মঙ্গল-সমীরণে,—
ক্ষম দোষ, ঘটে যদি ভকতের মন্ত্র-উচ্চারণে।

মনে পড়ে এক দিন পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার
শুনেছি তন্ময় হয়ে' তব দৈবী বীণার ঝঙ্কার'

সুন্দরের মন্ত্র দিলে তরুণের স্মৃতি-রন্ধ্র-পথে,
ধ্বনিল উদাত্ত গ্রামে মরমের পরতে-পরতে ;
দিয়াছিলে পরসাদ, পেয়েছিনু চরণের ধূলি,
আজও সেই গর্ব্ব জাগে, ভুলি নাই স্নেহস্পর্শগুলি।

প্রসীদ হে দীক্ষা-গুরু, তব তপো-নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
হোম-বৈশ্বানর সম অপ্রকাশে করিল প্রকাশ ;
অচিহ্নিত অনুদ্দেশে চিনিয়াছ আলোর স্বাক্ষর,
সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠায় বিদ্যোতিত উষ্ণীষ ভাস্বর।
সীমা হ'তে যাত্রা তব অসীমের অদৃশ্য উরসে,
ভাবের প্রশান্ত মহা-সমুদ্রের অতল-পরশে।

মৃত্যুঞ্জয় শৌর্য্য তব, বরপুত্র 'বিশ্ব-ভারতী'র,
আপনা হইতে অই পদযুগে নত হয় শির
ইন্দ্রচাপ নিন্দি' তব কল্পনার কার্ম্মুক টঙ্কারি'
উদ্ধারিলে মহানিধি, রত্নাকরে দূরে অপসারি'।
বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ-ভাগে লভিয়াছ ন্যায্য অধিকার,
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা নাহি তার।

গৌরবের 'গৌরীশৃঙ্গে' আরোহিয়া হে জিতাত্মা বীর,
পদ্মময় পাত্র করে দুহিয়াছ কল্প-ধেনু-ক্ষীর।
যে বিচিত্র অমরীরে যৌবনের রাখী-পূর্ণিমায়
পরাইলে রাঙা রাখী, সে অনিন্দ্যা বরিল তোমায়
স্বয়ংবর-সভাতলে ; প্রাণ-লক্ষ্মী, চিরন্তনী বধূ
যুগে যুগে নিবেদিল উন্মাদন 'মহুয়া'র মধু।
অদ্বিতীয়া যাদুকরী, কবরীর একবেণী তার
মুক্ত করি' অনুরাগে জড়াইলে মুকুতার হার ;
আলাপিলে সাথে তার পূরবিয়া নারাঙ্গীর বনে,
আধ-পরিচয়-ভরা, আধ-ভোলা জাগর-স্বপনে।

জীবনের অপরাহ্ণে, কবিতার দিবা-স্বপ্ন-পারে
তারই সে গোলাপ-কলি কবে ঢলি' পড়িল পাথারে !

তোমার 'ব্যথার পূজা' আজও কবি, হয়নি নিঃশেষ,
প্রদীপ-শিখার রূপে দুঃখ-মূর্ত্তি জাগে অনিমেষ।
প্রকাম-উন্মুক্ত তব আশ্রমের দ্বার-বাতায়ন,
তার মাঝে শান্ত তুমি মননের গহনে মগন।
দুঃসহ-সুন্দর-দুঃখ সুখ হয় যে সাধন-ফলে,
বিকাশে তৃতীয় নেত্র, অন্তরেতে স্যমন্তক জ্বলে,
রূপের সে অরবিন্দে, অরূপের মধু করি' পান,
"দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছ সন্ধান" ;
গানে-গানে, সুরে-সুরে, রূপে-রূপে, ছন্দের ক্রন্দনে
অনন্তেরে আলিঙ্গিতে চাহিয়াছ বাহুর বন্ধনে।

হে প্রসন্ন-উদাসীন, কি দেখিছ সন্ধ্যার বাউল ?
দীপ্ত জ্যোতিঃ-উপবীতে আবর্ত্তিছে গ্রহের বর্ত্তুল
সুদূর নক্ষত্র-লোকে,—দেশ-কাল-ঋতু-সংবৎসর
মন্থন করিছে কোন্ অনাহত সপ্তকের স্বর।
'হিমাদ্রি'র মেরুদণ্ডে বিসর্পিত প্রতিধ্বনি তার,
স্তব্ধ ব্যোম, স্পন্দমান গায়ত্রীর আদিম ওঙ্কার।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

সোনার জলে উজল তোমার রসে-ভরা ভূর্জ্জ-পাতার পুঁথি
বিলায় সুধা আকাশ-ঝরা সুরধুনীর প্রায় ;
ছন্দে নাচে বিশ্ব-জীবন, জুড়ায় সুরে উপোষিতের শ্রুতি,—
অক্ষয় আ-লেখ্য তোমার কালের অজন্তায়।

নিত্য করি অবগাহন পুণ্য তব কাব্য-প্রয়াগ-স্রোতে,
সহস্র দল, সহস্র রূপ তোমার মানস-লোক,
তপঃফলে বহাও বেণী দ্রবীভূত সূর্য্য-কান্ত হ'তে,—
ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শোনায় তোমার শ্লোক।

পদ্ম-বন্ধে আনন্দময় শব্দ-ব্রহ্ম মন্ত্র দিলে জীবে,
নিঃসীমতার আগমনী করলে উদ্বোধন,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু, ঈপ্সিত সেই পরম শান্ত শিবে
ধরলে ধ্যানে হে কবীন্দ্র, লও ফুল-চন্দন।

সরস্বতীর অমর তনয়, বারে বারে প্রণাম করি পায়,
চির-নূতন, চিত্ত-হরণ তোমার নিমন্ত্রণ ;—
তৃপ্তি দিবে এমন কিছু, নাই সেবকের পূজার পসরায়,
লও গুরুদেব দক্ষিণা লও শ্রদ্ধা-নিবেদন।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

লোকালোক শৈলপারে অস্তমিত জ্যোতির মণ্ডল,—
অন্ধকারে অভিভূত বিশ্ব মানবের মর্ম্মস্থল।
নমো নমঃ গুরুদেব, আর দেখা হ'বে নাতো হায় !
আশার শলিতা শেষ, প্রদীপের বুক পুড়ে' যায়।
যেথা গেছ সে মালঞ্চে ফুটায়েছ আলোর প্রভাতী,
অমর কবির লোকে মিলিয়াছে পরিচিত সাথী।
যাঁহাদের দিব্য স্বপ্নে অতীতের স্মৃতি উদ্ভাসিত,
স্বর্ণলঙ্কা, ইন্দ্রপ্রস্থ, কীর্ত্তির মেখলা অলঙ্কৃত,

পেয়েছ তাঁদের সঙ্গ রহস্য-নেপথ্য-অন্তরালে,—
চিরন্তনী জয়ন্তীর অজিত তিলক শোভে ভালে।

এ পারে নিবিল চিতা, ভেদিয়া ধূমের আবরণ
উত্তরিলে পিতৃধামে, অভয় শান্তির নিকেতন।
উপলব্ধি করিয়াছ তরঙ্গেতে সমুদ্র-আত্মার,
মানস-প্রয়াগে তব যুক্ত বেণী মুক্ত হয়ে যায়।
সত্য মহাকাশ-তুল্য, প্রলয়ে যা নিশ্চিহ্ন না হয়,
তুমি তারি তীর্থঙ্কর,—কবিতা সে তোমারি হৃদয়।

গৌরবের ধারা-ধ্বনি প্রদক্ষিণ করিছে ধরণী,
দিগ্বিজয়ী যশোমূর্তি, রথশীর্ষে সূর্য্য-কান্ত মণি।
উৎসব করিলে সুরু বাঙ্‌লার দখিন বাতাসে,
এই মাটি, এই জলে উচ্ছ্বসিত প্রাণের উল্লাসে।
চম্পকের পীত প্রভা, নীল ছায়া অপরাজিতার,
জবার সে রক্ত-রাগ প্রতিভাত কটাক্ষে তোমার।
বরণ করিল তোমা' উদয়-স্থন্দর ঋতুরাজ,—
ব্যথাতুর করি' তারে হে দরদী ছেড়ে গেলে আজ।

ঝরে বিচ্ছেদের অশ্রু তরুলতা পল্লব মর্ম্মরে,
সুখের আকূতি-ভরা মানুষের অতৃপ্ত অন্তরে।
কবিদের কবি তুমি, পেলে অনন্তের আলিঙ্গন,
সুপ্রসন্ন অন্তর্য্যামী, ধন্য গীতাঞ্জলি-নিবেদন।

কল্যাণ সঙ্কল্প তব, যোগ-দৃষ্টি, অক্ষয় পৌরুষ,
আদর্শ তপস্যা-ফলে মোরা সবে নূতন মানুষ।
ভাষণে ভূষণ দিলে, গানেরে দিয়াছ তুমি প্রাণ,
সুরের পিঞ্জর হ'তে রসের ঐশ্বর্য্য পায় ত্রাণ।

বিতরে অমৃত-বীজ অনবদ্য তব অবদান,
দ্বিতীয় মহাভারত বিরচিলে মহর্ষি-সন্তান।
দর্শন-পরিধি তব বৃহত্তম বৃত্তে মিশে যায়;
ভাস্বর স্বাক্ষর তব নবীন যুগের সংহিতায়।

অসীমের মানচিত্র আঁকিয়াছ সীমারেখাহীন,—
জাগিয়াছ যে দিবায়, যে উষায় তিমির বিলীন।
দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিলে মহীয়সী বাঙলার বাণী,
সার্ব্বভৌম বিদ্যাপীঠে পাতিয়াছ পদ্মাসনখানি।
তব বাক্-স্বাধীনতা, দেবদত্ত শঙ্খের নিনাদ,
উদাত্ত-বিরাট কণ্ঠ বিনাশে জাতির অবসাদ।
ডাক দিলে নিরাশ্বাস, পীড়িত, লাঞ্ছিত জনতায়,
উচ্চারি' স্বস্তি-বাচন আশিসিবে মৈত্রী-করুণায়।
উদ্বোধিয়া গণশক্তি ঐক্য-রাখী করিলে বন্ধন,
পুণ্য মন্ত্রে দীক্ষা দিলে।—গঙ্গাজলে করিনু তর্পণ।
যেখানে বিরাজ' তুমি অন্তরের শ্রদ্ধা সেথা যায়,
অচিন্ত্য অ-দ্বয় যিনি জানিয়াছ সেই অজানায়।
সর্ব্ব-রূপ, সর্ব্ব-রস, শব্দ যাঁর না পায় সন্ধান,
চরিতার্থ আজি তুমি, লভিয়াছ সেই আত্মস্থান।

অভিনন্দন*

আনন্দধ্বনির মাঝে বন্দি তোমা হে পণ্ডিতবর,
বাণী-সেবা-পরায়ণ, বীরছাত্র বিরাশী বৎসর।
নবীন পদবী তব যুক্তি-যুক্ত গৌরব-ভূষণ,
এ নহে অতিরঞ্জন,—অর্জিয়াছ মানীর আসন।
ভাষাতত্ত্ব-রত্ন সুধী, নিরমল তোমার বিবেক,
তোমারে বেষ্টন করি' আহ্লাদ-অমৃত-অভিষেক।
পূর্ব্ব-সুকৃতির ফলে মিলেছে পৌরুষ অবসর,
প্রাপ্য তব যশোমাল্য, লভিয়াছ সারস্বত বর।
সন্ধানী তারার আলো করে তোমা' পথের নির্দ্দেশ,
জ্ঞান-মন্দিরের চূড়া ধ্যাননেত্রে হের অনিমেষ।
রচিলে অনেক গ্রন্থ সংস্কৃতে, হিন্দীতে, বাংলায়,—
'সান্ন্যাল-জী' পরিচয়ে হিন্দী-ভাষী চিনিবে তোমায়।
লিখেছ দরদ দিয়া, আছে সৎ-সাহিত্য লক্ষণ,
গুণীভূত ব্যঙ্গ তব করে প্রাণে রসের দীপন।
তুলসীদাসের চেয়ে ন্যূন নহে আরাধনা যাঁর
সূরদাস—পদাবলী বাঙালীরে দিলে উপহার।
'কুরল' তামিল বেদ, কবি-তিরুবল্লুবর-কৃত,
ধর্ম্ম-অর্থ-কামশাস্ত্র মাতৃভাষে করিলে গচ্ছিত।
পুরাতন সুরে তার মানুষের মন বড় হয়,
ভারতীয় সংস্কৃতির চিন্তামণি-ভাণ্ডার অক্ষয়।
এ শুভ মিলন-লগ্নে শান্তিপুর-বাসী মোরা সবে,
একপ্রাণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিনু প্রীতির উৎসবে।

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্ন্যাল, এম্, এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পি-এইচ, ডি, উপাধিলাভে।

আদর্শ শিক্ষার বীজ বুনিয়াছ তরুণের মনে,
প্রাণপণ চেষ্টা তব সমাজের কল্যাণ সাধনে।
পূজ্য-পূজা-ব্যতিক্রম এ দেশে সম্ভবপর নয়,
নিজগুণে হে কোবিদ্, অধিকার করেছ হৃদয়।
এস শান্ত, বরণীয়, পূর্ণব্রত সফল-জীবন,
পর জয়ন্তীর টীকা, প্রতিভার স্পৃহণীয় ধন।

ডাঃ সতীশ চন্দ্র বাগ্চির উদ্দেশে,

ভালবেসেছিনু কবে কিশোর-বেলায়,
মনে মনে রসায়নে এক হ'য়ে যায়।
নানা দানে মোরে তুমি করেছ ভূষিত,
তব গ্রন্থাগার হ'তে পেয়েছে তৃষিত
চিরন্তন সাহিত্যের অমৃত-বিলাস,
মানুষের তপস্যার সত্য ইতিহাস।
বাক্যই সে অবতার, সেই দেবতার
ধ্যান-যোগে রস লোকে ভুলেছে সংসার।
চিনেছি তোমারে গুণী, হে সৌন্দর্য্য-লোভী,
ললিত-কলার কুঞ্জে স্বপ্ন-মৌনী কবি।
জীবন হ'য়েছে ধন্য, পুলকে তন্ময়,
তৃপ্ত অনুপম ফলে নাহি তার ক্ষয়:
জাগ্রৎ-স্বপনে হেরি মূরতি তোমার,
সব চেয়ে বড় কথা, মিলিব আবার।

শ্যামাপ্রসাদ-প্রশস্তি

[ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ-প্রাপ্তি উপলক্ষে]

অন্তরে গূঢ় বন্দনা-গীতি ছিল যা প্রকাশ-হীনা
উদাত্ত সুরে জাগায় তাহারে মিলিত প্রাণের বীণা।
মানুষেরা খোঁজে মনীষি-সঙ্গ, উদয়-প্রভাতে তাঁর
নন্দিত মনে গুণ-গুঞ্জনে নত শির সবাকার।
বসিয়াছ আজি যে রাজ আসন করিয়া অলঙ্কৃত
যুগে যুগে তাহা শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দনে মণ্ডিত।
সুরু হ'লো তব শুভ তপস্যা, হে বীর শক্তিধর,
নব জীবনের বিজয়োৎসবে হইলে অগ্রসর।
নিলে গুরুব্রত যাহা জন-হিত, যাহা চির-সুখকর,
তরুণগণের জ্ঞানের পরিধি কর' গো বৃহত্তর।
যোগাও ক্ষুধিত-মনের অন্ন, যেন সে জন্মগত
অধিকার বোধে বঞ্চিত হয়ে না থাকে ভীরুর মত।
ডাকিছে তোমারে কীর্ত্তির দূত, কর্ম্মের রথ এসে'
করে আহ্বান, উড়িছে নিশান ঊষালোক-উন্মেষে।
কালের পুণ্য পুঁথির পাতায় উজ্জ্বল কর' নাম,
নবীন বয়সে, নব পৌরুষে এস মনো-অভিরাম।
এস নির্ম্মল, দীপ্ত বিবেকে গৌরব-পদবীতে
এস অনিন্দ্য-সুন্দর হ'য়ে সহানুভূতির প্রীতে।
সত্য-মন্ত্রে যাত্রা পথের বিঘ্ন কর গো দূর ;
আকাশে বাতাসে ভাসে উল্লাসে স্বস্তি-বাচন সুর।
শোন' জনতার আত্মার কথা স্ফুরিত বারংবার,
সমুদ্র যেন মূরতি ধরিয়া গরজিছে অনিবার।
আদরে রচিত বরণের মালা কণ্ঠে পরায়ে দিতে
যাচি অনুমতি, হে উদার মতি, কত আশা জাগে চিতে।

বঙ্গবাণীর মণি-মন্দির স্বপ্ন-দ্রষ্টা যিনি
অজিত যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ তাঁরি পদরেখা চিনি'
তাঁহারি মতন হও মহাজন, পূরাও দেশের সাধ,
প্রসন্ন তব ভাগ্য-দেবতা, পেয়েছ আশীর্ব্বাদ।

কবি তারাপ্রসন্ন

ভালবাসি হে প্রবাসী, হে অজ্ঞাত কবি
মধুর তোমার সঙ্গ ; নও যশোলোভী।
শাল-পিয়াশাল বনে সুবর্ণরেখার
কূলে কূলে জাগে তব মুরলী-ঝঙ্কার,
সে সুরে কুলায়-ভোলা পাখীদের মন
স্বপ্ন-রসে গলাইয়া কর গো আপন।
ভ্রম' তুমি নিরজনে বালুর উপলে
সেখানে ঝরণা-পরী তালি দেয় জলে।
ঋতুর প্রমোদ-নৃত্যে প্রথম যৌবন,
কত কোজাগরী-রাতি করি' জাগরণ
রচিলে আনন্দময়ী তোমার 'মাধবী'—
(ধন্য তাহা রবীন্দ্রের কর-পদ্ম লভি)
প্রিয়াকে সাধের রাখী পরানো হ'ল না,
যৌবন জীবনে কেন দু'বার এল না ?
কি আর বলিব বন্ধু, এই না জীবন,
পর আদরের রাখী সুরভি-চন্দন।
কবি হ'য়ে হ'লে কর্ম্মী, নাই অবসর,
ভুলিতে পারি নি সেই পুরাণো বাসর।

স্মরণে*

জনম জনম যাহার পাণি পীড়ন করে' আস্‌ছ বন্ধু মোর,
আবার সে যে পড়্‌ল ছিঁড়ে, তোমার তরুণ ফাগুন ফুলের ডোর।
গুঁড়িয়ে গেল পাঁজর তলা বিদায়-বোঝার পাষাণ-ভাঙা ভারে,
জীবন-নায়ে জল ভরিল, পৌঁছিল না সুখ-দরিয়ার পারে।

মৃত্যু-কালো শূন্য নিখিল, উদাস-করা সকল হাসির সুর,
উষায় এল ভাসান দিয়ে, নতুন স্রোতে যায় সে কতদূর!
ছাইএর সনে ছাই মিশেছে, যেটুকু তার অমর চিরন্তন,
সেইটুকু বাগ্‌দত্তা সে যে নতুন যুগে কর্‌বে নিবেদন।

বক্ষতলের স্বপ্নাসবে রসিয়ে হিয়ার ব্যাকুল ওষ্ঠাধর,
'চির-নারী'র বরণ-মালা সেই তোমারে পরায় নিরন্তর।

আকাশ গাঙের আব্‌ছা বাঁকে, মহানীলের মিলন-মোহনায়,
অনন্ত সেই অন্তরঙ্গ, বুকের তলে হারাওনি তো তায়।
চোখের জলের মানস-হ্রদে, সেই তো অমল স্মৃতির শরৎ-ভরা,
গৌরবেরি নগ্ন কমল, সেই ফুটেছে শিশির-মোতি-ঝরা।

পরশ মণির সোনার ছোঁয়া পেয়েছে আজ তোমার মনের মণি,
শুকিয়ে গেছে প্রাণের স্নায়ু, ধমনীতে জমাট শোণিত ধ্বনি।

সামনে তোমার ঘুমন্ত পথ,, ছায়াপুরীর দুয়ার-প্রান্তে শেষ,
নেইকো আলো-নেইকো ছবি, পেরিয়ে চল' দীর্ঘশ্বাসের দেশ।

কান্না ধোয়া ভস্ম রাশে দাও লুটায়ে সিক্ত যূথীর হার,
বাহির থেকে নেই গো কিছুই, ভিতরকার এই দরদ জুড়াবার।

---

* ভারতী সম্পাদক, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নীবিয়োগে।

চিরসুন্দর

কুসুম-হারে সূতার সম লুকিয়ে আছ অ-প্রমাণ,
পাপ্‌ড়ি যখন পড়্‌বে ঝরে' হের্‌ব তোমায়, বিশ্বপ্রাণ!
ধূলামাটির এই পৃথিবী দিয়েছ নাথ পা'র তলে,
সেইখানে সে থাকবে পড়ে' বাঁধা করম-শৃঙ্খলে ;

কাল কি হবে ? দুর্ভাবনায় গল্‌বে না আর নেত্রজল,
দুঃস্বপনে চম্‌কে উঠে, কাঁপ্‌বে না এই বক্ষতল।
হাসে যেমন সরল বালক, হাসে ভুবন ভুলিয়ে রে ;
নির্ম্মলতা উথ্‌লে ওঠে আনন্দ-দোল দুলিয়ে রে!

তেম্‌নি করে' বইবে আমার হর্ষ-পীযূষ-প্রস্রবণ,—
শান্তি শুধু প্রসাদ-মধু, প্রেম-সাগরে সন্তরণ।
দিগ্‌বলয়ে রক্ত রবি পূর্ণ ব্রহ্ম-মূর্ত্তি যাঁর,
অন্ধকারে তারার হারে ব্যাপ্ত বিরাট নির্ব্বিকার।

দীপ্ত তাঁহার নয়ন-মণি—কে গণে তার সংখ্যা নাই!
রাত্রি দিবা যুক্ত-করে করুণা তাঁর চাই গো চাই।
কত সুযোগ, দীক্ষাগুরু হারিয়ে হেলায় অন্ধ মন,
প্রত্যহ তুই করিস্‌ সুরু নবীন নেশার অন্বেষণ!

সুখ-পিপাসায় শুষ্ক তালু, সুখ না মিলে, সুখ সে কই ?
হাত বাড়িয়ে পাই নে কিছুই বুক-ভাঙা এই দুঃখ বই।

কবে কোথায় সাগর-কূলে পেয়েছিলাম তার নাগাল,
আচম্বিতে মিলিয়ে গেল, চোখ মুছিনু, দীন কাঙাল।

নেহারিলাম কি হাসি তার, কি সারল্য মুখ 'পরে!
পদ্মফুলের মতন বিমল সুখ লভিনু বুক ভরে'—
সাম্‌নে আমার মুক্ত আজি দূর দেউলের পুণ্য-দ্বার,
হেরিনু মোর প্রাণেশ্বরের অতল অ-কূল প্রেম-পাথার।

বন-গিরিতে ঢের ঘুরেছি, মন ভরে নাই কিন্তু নাথ,
ঊর্দ্ধে চেয়ে উদাস বুকে উধাও ছুটি দিবস-রাত,—
জ্যোৎস্না-মেঘে মগ্ন পাখায় লগ্ন ফেনমঞ্জরী—
যাত্রী আমার পরাণ-পাখী নীল পারাবার সন্তরি'।

এই সুষমার সীমার শেষে ঘর বাঁধিতে উন্মনা—
ত্বর সহে না,—কোন্ ঠিকানা? ফুরিয়ে গেল দিন গোণা!
সকল স্মৃতি দাও ঘুচায়ে, থাকুক্ শুধু এক স্মৃতি,
জীবন থেকে দাও গো মুছে ভক্তিহীনের দুষ্কৃতি।

আজও তুমি যাও নি ছেড়ে আকাশ যে তার সাক্ষ্য দেয়,
ফুটিয়ে তোল' গোলাপ-কলি ফুল্ল-ললিত লাল শোভায়।
মধুমাসের হিন্দোলাতে মন্দ মৃদুল দোল-ভরে,
ফোটা ফুলের পরাগ-ধূমে কানন-বধূর অন্তরে।

অরুণ আলোর ফুল-ঝুরিতে চিরতরুণ আল্‌পনায়
বন্দে তোমায় স্বভাব-কবি ভূমানন্দ কল্পনায়।
বৃষ্টিধারায় তোমার বাণী শোনে সেবক তন্মনে,
আছ অ-তাপ অনলসম কঠিন শীতল ইন্ধনে।

মুহূর্ত্তেরি প্রমাদ-বশে যদিই তোমায় বিস্মরি,
ঘুচিয়ে দিয়ো, বিনাশিয়ো অবিশ্বাসের শর্ব্বরী।
ভাবী-দিনের মোহন মুখের ঘোম্‌টা ছিঁড়ে দেখ্‌রে মন,
জলে স্থলে সূক্ষ্মে স্থূলে শাশ্বত তাঁর সিংহাসন।

চিন্তা দিয়ে পথ বাহিয়ে ছুটিস্‌ মিছা, হয় না লাভ!
সাম্‌নে উজল অনিত্য জাল বুন্‌ছে মায়ার ঊর্ণনাভ।
যৌবনে নেই বিন্দু প্রমোদ, ক'দিন রূপে মন ভোলে?
সাম্‌নে নাচে ছিন্ন-মস্তা কাম-রতিকে পায় দলে'।

প্রহেলিকার গোলক-ধাঁধায় ক্রোশের পরে ক্রোশ চলি,
রহস্যময় পরশ-মণি ভর্‌বে কখন অঞ্জলি!
ঘোর বিপদের ছদ্মবেশে মঙ্গল আসে, ভয় কি তোর?
সাধন পথের বিভীষিকায় শঙ্কা কিসের আত্মা মোর?

বল্‌ দেখি আজ সকাল থেকে, হায় রে ক্ষ্যাপা চপল মন,
কি করেছিস? কি জপেছিস? হয়নি তো তাঁর নাম-স্মরণ।
সবার সেরা বন্ধু যিনি, ওরে কৃপণ, যাঁর দানে
পূর্ণ করিস মঞ্জুষা তোর, চাইলি না তো তাঁর পানে।

ডাক্‌লি নে সেই নির্ব্বিশেষে ইহার অধিক ভ্রান্তি নাই—
কোহিনূরের কান্তি হেরে কর্‌লি জমা কয়লা ছাই।
মৃত্যুশোকের শক্তিশেলে, গরলে প্রাণ জর্জ্জরে—
তুমি যারে বরণ কর, এই তুফানে সেই তরে।

অকূল সরিৎ সমুদ্রে ধায় কর্‌তে জীবন বিসর্জ্জন,
পথের মাঝেই উজান জোয়ার দেয় তারে প্রেম-আলিঙ্গন;

কোন্ মোহানায় তেম্নি আমায় আগ্ বাড়ায়ে লইবে নাথ ?
কোন্ লগনে কর্‌বে পরশ এই বিরহীর রিক্ত হাত ?

কুসুম-হারে সূতার সম লুকিয়ে আছ অপ্রমাণ,
পাপ্‌ড়ি কবে পড়্‌বে খসে' ? চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ।

অর্ঘ্য

আমার প্রাণের আধেক আগুন ধূসর ভস্মে ঢাকিয়াছি,
আধেক শিখায় তব আরতির প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছি।
পূর্ণিমা-রাতে চকোরী জাগিলে, মেঘের প্রান্তে জ্যোৎস্না লাগিলে
অশ্রু-উজল ঊর্দ্ধনেত্রে তোমারে বন্ধু ডাকিয়াছি।
নিথর নিশীথে নিভৃত কক্ষে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়াছি।

আজ বৃথা বায়ু চাঁপার গন্ধ, চামেলি-পরাগ হরিয়াছে,
আজ বৃথা মূক বকুল-কুঞ্জ মালতীর মালা পরিয়াছে,
বৃথা কাঁদে দূরে লোহিত রোহিণী, বৃথায় বাঁশরী গাহিছে সোহিনী
আজিকে বেজেছে প্রাণের সারঙ্, পাগলে পাগল করিয়াছে।

হে বঁধু, তোমারি বীজমন্ত্রটি ঊষর উরসে রোপিনু গো,
দিবস রাতিয়া অশ্রু গাঁথিয়া নামের মালিকা জপিনু গো ;
অঞ্জলি দিনু বিষাদ-প্রসাদ, বিকাশ' আমাতে তোমার যা সাধ—
তোমারি আলোক-ভরা এই চোখ তোমারি চরণে সঁপিনু গো।

এস আজ এস, এই বসন্তে তব আবাহন-মন্ত্র নাই,
নির্ম্মলা ঐ রাত্রি-রূপসী, জ্যোৎস্নার আদি-অন্ত নাই ;
কেন রহ দেব ধ্যান-ধারণায় ? কেন রহ প্রভু পূজা-পারণায় ?
মূর্ত্তি ধরিয়া এস মর্ত্ত্যের অযুত অশ্রু-সান্ত্বনায় ।

ঢেউ

উঠতি-বেলা পড়্তি-বেলা খেল্‌ছে খেলা দুই পাখায়,
কাজের খেলা—নেইকো স্রুরু-শেষ ।
আঁক্‌ছি ছবি আকুল প্রাণে বুলিয়ে তুলি ভুল-রেখায়,
আলো-ছায়ার আব্‌ছা-অনির্দ্দেশ,
অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে দ্বারের আগল খুল্‌ছে কে ?
যায় পুরাতন নতুন উষায় মরা-সোনার দাগ রেখে ।

হরিদ্বারে গঙ্গাসাগর উথ্‌লে ওঠে জান্‌ত কে ?
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌ছি সুদূর-দূর ।
লুকিয়ে-দেখে’ লুকিয়ে-শুনে’ আমায় কেন যায় ডেকে’
মৃত্যু-জীবন-সমান-করা স্রুর ?
চল্‌ছি পথে—নতুন বাঁকে ঘোরালো বন অন্ধকার,
এ কি গহন জীবন-কুহক, কতটুকুন্ সত্য তার !

পথ দেখিয়ে যায় রে নিয়ে একটি তারা অস্তমান,
বিদায়-করুণ দীর্ঘশ্বাসের রেশ ;
ঘুম-কুহেলির মধ্য দিয়ে চাঁদের ফালি দেখ্‌ছি ম্লান,
উজল করে দিগন্তরের দেশ ।

চোখের জলের যূঁই-চামেলি এমন করে' ঝরায় কে ?
পারের বাসর-বরণ-মালা আমার গলায় পরায় কে ?

দুঃখ-মিলন-দোলক দোলে, উতল গতি-ছন্দ-তাল,
অনন্তেরি প্রান্ত দু'টির মাঝে,
মাপ-কাঠিতে বারেবারে স্পর্শে তারে অবাধ কাল,—
সেই পরশে অমৃত-রাগ বাজে।
শুক্‌নো বোঁটায় ফোটায় কলি পুরানো সেই রস নূতন,
রূপ ধরে সেই সারা যুগের চির-অচিন্‌ চিরন্তন।

অমিতাভ

নমি অমিতাভ বুদ্ধ-বিভূতি, হে মূর্ত্ত ত্যাগ করুণাময়,
সত্য-সন্ধ বিবেক-দীপকে নিখিল-কুহেলি কর গো ক্ষয়।
কোন্‌ পশুঘাত-যজ্ঞশালায় খড়্‌গের তলে লুটালে শির,
উপাড়ি' ফেলিলে যূপদারু-মূল, হরিলে ধরার বলি-রুধির !

বাজালে শঙ্খ রাজ-সন্ন্যাসী, অলকার ভোগে নিলে বিদায়,—
কুমারের আঁখি প্রেয়সীর রাখী ভুলাতে তোমারে পারেনি হায়,-
ফল্গু-বেলায় গহন গুহায় মৌন হাসিটি ধ্যান-মগন,
জটাজূটে তব বাকল-ভাবিয়া নীড় বেঁধেছিল বিহগ-গণ !

নিরঞ্জনার অভিষেক-জলে কবে সারা হ'ল অবগাহন,
আভীরী মেয়ের পরম-অন্নে হ'লে প্রসন্ন ভয়-তারণ।
জীবনের মরু-রৌদ্র জুড়ালে ত্রিতাপ-হরা সে চন্দ্রিকায়,
বিশ্ববোধনী আনন্দ-বাণী মুক্ত অশোক-পূর্ণিমায়।

নমি নির্ব্বাণ-তন্ত্রের ঋষি, তোমার তপের ভর্গ-দীপ
ফলিত 'গৌরী-শঙ্কর'-চূড়ে উজলি' পূরব-অন্তরীপ ;
বাজিছে মৈত্রী জয়-জয়ন্তী-পুণ্য পবনে পাবন গীত,
শত মঠে শত হৈম-দেউলে আরতি তোমার বিশ্বজিৎ।

তিমির-হরণ রসাঞ্জনীতে অকলুষ করি' দাও এ-চোখ,
সপ্ত-দ্বীপার পদ্মবেদীতে দীক্ষা তোমার ধন্য হোক্।
স্বপ্নাহতের তন্দ্রা টুটিলে পলায় স-লাজে অলীক দুখ,—
মায়া-সরসীর মরীচি-পানীয়ে জুড়ায় কি কভু তিয়াষী বুক ?

দুঃখ কখন অ-দুঃখ হয়, দ্বিধা-চঞ্চল কাঁপে না প্রাণ,
নিবাত-প্রদীপ সম যেন হই, কর ভিক্ষুরে বর-প্রদান !
বাসনার বীজে ভ্রূণরূপে আর কে চাহে হইতে পুনর্জাত
কোথা জ্বালা-মুখী-শিখা নির্ব্বাণ ?   দাও জয়কেতু হে মহাতাত

পরম ক্ষণ

আজ বেসুরা 'এক-তারা'তে তার জুড়িনু বুক ছিঁড়ে',
মন-নদীতে প্রতিধ্বনির ছড় টানিনু শেষ মীড়ে।
স্বপ্ন ছিল, ধ্যান ছিল যা, রূপ ধরে' তা দেয় দেখা—
একলা পথের যাত্রী তবু,—আজ্ তো আমি নই একা !

মন্ত্র পড়ে অরুণ-আলো আকাশ-ভাষার ইঙ্গিতে,—
নবীন গ্রহের আঘাত পেয়ে, মন উতলা কোন গীতে,—
নদীর বালি, বনের আলি, গিরির জটায় সূর্য্যোদয়,
সুদূর দরীর নির্জ্জনতা, গৌরবে গায় আলোর জয়।

হাওয়ার গানের চাইতে মধুর গান গেয়ে কে যায় চলে'?
বন-লতিকার ফুল-মেখলা এলিয়ে পড়ে তার কোলে।
দূর জনমের লক্ষ যুগের মিলন-ভরা আব্‌ছায়া,
আধেক-গাওয়া গানের কলি, ভুলিয়ে দিল সব মায়া।

রৈবে কে আর বন্দী হ'য়ে এই গ্রহেরি পিঞ্জরে?
ক্ষুদ্র আমার মানস-শঙ্খ সাগর-সুরে যায় ভরে'!
অদৃশ্যে আজ বিশ্বাসিনু, নিত্য ধ্রুব সত্য সে,
মগ্ন হ'ল সন্দেহ সব আনন্দেরি প্রেম-রসে।

ঝরা ফুল

আজি দিব দেব, জীবনাঞ্জলি ঢালিয়া,
চিত্ত-দেউলে 'পঞ্চ-প্রদীপ' জ্বালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে রহিয়া রহিয়া গো।

মেঘ-সীমন্তে চন্দ্রকান্ত ফুটায়ে,
ইন্দ্রধনুতে রঙ্গীন প্রাবার লুটায়ে,
ভূধর-সোপানে ময়ূর-কণ্ঠ ময়ূখে এস হে নামিয়া।

বহাও ভুবনে ভাবের অলকনন্দা
আসুক্‌ ভাসিয়া দিব্য যোজন-গন্ধা,
নন্দন-ঝরা পারিজাতরাজি, মন্দার অপরাজিতা—
তুলি' হিল্লোল পরাগ-সাগরে এস স্বর্লোক-সবিতা।
রত্ন-প্রবাল স্যন্দনে ব্যোম আন্দোলি',
দীপ্ত কিরীটে 'আকাশ-গঙ্গা' চঞ্চলি'

হে বুধোত্তম, এস ভক্তের হৃদয়োৎপলে নামিয়া—
কাঞ্চন ছটা ধূর্জ্জটি জটা ঝরুক্ গলিয়া ঢলিয়া।
কবে কোন্ দিন মধু-চন্দ্রিকা-ক্ষীরোদে,
যোগাসন তব হেরিব কুন্দ-নীরদে—
এ 'একতারায়' কর্কশ-রূঢ়, গিট্‌কিরী যাবে থামিয়া।
তব পদতলে হৃদয়-অগুরু জ্বালিয়া
ঝরা ফুলে ভরা ডালি দিনু আজি ঢালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে রহিয়া রহিয়া গো।

আত্মদান

হে প্রেয়ান, প্রিয়তম প্রিয়,
আমারে তোমার ক'রে নিয়ো।
উঠিবে অগুরুগন্ধ প্রসন্ন প্রভাতে,
পুণ্যদ দক্ষিণ বাতে, সবিতৃ-সাক্ষাতে
পাণিতলে দিব প্রেমপাণি,
হে সম্রাট্, আমি তব রাণী।
জ্বালায়েছি প্রাণপণে পূত বৈশ্বানর
অহোরাত্র যুগ যুগান্তর;
এস সেই স্বর্ণ-শিখা প্রদক্ষিণ করি,
এস আজি মিশি দোঁহে সরম সম্বরি'—
লাজাঞ্জলি করি সমর্পণ;
শুভশংসী আজি হুতাশন।

চন্দন-চর্চ্চিত তনু ঢাকি চীনাংশুকে
যাব তব গৃহ-অভিমুখে,

বাজিবে অদূর দুর্গে জাগরণী তূরী,
রথ-শ্রান্তি শেষে দোঁহে প্রবেশিব পুরী
তব প্রিয় পরিচিত দেশে,
নত নেত্রে বরবধূ বেশে।
ঝঞ্ঝনা উঠিবে ত্রস্ত শোণিতে স্নায়ুতে
ক্লান্ত বক্ষে, স্ফুরিত বাহুতে ;
জড়াইয়া ফুলডোরে সোহাগে আদরে,
রচিও চুম্বন-চিহ্ন কম্পিত অধরে
হে সুন্দর, হে করুণাময়,
পূরায়ো প্রথম অনুনয়।

দেবোদ্দেশে

জীবনে মরণে যাব তব পিছে পিছে,
তনু-মনঃ-প্রাণ তব পদে লুটায়েছে
দিবস-যামী।
তোমারি চরণ-চিহ্নিত পথে
দূর নির্জ্জনে দেব সাথে সাথে
রহিব আমি।
ওই যে ঝরিছে কদম কেশর,
ইন্দ্রধনুর বরণের স্তর
অম্বর আলো করিয়া,—
সমুখে আমার দাঁড়ায়েছ দেব
অমৃতে নেত্র ভরিয়া।
কোথা ছেড়ে যাবে ধ্রুবতারা মোর,
নিখিল স্বামী ?
সকল হৃদয় লুটায় ও পায়
দিবসযামী।

অবারিত মাঠে নীল আকাশের তলে
তোমার আরতি করিব আঁখির জলে
জানিবে কেবা !
আমার যা কাজ আমার যা ব্রত,
করিব শুধু গো হ'য়ে অবনত
তোমারি সেবা।
শীর্ণ তটিনী গান গেয়ে যায়
মালতী ললিত বকুল তলায়,
মালা গাঁথে বালা সখার গলায় পরাবে ব'লে,'
দেখি নাই ফিরে, পিছে পিছে তব এসেছি চলে'।

মনে পড়ে সেই সন্ধ্যায় কবে
রবির আবীর ফুরাইলে নভে
বনের পাশে
কিরণ-রচিত শরীরে তোমার
গুচ্ছ গুচ্ছ দোলে ফুলহার
মৃদু-বাতাসে।
নিবে-আসা দিন ধূসর মলিন
পূরবীর তান মুরলীতে লীন
মন্থর শশী আকাশে,
শুভ্র মেঘের আঁখি উৎসুক
জ্যোৎস্নার সুধা-তিয়াসে।
ছায়ার মতন মিলাইলে প্রিয় সহসা কোথা,
ফুরাল না আর এ পথহারার প্রাণের ব্যথা।

যাচনা

হে প্রিয় আমার মৌনমোহন পরম দয়িত ধ্রুব,
এ মরু-জীবনে আজি উৎস্থিত অমৃত উৎস শুভ।
আজি মূহূর্ত্ত মিলন মধুর, সফল প্রেমের ব্রত।
এস সখা এস মঙ্গলময়, আমার মনের মত।
অর্প' চরণ আমার জগতে দুর্ব্বলতায় ভুলে,
তুচ্ছ আমারে তুলে লও তব উচ্চ বক্ষ-কূলে
মোর এ শুষ্ক পাণ্ডু অধরে চুম্বন কর দান,
স্নায়ুতে শোণিতে আসুক বন্যা ভাঙ্গিয়া সর্ব্ব প্রাণ।
মন্থন করি' অন্তর মোর হে অনুত্তম নাথ,
তর্পিয়ো তৃষা ওগো প্রাণাধিক দাও প্রসারিয়া হাত।
মেঘের প্রান্তে প্রভাত-রৌদ্রে শুভ্র উজলতর,
তুমি যে গো প্রিয় আরো প্রদীপ্ত আরো মনোমোহকর।
তৃণে তৃণে ওই বিনাসূতে গাঁথা মোহন মোতিম মালা,
লুণ্ঠিত ওই শেফালী ফলিত কোমল-কিরণ-ঢালা,
ওই মালাখানি এ দীন ক্ষুদ্র হৃদয়-অর্ঘ্য সাথে
এ শুভ প্রভাতে নবীন শোভাতে সঁপিতেছি তব হাতে।
লও প্রভু লও করুণা করিয়া উদ্দেশে সঁপিলাম
মোর জগতের মলিন মাধুরী মরমের অভিরাম ;
দাও দাও তব মনের মহিমা রেণু-কণা-পরিমাণ
কান্ত আঁখির অমৃত ধারায় শান্ত হউক প্রাণ।

প্রাণের ভাষা

অপমানে চূর্ণ কর আমার অহঙ্কার
দীর্ণ কর অবিশ্বাসের পাষাণ গুরুভার—
সন্তানেরে শাস্তি দিতে
বাজবে ব্যথা দয়াল চিতে,
তুমিই আছ বিপথ হ'তে আমায় ফেরাবার।

তরুণী মোর হিংসা-বধূ ভুলিয়ে নিল প্রাণ,
প্রেম যে সেথা পরাজয়ে ব্যথায় ম্রিয়মাণ—
মোহ-মদের মত্ত হাসে
যায় সে ফিরে তোমার পাশে,
সেইখানে তার সব বিরহ আশার অবসান।

দেখতে তোমায় পাইনে বলে' সুখ তো নাহি নাথ,
কখন তব নাগাল পাব, বাড়িয়ে আছি হাত,—
ডাক্‌ছি তোমায় শূন্য জুড়ে'
আকাশ-ধ্বনি আস্‌ছে ঘুরে'
তারার সাথে জাগছি একা প্রভাত-হারা রাত!

অশ্রু আমার অশ্রু নহে—নয়ন-পাতা-ভরা,
বিরহেরি শরৎ রাতের শিশির-কণা ঝরা;—
হৃৎ-সাগরের বেলার পরে,
তুষার-শাদা ফেনার থরে
ফুট্‌বে না কি আলোর লীলা ভুবন-মনোহরা!

মঙ্গল-গীতি

যেই ভারতের মহাভূমিতলে যজ্ঞের হুতাশন,
পরমোজ্জ্বল স্বর্ণ-শিখায় প্রভাসিল তপোবন;
মূরতি ধরিয়া অমৃত মন্ত্র পুণ্য হবির গন্ধে
প্রতিধ্বনিল ঋষির কণ্ঠে সাম-গায়ত্রী-ছন্দে;
ওঁকার বীজে জনম লভিল যেখানে বর্ণমালা;
নিবেদিত যেথা বাগ্‌দেবী পদে পূজার পদ্ম-ডালা;
বাল্মীকি ব্যাস রচিল রুচিরা কবিতা-কল্পলতা,
বেদ বেদাঙ্গ, ব্রহ্মবিদ্যা, গীতা, ভাগবত-কথা;

গণিত যেখানে ধায় অনন্তে, অভয়ের পদ বন্দে ;
সত্য যেখানে নিত্য শোভায় মিশে সচ্চিদানন্দে ;
সেই ভারতের বেদী-মণ্ডপে ভস্মের টীকা পরি'
দাঁড়াইনু আজি মঙ্গল-গীতি-মন্ত্রে কণ্ঠ ভরি'।

ভূধর কহিছে যাঁহার মহিমা মরুতের কানে কানে,
ঝঙ্কার ওঠে নীল জলধিতে উতরোল কলতানে।
যিনি বরেণ্য, বরদ, পূর্ণ, জয়-মঙ্গল-দাতা,
লীলা যাঁর এই দ্যুলোক ভূলোক, যিনি পিতা, যিনি মাতা।
জ্যোতি-রূপ যাঁর মণি-কাঞ্চনে রস-রূপ তরু তৃণে,
পরিমল রূপ প্রসূনে প্রসূনে, ধ্বনিরূপ চিদ্ বীণে ;
জীবনে যাঁহার আনন্দ রূপ, মনঃ বুদ্ধি ও জ্ঞানে,
শুক সনকাদি নিমগন যাঁর ঐশ্বর্য্যেরই ধ্যানে ;
নীল-উৎপল-দল-ভাতি-রূপ পরকাশে চরাচরে,
কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গায়, বারাণসী, পুষ্করে।
শাশ্বত যাঁর করুণা-উৎসে রচিত বিশ্ব-ব্যোম,
তারকা-ভূষণ রাশির চক্রে বিহরে সূর্য্য, সোম।
যিনি অক্ষর, অবারিত যাঁর প্রেম-ভাণ্ডার-দ্বার,
তাঁহারি কর্ম্ম তাঁরে সঁপিলাম, ফলে নাহি অধিকার।

পূজার্থিনী

কোন্ মহাকাল-মন্দির-পথে চলেছ একেলা রাণি,
আদরের গুয়া-চন্দন-চুয়া উপহার-ভরা পাণি ?
বরূপাক্ষের কিরীটের ভাতি
উজলিবে বধূ-বরণের রাতি,
চির-জীবনের ধ্যান-সুন্দরে নিবেদিবে ধূপ-দানী।

মধুমঞ্জরী ঝরিয়া-ঝরিয়া পথরেখা দেছে ঢাকি,
চরণ ফেলিছ, ঝুরো পাপ্‌ড়িতে কাঁপিছে পরাণ-পাখী।
কবে সে তোমার পাষাণ-দেবতা
পূজারতি-শেষে কহিবেন কথা ?
গাহন করিবে অমিয়া-সায়রে ধেয়ানে মুদিয়া আঁখি।

বৈষ্ণব-কবি

অবগাহি' অলকার নব গঙ্গাজলে,
কল্পরতি-পরসাদে রস-তরুতলে
ধ্যানের আসনে বসি' সুধা-নিমন্ত্রণে,
প্রেমের পরম তীর্থে অরবিন্দ-বনে,
তোমরা হয়েছ ধন্য অমৃত-বিলাসে—
ভাসায়ে দিয়েছ দেশ রসের উচ্ছ্বাসে।

তোমরা গেয়েছ গুণী বাণী উপবনে
চির বসন্তের শ্রীতে মুরলী নিস্বনে—
"না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে।"

রাধা হ'য়ে বিরহের শাঙন রজনী
জাগিয়াছ একাকিনী পল গণি' গণি',
ফিরিয়াছ কেঁদে কেঁদে যমুনার কূলে
না হেরি' তমাল-নীলে তমালেরি মূলে।

কোথা সে বাসক-সজ্জা ! মালতী-মল্লিকা
ফুলের শিথান রচি' নবীনা বালিকা,

"ফুলের আচিরে আর ফুলের প্রাচীরে,"
ফুলশরে মূরছিতা নাথের মন্দিরে !

দোদুল ফুলের হার ভুজঙ্গের প্রায়
নিশি শেষ—ওই বুঝি বাঁশী শোনা যায় !
প্রেম-পাগলিনী হয়ে নীল নীপবনে
নাথের রাতুল পদে বসি আন্‌মনে
ভাবিয়াছ—কোথা প্রিয়, কই সে আমার—
দু'নয়নে দর দর ঝরেছে আসার ;
কৌতুকে হাসিয়া হরি সোহাগের ভরে
মুছায়ে দেছেন আঁখি আপনার করে।

রাখালের বেশে রাই গোঠে গেল কবে,
কবরীতে চূড়া বেঁধে' দিল সখী সবে,
কটিতটে দিল ধটী ; রতন-নূপুর
চরণেতে রুনু রুনু বাজিল মধুর !

কবে সেই মানভঙ্গ ! শ্যাম-অনাদরে
ধীরে ধীরে বিরহিণী মরিবার তরে
ভাসাল যমুনা জলে সোনার বিজুলী—
নেচে ওঠে তালে তালে কালো ঢেউগুলি।

চন্দ্রাবলী-কুঞ্জ ছাড়ি' হেন কালে হরি
কহিলেন সেথা আসি' বিপ্র-বেশ ধরি',—
"হে কিশোরি, মরণ সে শ্যামেরি সমান
নিকরুণ তব প্রতি—ছাড অভিমান।

হে তরুণি, মরণের আছে কত দেরী
বলে' দিতে পারি যদি করকোষ্ঠী হেরি ।"
মানময়ী বাড়াইয়া দিল হাতখানি,
পরিচিত পরশনে শিহরিল পাণি ।

একদিন বৃন্দাবন অন্ধকার করি'
দ্বারকার সিন্ধুকূলে চলে' গেল হরি ;
তন্দ্রাঘোরে হেরে সেথা রাধিকার মন
অশ্রুধারে ধৌত কার আঁখির অঞ্জন ।
তনু মন ডালি দিয়ে রুক্মিণী-সুন্দরী
পারেনি বাঁধিতে তাঁরে পাদপদ্ম ধরি' ।

চমকিয়া ওঠে রাই চন্দন-পরশে
অলি না গুঞ্জরে আর কমল-সরসে,
মালঞ্চে না গাহে পাখী, ফোটে নাকো কলি—
মাধবের অদর্শনে বিরস সকলি ।

কতদিনে প্রাণবন্ধু পরবাস থেকে
ফিরে এলো—আচম্বিতে ওঠে সারী ডেকে,
ফোটে ফুল,—ভুজে ভুজে আকুল বন্ধন—
চিরন্তন রসরঙ্গ অনন্ত যৌবন ।

রাসেশ্বরী-সৌন্দর্য্যের গৌরব-বিহারে
বাঁধিল সে রসরাজে বরণের হারে ।
কোথা মধু অনুরাগ, অমৃত-পুলিন ?
মণির মৃণাল-বৃন্তে ফুটেছে নলিন—

কোন্ অরুণের রাগে পাব প্রাণনাথে ?
কোন্ মন্ত্রে, কোন্ তন্ত্রে প্রেম-অশ্রু-পাতে
কোন্ কুঞ্জে দেখা দিবে মদন-মোহন ?
অন্তরে পাইব ফিরে অন্তরের ধন।

পণ

সিন্ধু ধূমায়মান,
জ্বলৎ সূর্য্য, গ্রহের তূর্য্য গাহে বন্দনা-গান,
হে ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণ।
তুঙ্গ তুষার-স্তূপ
তোমারি বিশ্ব-যজ্ঞের বেদী, তুমি বরেণ্য-ভূপ।
মোদের পিতৃগণ
তোমারি সত্য-বিচিত্র পথে করেছে অন্বেষণ।
তাঁদেরি পদক্ষেপে
ধ্বনি ডুবে যায় প্রতিধ্বনিতে বিপুল পূর্ণ ব্যেপে'।
স্ফূরৎ তড়িৎ-কণা,—
কত দধীচির অস্থি-রচিত অনন্ত নাগ-ফণা।
জননী-গর্ভ-বাসে
শিশু শুক-দেব ঋষিত্ব লভি' মায়া-অবিদ্যা নাশে।

আমরা ভাগ্যবান্,
দিগ্-অতীতের ওপারে ধ্বনিত অপৌরুষেয় গান।
দাঁড়ায়েছি গরীয়ান্,
অন্ধকারের নিগূঢ় রন্ধ্রে বিদ্ধ জ্যোতির বাণ।
ধাই দিবা-শর্ব্বরী,
জনম হইতে জনমান্তরে অজেয় শকতি ধরি'।

পুরষকারের রথে
চূর্ণ করিয়া অদৃষ্ট বাধা ধাই সিদ্ধির পথে।
কালের পরিধি-শেষে
অর্থ যেখানে পরম ঋতের অমৃতার্ণবে মেশে।
অশোক-অভয় ঠাঁই,
অগ্রসরিব নিষ্ফলতার কল্পনা যেথা নাই।
দলি পার্থিব ধূলি'
মাহেন্দ্র যোগে মহাপ্রস্থান আনন্দ-ধ্বজা তুলি'।
সিন্ধু ধূমায়মান,
জ্বলৎ সূর্য্য, গ্রহের তূর্য্য, গাহে বন্দনা-গান।

খোঁজা

আকুল পরাণ ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে ওঠে কোন্ স্বপনে ?
ফুটেছে মোর পূজার মুকুল কাঁটার মাঝে মাঝে।
শিশির-ঝরা পাতার মত, নয়ন-তারা আপ্‌নি নত,—
আরতি-দীপ জ্বল্‌ল না মোর এমন ধ্যানের সাঁঝে!

কি জপ জপি, কি তপ তপি ? কোন্ বেদীতে অর্ঘ্য সঁপি!
মন-দেউলে কোন্ অজানা লুকায় আমার কাছে।
কোন্‌খানে, কই ? দেখ্‌তে না পাই, নিখিল খুঁজে নিখিল হারাই,
কোন্ শুকানো অশ্রু ধারায় পথ আঁকিয়া গেছে।

চল্‌ছি কোথা দৃষ্টিহারা! যায় না কিছু চিনতে পারা,—
কেউ তো ডাকে দেয় না সাড়া,—থাম্‌ল বাঁশীর তান।
দেয় না দেখা বন্ধু আমার, পথ ফুরানো শেষ অভিসার,
কত যোজন বিচ্ছেদে হায় শান্তিহারা প্রাণ।

শিউলি যেমন অৰ্দ্ধরাতে সব ঝরে যায় আঙ্গিনাতে
শিউরে ওঠে মৰ্ম্ম-ছেঁড়া ফুল-হারানো বোঁটা,
তেম্‌নি ঝরে আঁখির ঝারি, পথ চেয়ে যে রইতে নারি,
গল্‌ছে খেদে কেঁদে কেঁদে আকুল আঁখির ফোঁটা।

পূজা

প্রভাতে পথের বাঁকে গ্রামের শেষে,
বালিকা তরুণ তনু শুধাল এসে,—
"পথিক কোথায় যাও ? একবার ফিরে চাও।"
নীল চোখে কালো তারা চিনি না কে সে,
ধরিল আমার হাত ঈষৎ হেসে।

শুভ্র মেঘের খেলা শরৎ-নভে,
রাখালের বাঁশী বাজে ললিত রবে।
ফিরিছে পাড়ার মেয়ে ঘট নিয়ে পথ বেয়ে,
আনমিয়া মুখখানি বালিকা তবে
আমারে কহিল,—"পূজা করিতে হবে।"

পথের পাশেই তার খেলার ঘরে
দেখিনু পুড়িছে ধূপ গন্ধ ভরে।
"চন্দন, ফুল নাও লক্ষ্মীর পায়ে দাও
এনেছি সোনার ধান কাঠায় ভরে।"
বলিয়া পূজার শাঁখ বাজায় জোরে।

প্রণমিনু কমলার চরণ-তলে,
সাজানু ভকতিভরে স্থল-কমলে।

পূরিল তাহার সাধ, দিল মোরে পরসাদ,
দক্ষিণা দিল হেসে বাড়ায়ে পাণি
চক্‌চকে নতুন সে ছোট দু'য়ানি।

হেরিনু নদীর পারে বনের সীমা,
টলমল করে জল গাঢ় নীলিমা।
ছোট কুঁড়ে, ছোট চালা, মেঠো পথে গাছ-পালা,
শ্যামল ধরণীতলে কি তরুণিমা,
ছায়া আলোকের ছবি বনের সীমা।

মিলন-বিপুল ওই গগন-ভূমি,
জীবনের নব শোভা রহে কুসুমি'—
কোথা এ সুষমা নাথ, এস ধর' ক্ষীণ হাত
আমার মহান্ নেতা, আমার তুমি।
মিলন-বিপুল ওই গগন-ভূমি

মুগ্ধ হৃদয় এই শোভার মাঝে
স্ফুরণ বিহনে হায় লুকায় লাজে।
চারি পাশে দূরে কাছে, কত ফুল ফুটে আছে,
হায় মোর বিফলতা সকল কাজে,—
কোথা যাই কার কাছে অতিথি-সাজে?

আগমনী

এস মা অভয়-বরদ-মুদ্রা-ধারিণি,
এস মা জগৎ-তারিণি,
ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে ডাকি সঙ্কট-হারিণি,
এস মা গগন-চারিণি।

দেবগণ-দেহ-সম্ভূত-তেজোময়ি মা,
এই ত্রিভুবন-চক্রের দোলে দোলায়িত তব মহিমা।
সপ্ত-সাগরে হৈম-কুম্ভে অভিষেক-বারি ভরিয়া,
শ্বেত-দ্বিরদেরা শুণ্ড ঘুরায়ে ঢালে ধারা তব শিরসে,
পুণ্য-করা সে স্নান-জল-কণা পড়িছে ঝরিয়া-ঝরিয়া,
পলি-মাটি-গড়া এই সুফলার উরসে।

এস মা বঙ্গে আঁচল লুটায়ে গঙ্গা-নদীর দু'কূলে,
নব-পত্রিকা-পুষ্প-লতিকা-চিত্রোৎপল-মুকুলে।
শুনি আবাহন-স্তবনের গীত রচিত রুচিরা ছন্দে,
নীল অম্বরে লহরিয়া ওঠে তব আগমনী-গীতালি,
ভাব-রসে-গলা বাঙালীর প্রাণ আজি মা তোমায় বন্দে,—
শত্রুও হেরি বন্ধু হইয়া করে কোলাকুলি-মিতালি।

সাজায়েছি মোরা পূজার পশরা, জ্বেলেছি আরতি-দীপালি,
বাংলার ফুল ধন্য তোমার চরণের ধূলি-পরশে,
অপরাজিতা সে পারিজাত হ'ল, মন্দার হ'ল শেফালী,
যোজনগন্ধা হইয়া নলিনী ফুটিল পল্লী-সরসে।
গৃহাণ অর্ঘ্য, পরমা-বিভূতি-শালিনি,
এস মহামায়া, অখিল-প্রকৃতি-পালিনি।

রাই

সুন্দর তব তৃপ্তির লাগি' ফুটেছি যৌবনে,
গাঁথিয়াছি হার তব মনোহারি-পীরিতি-রঙ্গণে ;

হে প্রাণ-বঁধুয়া মোর ভেঙ্গ'না তন্দ্রা-ঘোর,
আঁখি যে মজেছে কাজল-রূপের স্বপন-অঞ্জনে।

গান সম শুনি ননদীর গালি বাঁশরী-সঙ্কেতে,
পাগল-করা সে অভিসার-বেশে ওঠে গো মন মেতে'।
গর্জ্জদ্‌-জলধরে প্রাণ যে কেমন করে,
(ওগো) কোন্‌ বনে বাজে কলবেণু তব, শুনি গো কান পেতে'।

পা টিপিয়া চলি পিচ্ছিল-পথে কী সন্তর্পণে ;
তৃষিত অধর জুড়াবে কখন্‌ অমৃত-চুম্বনে ?
পলেক না দেখে' হায় হৃদয় ফাটিয়া যায়,
অশ্রুতে ভিজে এ নীলাম্বরী, গুমরি ক্রন্দনে।

চির-যুগ ধরি' বিহার করি গো ব্রজের ফুল-শেজে,
মধু-মন্তরে অন্তর-গাঁথা তোমারি সঙ্গে যে।
মুখ-পানে চেয়ে রই, গাগরী ভরিল কই ?
উজান্‌ যমুনা-সুর-তরঙ্গে ওঠে কি গান বেজে ?
হে চিকণ-কালা, টানে বনমালা, পরাণ চঞ্চলে,
কই প'ল তব চরণের ছাপ বিছানো অঞ্চলে ?
চন্দন হ'ল ক্ষয়, না এলে হে রাধাময়,—
নেহারি কান্ত অপাঙ্গে তব বিজুলি উজ্জ্বলে।

আব্‌ছায়ায়

জলের পারে ঝাউএর সারি জ্যো'স্নালোকে দেখায় কালো ;
অনেক দূরে পাহাড়-চূড়ে রাতের কাজল হয় ঘোরালো।
আব্‌ছায়া সে বেড়ায় ঘুরে' ডাক্‌ দিয়ে যায় চেনা সুরে,
মুখের রেখা যায় না দেখা,—চলার সাথী বাতি জ্বালো।

কে এল রে, কে গেল রে ? পালিয়ে গেল একূলা ফেলে,—
পাথার-পুরীর দুয়ার খুলে' দাঁড়ায় সে কি প্রদীপ জ্বেলে' ?
সাঁত্‌রে চলি ঝড়-ঝাপটে, পথ চাহে সে সাগর-তটে,
বড় মধুর, বড় কোমল, ডাগর দুটি নয়ন মেলে'।
হা মুসাফির, আশার ফকির, ছট্‌ফটিয়ে মরিস্‌ ঘুরে'—
যায় না জানা সেই ঠিকানা যেথায় গেলে পিয়াস পূরে।
জেগে-কাঁদার রাত ফুরাবে, চিতার জ্বালা জুড়িয়ে যাবে,—
বদ্‌লে যাবে 'পুরিয়া'তান ভোরের ললিত-ভৈঁরো সুরে।

শান্তি

মনের মাঝে নূপুর বাজে জীবন-মরণ গুঞ্জরি'
ঝরে গো যাঁর চরণ-তলে প্রেম-পারিজাত-মঞ্জরী ;
কবিতা যাঁর মন্ত্র জপে দিন-যামিনীর ছন্দে গো,
ধরণী যাঁর জ্যোতির সরোজ ধেয়ায় মহানন্দে গো।
নরনারীর প্রাণ-অরণি জ্বালায় গো যাঁর যজ্ঞানল,
সেই অরূপের চরণতলে লুটিয়ে দিলাম ললাট-তল।
রাজার রাজা, স্বামীর স্বামী, ব্রজের বিনোদ-চন্দ্র হে,
বাজাও মম জীবন-বেণু, জাগাও মধুর মন্দ্র হে !
ডাক্‌ত তোমায় মধুর নামে সারিকা-শুক-চন্দনা,
কি মন্ত্রে আজ কোন্‌ বাণীতে কর্‌ব তোমায় বন্দনা !
মিশিয়ে সমর-তূরীর ধ্বনি সিন্ধু-সলিল-কল্লোলে,
কর্‌লে আঘাত রক্ষোনাথের স্বর্ণপুরীর অর্গলে।
বুদ্ধরূপে বলির যূপে কণ্ঠ-সমর্পণ-তরে,
ব্যাকুল হ'লে জীবের দুখে, অশ্রু ঝরে অন্তরে।
সফল-তপা মহান্‌ প্রেমের 'সুধর্ম্ম'-রথ-নির্ম্মাণে,
লুটিয়ে দিয়ে সুখের মুকুট তৃপ্ত পরি-নির্ব্বাণে !

পূর্ণ তুমি, অংশ তুমি, আকার-বিহীন, সাকার হে!
খর্ব্ব কর দর্প মোহ, সর্ব্ব মনোবিকার হে।—
কোন্ পটে আজ রঙ্ ফলাবে চিত্ত-চিত্রকর মম?
দাও হে বঁধু, বর্ণ-মধু, বিরাট-পুরুষ, সত্তম।
বাঁধের গায়ে ঘর বেঁধেছি, কখন ভাঙে তাই ভাবি,—
গচ্ছিত এই রত্ন-ধনে এক নিমেষের নাই দাবি!
কোথায় রবির অস্ত নাহি, মর্ত্ত্য র'বে পশ্চাতে,—
এই বালুকায়, তপ্ত বেলায়, ছুটবে না আর তৃষ্ণাতে!
টল্‌ব নাকো ঝঞ্ঝা-ঝড়ে, দুঃখ-শোকের খর্পরে,
তুল্‌ব ললাট তোমার বলে সকল বাধা জয় করে'!
ধর্ম্ম তুমি, শর্ম্ম তুমি, নিখিল তব নর্ম্ম নাথ,
আজ তোমারে ডাক্‌ছি প্রভু, আজ কি আমার সুপ্রভাত!
মন্থে না আর অন্তঃ-সাগর হিংসা-দ্বেষের মন্দরে,
উথ্‌লে ওঠে শান্তি-সুধা গভীর নীরব-কন্দরে।
মনের মাঝে নূপুর বাজে, জীবন-মরণ গুঞ্জরি'
ঝরে তোমার চরণতলে প্রেম-পারিজাত-মঞ্জরী!
নরনারীর প্রাণ-অরণি জ্বালায় তোমার যজ্ঞানল,
আজ্‌কে তোমার চরণ-তলে লুটিয়ে দিলাম ললাটতল।

সাঁঝের সুরে

কুহু-স্বরের মিঠা জবাব দেয়রে উড়ো হরবোলায়,
সাম্‌নে দূরে সবুজ পাহাড় হারিয়ে উজল রংটি তাহার
নীলবড়ি-রঙ ওড়্‌না গায়ে দেখায় সুপথ দিগ্‌ভোলায়।

সম্মুখে কোন্ মনোহরণ অন্তরে মোর দেয়রে দোল,
কত যুগের আকিঞ্চনে চিনেছি সেই প্রিয় জনে,
এই গোধূলির দো-আলোতে, ওরে দোদুল, ঘোম্‌টা খোল।

ব্যাকুল করে বেলা-শেষে নেপথ্যে দূর-সুরের রেশ,
চল্‌ছি একা, ঝড়ের রাতি, বাজায় বাঁশী পাষাণ-সাথী,
মন্ত্র শুনি—"বনং বজ্রেৎ", কত দূরে প্রবাস শেষ?

গহন-মাঝে ঝর্‌ণা ধারায়, "বনং ব্রজেৎ" প্রতিধ্বনি,
আকাশে নিঃশব্দ নীলে ব্যঞ্জনা তার বুঝিয়ে দিলে,—
'ভেবে দেখ কী পেয়েছ, কী দিয়াছে এই ধরণী।'

হঠাৎ যেন উঠ্‌লো নড়ে শৈল-তরুর উচ্চশির,
দেবতাদের সঙ্গে কথা বুঝি ওরা কইছে হোথা,
বুকের ভাঁজে দুঃখ বাজে, নয়ন-কোণে জমছে নীর।

যা শুনিনি, যা দেখিনি, ধরব ধ্যানে চক্ষু বুজে'
হিমালয়ের নীরব গানে জাগ্‌বে বাণী বধির কানে,
তারার ভাতি হারিয়ে রাতি পালিয়ে যাবে আঁধার খুঁজে।'

তলিয়ে ছিনু কূপের তলে, পাইনি খবর উপরকার,
স্বপ্ন দেখে খ্যাপা কবি আঁকছে অতীন্দ্রিয়ের ছবি,
অন্বেষিছে অন্ধকারেও দেখা পাওয়া যায় যাঁহার।

পরাস্ত আজ সবার কাছে, তাতেই আমি রই খুসি,
করনু বাজে জ্ঞানের বড়াই, সারাজীবন মানের লড়াই,
কাম-রূপে মোর দিলাম পূজা, বক্ষে ভোগী সাপ পুষি, ।

প্রশ্ন 'পর প্রশ্ন কেন ? চাইছ মিছে কৈফিয়ৎ ;
এই পৃথিবীর মাটীর ঘরে ভরসা করি যাদের 'পরে
তারাই মোরে দেখিয়ে দিল নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ পথ।

যাচেনি মন, পেলে যে ধন কান্নাহাসি রয় না আর,
আর্‌সিতে মোর ময়লা যে ভাই, স্পষ্ট ছবি দেখ্‌ছিনা তাই,
ভুলের গোলক-ধাঁধায় ঘুরে' হারিয়েছি দ্বার বা'র হ'বার।

চিত্র-প্রদীপ-শিখায় গৃহ করতে চাহি সমুজ্জ্বল,
সাগর-তটে ঝিনুকগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ভর্‌নু ঝুলি,
কিন্তু ছোট পাত্রে আমার মিলিল কই মুক্তা-ফল ?

শান্তি তরে বেড়াই ঘুরে' গীর্জ্জা-দেউল-মস্‌জিদে,
ভক্ত যেথা ভগবানে ডাকে সদা আর্ত্তপ্রাণে,,
প্রত্যুত্তর পায় যেখানে, সুধার ধারা বয় হৃদে।

বাহির থেকে যায় না দেখা, আছেন 'চিকে'র মধ্যে কে,
আমা-সবে দেখেন তিনি, কেমন করে' তাঁরে চিনি ?
ডাক দিয়ে যায় অনুক্ত বাক্—'পথের বোঝা আয় রেখে।'

আত্মারে মোর দুঃখ দেবে এমন কোন বস্তু নাই,
এই কথাটি সঙ্গোপনে বুঝব কবে মনে-মনে ?
সত্য মেলে কি করিলে ? দুঃখ হ'তে মুক্তি চাই।

নিষ্ফল

মনের মাঝে বীজ বুনেছি, চোখের জলে সরস রাখি তাই,
আগাছা সব ঘুচিয়ে দিতে দুখের ফলা উজল রাখি, ভাই।
পঙ্গপালের আনাগোনা কোন্ কালে যে ফল্‌বে সোনা,
ভালবাসার সার দিয়েছি,—একটি কণার ভর্‌সা তবু নাই।

'ষোল-আনা'র মালিক নহি, অনেক ধারি মহাজনের ঠাঁই,
জমার চেয়ে খরচ বেশী, নেইক পুঁজি, দিন আনি, দিন খাই।
শূন্য মরাই, পাতার কুঁড়ে সাইক্লোন ঝড়ে যায় রে উড়ে,
না পাকিতেই সবুজ ফসল, পাগল হ'য়ে কাটিতে তায় চাই।

হায়রে আমার সাধের ফসল ডুবিয়ে দিলে মরীচিকার জল,—
আজনমের সোনার স্বপন বজ্র-শিখায় কর্‌ছে ঝলমল !
কোথায় ছুটি আঁধার রাতে ! প্রলোভনের আলেয়াতে,
মণির মত ঝল্‌সে' আঁখি সারা-জীবন কর্‌ল অ-সফল।

পথে

কে আজি মোর দোসর হবে পথ-ফুরান'র দেশে ?
রিক্ত করে সঙ্গে নেবে রৌদ্র-ছায়ার শেষে ;
আমার আঁখির বাষ্প-মেঘে পুষ্প-শোভা উঠ্‌বে জেগে,
তরল-তর রত্ন-নীহার গাঁথ্‌বে অনিমেষে।

কে হবে মোর মর্ম্ম-দোসর, মুক্ত বাসর সাথী ?
এই ভিখারীর ছিন্ন মালা কে নেবে কর পাতি' !
চাইবে না সে ফাগুন-মাসে ফুলের হিসাব তরুর পাশে,
কোন্ তারিখে ফুট্‌ল মুকুল পরাগ-রসে মাতি' !

সব পাহারা পেরিয়ে চলি যৌবনের এই সাঁঝে,
শুক-তারকা ফুটায় আঁখি অন্তরেরি মাঝে,—
ভুবনে মোর নাই ভাবনা, পবন-পথে কি মূর্চ্ছনা !
সকল পাখীর কণ্ঠ-সারঙ্ পঞ্চমেতে বাজে !

বন্দী আজি মন-রসনা বন্য-মধুর চাকে ;
মন্ত্র ল'ব কুঞ্জবনের খঞ্জনেরি ডাকে ।
উড়্‌তে চাহে চিত্ত-সারস, পঙ্কভারে পক্ষ অলস,
কোন্ অজানায় জপ-সাধনায় খুঁজব দেবতাকে ?

কে আজি মোর দোসর হবে পথ ফুরান'র দেশে ?
রিক্ত করে সঙ্গে নেবে রৌদ্র-ছায়ার শেষে !

ছাড়া

চেনা মানুষ বদ্‌লে গেছে, নাই সে চোখের চাওয়া ;
ফুরিয়েছে আজ তাহার 'পরে প্রাণের দাবি-দাওয়া !
স্বপ্ন মাঝে রই গো বেঁচে, বুকের ভিতর শুকিয়ে গেছে,—
নতুন সাগর নতুন সুরে জাগায় জোয়ার-হাওয়া ।

ছিঁড়ে দে আজ বেসুরো বীণ্, সংসারীদের গান,
ভুলে' যা মন ভোলা দিনের যেচে-সোহাগ-মান ;

পিছন-পানে চাস্‌নে ফিরে', উড়িয়ে দে তুই ছড়িয়ে ছিঁড়ে
নিন্দা-যশের আবছায়াতে আশার খতিয়ান্‌।

বাঁধন যখন লাগ্‌ত মধুর বেঁধেছিলাম বাসা,
বাঁশীর সুরে বাসন্তী মোর কর্‌ত যাওয়া-আসা,
আমার বাড়ী আমার ভিটে কতই তখন লাগ্‌ত মিঠে,
ফুটিয়ে দিত মুখখানি কা'র ঊষার ভালবাসা।

আকাশ-ভাসা অরুণ-আলো দেয় রে আমায় সাড়া,
দুনিয়ার এই ভরা-হাটে আজ পেয়েছি ছাড়া;
অভিমানীর তিরস্কারে ঘর জুড়ে' আর রইব না রে,
ঢুকেছে আজ পাঁজর-তলে হাজার তোলাপাড়া।

চিনেছি তাই, জীবন-গাঙ্গে কোন্‌ তীরে নীর ছোটে,
কোন্‌ বাঁকে তার চোরা-বালির পাহাড় জেগে ওঠে;
থাক্‌তে বেলা ভাস্‌ল ভেলা, আর না সাজে নোঙর ফেলা,
এই পারে এই ফুলের হারে বিষের কাঁটা ফোটে।

সোনায় গড়ি' যে হাত-কড়ি পরেছিলাম হায়,
কে আজ তারে চূর্ণ করে আঘাত-বেদনায়—
ঘনঘটায় তড়িৎ আঁকা, কাঁপায় ধরা পাষাণ-পাখা,
ভাঙ্গ্‌ল রে মোর ধূলির দেউল ধূলির সীমানায়।

কে আছে গো কোন্‌ অরূপে তারার চেয়ে দূর?
হৃদগগনে উঠ্‌ছে একি প্রতিধ্বনির সুর!
গভীর হ'তে গভীরতরে, কে আমারে নীরব করে?
দিন-যামিনীর কোন্‌ রাগিণী সুধায় সুমধুর?

ব্যর্থ

ওগো, কোন্ জীবনের সোনার তরুটি
শোভে চির-শ্যাম সুষমায় ?
মরি, লতায়ে উঠিছে স্বপনের লতা
উথলি' রসের ঝরণায় !
দূরে দূরে থেকে হেরি গো একেলা
নব-যৌবন- যমুনার খেলা,—
হায় মীন-বালাদের জল-তরঙ্গ
কখন্ বাজিল বেসুরায় !

আজি তুমি নাই তাই পূজা-আরতির
মন্দির যেন কারাগার ;
ওগো জাগন্ত-ঘুমে এখনো আগলি'
রেখেছি তোমার মতিহার ।
তুমি নাই পাশে, তাই তো এ রাত
পোহায় না কভু, হাসে না প্রভাত ;—
ছিল জীবনের সুর কত না মধুর !—
মিছে যুড়ি' মোর ছেঁড়া তার !

শুনি, বসে' আজি সেই নব নীপ-মূলে,
প্রগল্‌ভ জলে কল-স্বর ;
সেই তেমনি আদরে মুখে এসে পড়ে
পুরানো দিনের রবি-কর ।
একা বসে' আজ শুধু মনে হয়
জীবনের খেলা একেলার নয়,—
কত যুগ-নিবানো সে তারার আলোতে
আঁধারে-খচিত চরাচর ।

বাজে চির-বিরহের করুণ বারতা,
কাঁদে যৌবন মধুময়,
কেন কহিল না কথা মিলন দেবতা ?
মিছে অভিমান-অনুনয় !
বাসর ভাঙ্গিলে, খুলে' দেখি মুঠি
শেষ কলি মোর উঠে নাই ফুটি,—
ওগো বিদরি'-বিদরি' ফাগুন-হৃদয়
পরিচয়-হরা হাওয়া বয় !

তোমার প্রতি

মনের কথা রইল মনে বন্ধু মোর,
নয়ন-কোণেই রইল জমে' নয়ন-লোর।
আজ্‌কে পিছে চাই গো মিছে, নেই সে দিন,
শুন্‌তে যখন অনেক কথা অর্থহীন।
আজ বাঁশীতে বেসুর বাজে আচম্‌কা,
সত্যি হ'ল স্বপ্নে-দেখা আশঙ্কা।

কোন্ নিমেষে বিরস হ'ল মুখ-খানি,
বিদায়-বেলা দেয় গো যেন হাত-ছানি ;
চুরি গেছে বুক-ভরা সে আনন্দ,
ছন্দে-ভরা ভালবাসার সনন্দ।
আজ যা বলি যায় না বলা কথায় হায়,
ক্ষেপিয়ে গেছে গভীর দরদ ব্যথার ঘায়।

বলার চেয়ে না-বলাতেই প্রকাশ তার,
নীরবতাই গাঁথে আমার কথার হার।

হারিয়েছে ঘর পরদেশীয়া এ দর্‌বেশ,
পিয়াস-টুকু না পূরিতেই স্বপন-শেষ।
কে আছে মোর ব্যথার ব্যথী? ডাক্‌ছি তায়,
এই দুনিয়া দেয়নি যাহা, দাও আমায়।

শেষ

কারা যেন আসে সরে' অশ্রুকণা বিদ্ধ করে'
চোখে পড়ে মুখের 'আদল';
নিবস্ত চাঁদের ফালি, গলে' পড়ে জ্যোৎস্না-কালি,
প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

আজিকে ভিতর মোর ছেয়েছে বিষের ঘোর,
বাহিরের মেলা ভাঙ্গিয়াছে,
ওই বাহিরের সাড়া হ'য়ে গেছে আমা-ছাড়া,
চোখের জলের ঘষা কাচে।

পূর্ণিমার কোন্ পারে ডাকে যেন কে আমারে,—
লুপ্ত অজগর-রাত্রি-রূপ;
মৃত্যু সে চুম্‌কি-প্রায় ঝিকিমিকি' নিবে যায়,—
প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।

আজ শুধু মনে হয় মানবের এ হৃদয়
বাজায় গো কোন্ যাদুকর?
সুরে-সুরে মিলাইয়া, ঝঙ্কারিয়া উছলিয়া,
উদ্বেলিয়া যুগ-যুগান্তর।

প্রবাসী

বনের পাখীরে ধরে' যতনে আদর করে' রাখিলে খাঁচায়,
ডাকে বটে বারে বার, প্রাণহীন সে ঝঙ্কার বাজে বেসুরায়।
হাসি-স্বপ্ন ছুটে' যায়, টুটে কান্না, মুক্তি চায় অশ্রুকণা তার ;
চায় পাখী নীলগিরি সেথায় সে যাক্ ফিরি' সমুদ্রের ধার।

মন চায় খোলা হাওয়া, ঘর-মুখে ভেসে যাওয়া ব্যাকুল পাখায় ;
সে কি খুঁজে' পাবে আর আনন্দের বাসা তার সবুজ শাখায় ?
আকাশের ধারা-জল, রসে-ভরা মধুফল ভোলেনি ব্যাচারী ;
নগরীর ধূলিরাশ বদ্ধ করিয়াছে শ্বাস, দাও ত্বরা ছাড়ি'।

অধরের কাছে তার ধ'রো না, ধ'রো না আর ব্যথার পেয়ালা,
আশায় দাদন দিয়া কাতরে সহিছে হিয়া বন্ধনের জ্বালা।
সহিতে না পারে আর, সোনার হাঁসুলি-ভার চেপে ধরে গলা,
দো-রঙ্গী এ দুনিয়ায় মন যে মজে না হায়, কাঁদিছে উতলা।

দেয় স্মৃতি বড় দাগা, ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা হয়েছে সমান,
সহসা পেয়েছে টের অবসন্ন জীবনের শেষ দিনমান।
আর কেন ? আর নয়, পুরানো এ অভিনয়, খুলে দাও দ্বার ;
ডাকে সে অন্তিম ডাকে, ঝরে পিঞ্জরের ফাঁকে রাঙা রক্ত-ধার।

ঐ শোনো গায় আহা,—'সত্য যাহা পুণ্য তাহা',—পূর্ণ কলস্বর
উঠিছে উপর-পানে, পশে কানে প্রাণে-প্রাণে প্রেমই ঈশ্বর।

অ-দর্শনে

এক দিন যে ছিল গো প্রাণের দোসর,
ছাড়-পত্র লইয়া সে গেলে দেশান্তর,
কালের শাসনে কভু দেখা যদি হয়,
চিনিতে পার কি তাকে ? সে-মানুষ নয়
দু'জনায় দেখা হ'লে, হয় তো এখন,
কুশল শুধাও মাত্র—"আছ গো কেমন ?"
কথায় কুলাত না যে আগে দেখা হ'লে,
এখন ভাবিয়া কথা কহ প্রতি-পলে ।
আর কি তেমন ক'রে জোড়া লাগে মন ?
জাগে কি পুরানো সেই দিনের স্বপন ?
দুইটি মনের ধারা দুই মুখে চলে,
কেউ সুখী নেই হেথা সেই কথা বলে ;—
চোখের আড়ালে ঘটে মনের আড়াল,—
কুহকী লেখনী কার রচে ইন্দ্রজাল ।

শেষ-লিপি

সে-লিপি হয়েছে হারা, অনুদিন বাঁকা-লেখা তার
অস্ফুট হইয়া আসে স্মৃতির সে তুলোট কাগজে ;
অশ্রুতে ধুয়েছে মসী, আজও তবু কেন তার খোঁজে
উন্মাদ-অধিক-মন স্বপ্ন দেখে' জাগে বার বার ?
ক্ষয়ে' গেছে রেখাক্ষর, কে চিনিবে পুরানো বানান ?
ভুলে-ভরা ব্যাকরণ, আছে ছত্র, নাহি তায় প্রাণ ।

সে লিপির শাদা পিঠে দেখি উল্টা হরফের রূপ,
বুঝি গো আরেক অর্থ,—অগ্নিতাপে ফুটে কালো ছাপ,—
মিলন-গোলাপ-গন্ধে বিচ্ছেদের কাঁটার প্রলাপ।
তিক্ত লাগে বিলাসের ইস্তাম্বুল, গুগ্‌গুলের ধূপ।—
মৃত্যুই বাঁচিয়া থাকে,—মরে' যায় যাহা মৃত্যুজিৎ,
কাল সে কটাক্ষ হানে, টুটে তাজ-মহলের ভিত্‌।

পঞ্চাশ বছর পরে

ভিতর পানে ফিরিয়া চাই, আজ্‌কে কেন সে মন নাই
যে মন আমার ঝঙ্কারিত কূজন-কলস্বরে ?
নতুন সাথীর আনাগোনা, পুলক-ঝরা অশ্রুকণা
পদ্ম হ'য়ে উঠ্‌ত ফুটে' সুখের সরোবরে।
নাই প্রভাতী আলোর মায়া, নামে সাঁঝের কাজল ছায়া,
রাতের কালো প্রজাপতি মোর শিয়রের কাছে।
সঞ্চিনু যা যতন ক'রে হারিয়ে গেল অনাদরে—
অতীত সেই দিগন্তে আজ নয়ন ফিরি' আছে।
এ কি জীবন মরি মরি ! ফুরানো সুখ স্মরণ করি'
দুখের অধিক দুঃখ ভালে বজ্রফলা বাজে।
গাঁয়ে ফিরে' নাম করি যার খবর শুনি সে নাহি আর,—
নিরালা মোর চতুষ্পথটি হেরি মনের মাঝে।
কই দেখিতে পাই আমার আকাশে 'সাত-ভাই'কে আর ?
বৃষ্টি-ঢাকা সাগর-জলে ডুব দিয়েছে তারা।
পোড়ো বাড়ীর ফাটল-ফাঁকে চন্দ্র-শোভা কাদের ডাকে ?—
পূর্ণিমা-রূপ চূর্ণ হয়ে' স্বপন-পথে হারা !
যে পাথরে ছিলাম বসে' কত যুগের পুরানো সে,
আজও হেরি তেমনি নতুন, দাগ পড়েনি গায়।

জন্ম তাহার কোন্ গিরিতে ? তুল্‌ত মাথা মেঘ-পুরীতে,
কোন্ বিলাসা খেয়াল-বশে ছিনিয়ে নিল তায়।
আমার যারা তাদের পিছে আকুল সুরে ডাকা মিছে,
চেনা ছিল অচিন্ হ'ল পরশ পাসরিয়ে'।
নাই সে উপহারের ডালা, ফাগুন ফুলের গন্ধমালা,
বনের পথে বেছে' বেছে' কুড়িয়ে গেঁথে নিয়ে'।
পালিয়েছে সুখ, দুঃখ দিয়া, চলি আঁধার আলোড়িয়া,
অশান্ত সংসারের পানে ফিরেও নাহি চাই।
যাইনে কভু কারো কাছে, কি কথা আর কইতে আছে ?—
আশা ছিল খেলার ঘরে, এখন কিছু নাই।
পরবাসীর বাসায় কারা পৌঁছে এসে দোসর-হারা ?
বলে—'চাই গো ভাল বাসা, বন্ধ কেন দ্বার ?'
বুঝিনেকো অতশত, বন্ধু-অতিথ আসে কত,
রাস্তা সে যে বাহির থেকে ভিতর আসিবার।
জানায় কেহ দরদ-ব্যথা, গোপন ক্ষত কয় গো কথা,
চোখের-জলে খবর বলে সকলি তার গেছে।
আপন জনে ভালবেসে' কি প্রতিদান পেয়েছে সে ?—
মনের খাতায় ছেঁড়া পাতায় অনেক লেখা আছে।
কি লিখেছে যায় না বোঝা, ছন্দটি তার নয়কো সোজা,
স্বচ্ছ খামের ভিতরে তার নামটি দেখা যায়।—
জন্মমরণ রহস্যময়, কিসের লাগি এ অভিনয় ?
সুর-বাজানো জলে-ভরা কাচের পেয়ালায় !
ওগো আকাশ, ওগো বাতাস, তোমরা জানো কিছু আভাস,
নিজের সাথে লড়াই ক'রে হার মানিল কে !
মৃত্যু ছিল অ-বাঞ্ছিত, চিত্ত ছিল উল্লসিত,
করত বরণ প্রফুল্ল-মুখ আগামী কল্যকে।

এই দুনিয়ার বসতি তাহার লাগ্‌লো না রে ভাল যে আর,
বেরিয়ে প'লো অস্তাচলে উদয়-তারা দেখে',
আকুল করে আরতি-শাঁখ শব্দ অমর, দেয় তারে ডাক,
প্রতিধ্বনি দেয় গো সাড়া গুহার ভিতর থেকে।
কেউ বা আসে, প্রলাপ ভাষে, ক্ষেপিয়ে গেছে কি নৈরাশে!
ধূলাবালির খেল্‌নাগুলি ভুলিয়েছিল মন।
বলে—আমি দূরের পাখী কোন্ সুরে গাই কোথায় থাকি,
হিসাব-নিকাশ নাহি রাখি, বেড়াই অকারণ।
গুছিয়ে কিছু রাখিনে আর, কি কাজে বা লাগ্‌বে আমার,
ক্ষতি-লাভের বাইরে এসে রই যে নিরুত্তর।
কেউ বা ডাকে, খেদায় কেহ, নাইগো কিছু প্রাপ্য দেয়
অনেক জিনিষ বুঝতে বাকি বুঝব অতঃপর।
মরীচিকার মায়া-জলে গাহন করি কুতূহলে,
শ্রান্তি আমার হল না দূর, শান্তি কোথা পাই?
রসনা তার পায় না পরশ, কোথায় ঝরে অমিয়-রস।
জুড়িয়ে দিয়ে যায় না জ্বালা হৃদ্-বেদনার ঠাঁই।
হারায় হাসি-আঁখির তারা, কঠিন হ'ল অশ্রুধারা,—
ভালো ওগো, ভোলাই ভালো কান্না হাসির রেশ।
মুক্ত ক'রে আলোর বেণী স্পর্শে উষা তারার শ্রেণী,
সূর্য্য তারে ধ'র্‌তে গেলেই হয় সে নিরুদ্দেশ।
যে জন যাকে ভালবাসে সেই ত তাহার জীবন নাশে,—
মানুষ মরে দেহের আগেই, জ্যান্তে ম'রে রয়।
বিষয় লাগি' ধাক্কা সহি, দুঃখ-জয়ী বীর ত নহি,
স'য়ে স'য়েই বুঝেছি শেষ, দুঃখ কিছুই নয়।
পথ চেয়ে মোর সকাল বিকাল বিফল হ'লো, এলো অকাল—
প্রাণের শিখায় মোচড় সহি গুমরি' আফ্‌শোষে।

বরাত বড় খারাপ আমার, কে বলিবে কেন রাজার
প্রাসাদ ভাঙে, মণির কিরীট হঠাৎ পড়ে খ'সে!
শেষ জীবনের ঢালু পথে যাত্রা করি ভবিষ্যতে,
আমার পথ যে আমি নিজেই জরিপ্ করিয়াছি।
চেয়ে দেখি সুমুখ দিয়া ঝরা পাতা যায় উড়িয়া,
বলে—'আরো এগিয়ে চলো, সঙ্গে তোমার আছি।'
শুনি গো সব শেষের কথা, ডাকে গভীর নির্জ্জনতা—
মহাপ্রলয়! টুক্‌রা আকাশ কোথায় চলে ভেসে?'
কয় সে সাথী কোমল স্বরে, 'মৃতেরা ঐ আবার মরে,
তোমার মতই তাদের হৃদয় ছিল মাটির দেশে।'
দেখি তাদের চলা-ফেরা, শুধায় কেহ—'কোথায় ডেরা?
মর্ত্ত্য ছেড়ে' আস্‌ছ পথিক, মৃত্যু কি গো ভালো?
ছোট্ট কিছু ছিল হাতে, বড় দেখায় আব্‌ছায়াতে—
পাও কি দেখা এই ধরণীর মেরুতারার আলো?
দেখা তোমার স্বপন-দেখা, সকল শেখাই নকল শেখা—'
আধেক বলে'ই থেমে গেল এক নিমেষের মাঝে।
ছায়ার সাথে ছায়ার গিরা, জোয়ার-ভরা নদীর শিরা,
কানে কানে শেষের গানের নীরব ধুয়া বাজে।

মরীচিকা

হয়তো ভাল বাসতে পারে কেউ কাহাকে কভু
সঙ্গটুকু লাগে মিঠা, মনের কথা কয় কি কেহ তবু ?
যখন কেহ মনটি কাড়ে, তার লাগিয়া রাজ্য ছাড়ে,
অদেয় তো রয় না কিছু আর,
সে যেন গো জন্মান্তরে হারানিধি তার।

অনুরাগের নিমন্ত্রণে মালা-বদল মনে-মনে,
তারে ছাড়া কিছুই নাহি চায় ;
মৃগমদের অধিক মাতায় মৃদু হাসি সরম রাঙিমায়।
কহে,"ওগো, সেই তুমি কি ? কই চাহনি, চির-প্রিয়, একান্ত আপন ?"

কুসুম-ধনু করেছ কি বন্দী করে' চখা-চখী ?
মিলিয়ে হৃদয়, তালে তালে গায় দু'জনে সেই পুরানো গান।
মাতোয়ারা প্রাণ।
প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে যথেষ্ট সে পরিচয়ের শেষে
জোয়ার ভাঁটার যোগাযোগে, বার-দরিয়ায় কে কোথা যায় ভেসে !

হোলির ফাগে আগুন লাগে,
গিল্‌টি ছুটে, ধরা পড়ে মেকি,
টোপের মাঝে বঁড়শী বাজে একি !
পাহারা দেয় ছদ্মবেশে, কি জানি কোন্ দোষে
পস্তায় আফ্‌শোষে।
আর্শিখানি হারায় পারা, মুখ দেখা কি যায় ?
কে-বা কারে চায় !

যার দরদে সইত, মরি, নিজের বেদনা,
পরের চেয়েও পর হ'য়ে যায়, কেমন সে জনা !
লাগ্‌ত ফাঁকা এই তুনিয়া তিলেক বিচ্ছেদে,
কি কুক্ষণে কাটা-ছেঁড়া হয় গভীর খেদে !
নিমের রাঙা পাতার চেয়ে তিক্ত লাগে তরুণ ওষ্ঠাধর,
সুন্দরকে লাগে অসুন্দর !
অনেক সখা, অনেক সখী; আছেন অবিস্মৃত,
রাতের কালো ঘোম্‌টা-ফাঁকে তাকিয়ে আছে মৃত্যু জীবন্মৃত।
কাল যাহারা তুঃখ পাবে আজ তাহারা হাসে,
প্রেম-পেয়ালায় জহর-গেলায় অনেক ঝামেলা সে !

ক্ষ্যাপার গান

সোনার থালা গিনির মালা ভালবাসার ভান,
অভিনয়ের উৎপাতে হায় বিষিয়ে গেছে প্রাণ।
শয়তানেরি জয়-ভানেরি কোরস-সুরে বাজিয়ে ভেরী
বন্ধু-মুখের মুখোস পরি' শত্রু হানে বাণ।

মদন-পূজার পাত্র ভরি' ফেনিল মহুয়ায়
করছে দেখ খুনোখুনি রাঙিয়ে তুনিয়ায়।
রূপের রঙীন মাকাল ফলে মুনির মানস নেশায় টলে,
কাব্যে তাহা মিথ্যা কথা প্রেমের কল্পনায়।

আর্শিতে মুখ দেখাদেখি, বুদ্ধি পাটোয়ারী,
স্বার্থ শাণায় গুপ্তি-ফলক, যাই গো বলিহারি।

বাইরে চিকণ ভিতর ভূয়া আশার পাশায় খেলছে জুয়া,
বিনয়-ঢাকা অহঙ্কারে মত্ত নরনারী।

ধর্ম্ম, সে তো দুর্ব্বলতা—হাঁকে নাদির শাহ,
জোর জুলুমে লও গো কাড়ি' যে ধন তুমি চাহ।
চায় রমণী বীরের পাণি এইটুকু সার সত্য মানি
যৌবনেরি পাগ্‌লা আগুন করুক গৃহ-দাহ।

বহুৎ আচ্ছা সাবাস্ সাবাস্, রট্‌বে তোমার নাম।
কোমলতায় খেদিয়ে দূরে বাজাও আপন কাম।
ত্যাগের চেয়ে ভোগ সে ভাল, ঢালো সাকী সরাব ঢালো,
গেয়ে গেছেন অমর কবি 'ওমর খৈয়াম'।

পুণ্য-পাপের শূন্য দাবী, ফাঁকা আওয়াজ তার।
অরণ্যে হায় রোদন মিছে ব্যর্থ হাহাকার।
কতই দুখী আতুর জনা ফেলে চোখের জলের কণা
কি যায় আসে? কাঁদে হাসে দুনিয়া চমৎকার।

তোমরা শেষে বক্র হেসে' করলে প্রবঞ্চনা!
প্রতিদানে পেলাম শুধু দুর্দ্দশা-লাঞ্ছনা।
ঘরে-বাইরে দুঃশাসন, বাধায় কুরুক্ষেত্র রণ,
ফুঁসছে বুকে কেউটে সাপের প্রতিশোধের ফণা।

ভেকের মত মুখ লুকাবে শকুনিদের দল,
চোরা-বালির চরে তাদের থামবে কোলাহল।
বৃদ্ধ বটের কোটর-বাসী জরদ্গবের গলায় ফাঁসি
লাগিয়ে দিয়ে দাও টাঙ্গিয়ে, বেঁচে কি তার ফল?

বেরিয়েছে মন কালাপাহাড়, চালায় হাতিয়ার,
পণ করেছে ভণ্ডামি সব করবে সে চুরমার।
ভাবছে যারা কপাল-দোষে ক্ষয়-জ্বরে হায় শোণিত শোষে
মৃত্যু তাদের শাস্তি নহে শান্তি-পুরস্কার।

দুঃসময়ে দেখবে না কেউ, খবর আসিয়াছে।
জ্বালিয়ে রাখ' নিজের চিতা, রবেন না কেউ কাছে।
চোখ রাঙাবেন প্রাণেশ্বরী, পুত্র যাবেন দূরে সরি'
হিসাব নেবেন আড়াল থেকে ব্যাঙ্কে কত আছে।

সাতটি সুরের একটি চেনা, অই রূপিয়ার সুর,
বাজে প্রাণের কানের মাঝে সুধায় সুমধুর।
অনেক ভুগে' অনেক ঠেকে' বেরোয় কথা মর্ম্ম থেকে
সোনামণি নইলে পরে জীবন না-মঞ্জুর।

করে' বেশী মেশামেশি নেবেন কেহ ধার।
কর্জ্জ দিলে যেরূপ ঘটে ঘট্‌বে সে ব্যাপার।
বিনা দোষে জরিমানা কেন দেবে? করি মানা;
শুনবে কেবল দেহি দেহি, বলব কত আর।

যেদিক পানে চাইবে ফিরে, এই দুনিয়ার ভাও।
পাগ্‌লা বলে' লাগাও কোড়া তুড়ুম্ ঠুকে' দাও।
কাঁপবে সবাই তোমার ভয়ে, বোবার প্রলাপ মিথ্যা নহে,
খিটিমিটি ছাড়া হেথায় নেই বনিবনাও।

জীবন-ভরা বিড়ম্বনা, ভূতের নাচন নাচা।
বিগ্‌ড়ে গেছে মাথার মগজ, ভেঙ্গেছি তাই খাঁচা।
কুটিলতায় ভরা সমাজ, হাসিমুখে গালিগালাজ,
ইসারা মোর বুঝবে না সে বুদ্ধিটি যার কাঁচা।

রসাতলে যাচ্ছি মোরা, নেইক দেরি আর।
সাগর-জলে হাঙর চলে, হেরি দাঁতের ধার।
ইঁদুর যেন কলে পড়ে' কাটা পায়ে রক্ত ছোঁড়ে,
সত্যহারা, শক্তিহারা, হও গো হুঁসিয়ার।

নেইক আমার কোন নালিশ, ঝগ্‌ড়া বা মিটমাট।
সওদা ফেলে' এলাম চলে' চুকিয়ে মেকির হাট।
গভীর খেদে মরিয়া হয়ে' বেদের মত তাঁবু বয়ে'
বেড়াই ঘুরে, কত দূরে মিলবে খেয়াঘাট।

আমার মত অনেক আছে দরদ জ্বালা পায়।
ভবঘুরে কোথাও যাদের ঘর মেলেনি হায়।
ডাক দিয়েছে কর্ম্মনাশা, টুট্‌লো গুমর উঠল বাসা,
মর্ত্ত্যভূমির কুম্ভ-মেলায় সন্ন্যাসী গান গায়।

বন্দনা

তব আরতির পূজা-উপচার সাজায়ে আজি,
অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননি কুসুম-রাজি ;
জ্যোৎস্না-রেণুর ঝিকিমিকি রচি' আঁচল-ভাঁজে,
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস-সরসী-মাঝে ।

এস মা কবিতা-মুকুতা-মালিকা কণ্ঠে পরি,'
নন্দনবন-তরুমর্ম্মরে শ্রবণ ভরি'—
শুভ্র অভয় স্নেহ-কর-শাখা-পরশ লাগি'
স্পন্দিত প্রাণে আছি মা দীর্ঘ প্রহর জাগি' ।

তোমারি বিশ্ব-বিনোদ-বীণার দিব্য তানে
তন্ময় হয়ে' রহিব, সারদে, তোমারি ধ্যানে
স্বচ্ছ বিশদ, উজ্জ্বল ভাষা দাও মা দাসে,
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মাণিক ললিত ভাষে ।

কল্পে কল্পে তব করুণার কণিকা লভি',
ধন্য হয়েছে কত অভাজন ভক্ত কবি ;
বিচিত্র বাণী করেছে রচনা অমৃতে ভরি'
অক্ষয় যশোময়ূখ-মুকুট গিয়াছে পরি'

কত অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ ছন্দে গাঁথি',
এনেছে ধরায় বৈজয়ন্ত অরুণ-ভাতি ;

সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত সাগর হ'তে
উঠে মা তোমার বোধন-মন্ত্র শ্লোকের স্রোতে।

মনে পড়ে তীর 'সরস্বতী'র, ছায়ায় ঢাকা ;
রক্ত-ফলের বর্ত্তুলে ভরা বটের শাখা ;
নৈমিষবন, হোম-হুতাশন, সুরভি হবি,
বাকল-বসনে ধ্যানের আসনে তাপস-কবি।

এস মা তুষার-কুন্দ-ভূষণা, হে বীণাপাণি,
প্রসীদ, বরদে, পরসাদ-রেণু দাও মা বাণি !
মার্জ্জনা কর অপরাধ মম এ আরাধনে,
এস গো জননি, এস সেবকের হৃদয়াসনে।

বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে

ননীর-চেয়ে-কোমল-হিয়া বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে,
স্বর্গ-পুরীর স্বর্গ হেরি তোমার পানে চেয়ে।
তোমার আঁখি ভর্‌লে জলে তারা-লতায় মুক্তা ফলে,—
ধন্য হ'ল শাঁখের অধর তোমার চুমু পেয়ে।

টগর, বকুল, দোলন্‌-চাঁপা তোমার খোঁপার ফুল—
কমল-বনে নাইতে নাম' এলিয়ে কালো চুল ;
'পুণ্য-পুকুর' আলোয় ভরে' 'সন্ধ্যা' জ্বাল' মোদের ঘরে,
দোদুল সোনার কাণ-বালাতে পদ্মরাগের দুল।

খেলছে আলো ভোমরা-কালো চুলের তরঙ্গে,
হাসছে মধুর-বিজুলি-টীপ উজল ভ্রূভঙ্গে।

আকাশ-ভরা জীবন-গানে স্থর দিয়ে যাও উতল তানে—
মূর্ত্তি ধরে বসন্ত-রাগ মনের সারঙ্গে।

ফুল হয়ে' ঐ তোমার হাসি ফুট্‌ছে উপবনে,
চির-শরৎ-জ্যোৎস্না-রেণু বিলাও গৃহকোণে,
অফুট মুকুল খুলে' খুলে' ভর্‌ছ মধু মনের ভুলে,
ঝঙ্কারিছে রঙ্‌-ফোয়ারা তোমার পরশনে।

অধর-পুটে ফুল-পেয়ালায় আদর-গোলাপ-বারি,—
চাইলে পরে পলক ফেল' লাজের অরুণ-ঝারি,—
এস স্নেহের পরাগ-কেশর, পরিমলের ফাগুন বাসর,
নীল আকাশের স্বপ্ন-মাখা সোনার খাঁচার সারী।

বাঙ্‌লা দেশের বধূ তুমি, বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে,
তোমার দিঠি, মধুর শ্রীটি মধুর সবার চেয়ে।
চারু চিকণ-রুচির গায়ে, বেড়াও তুমি আল্‌তা পায়ে,
শিউরে ওঠে কবির হিয়া, তোমারই গান গেয়ে।

কোথায় এমন স্নিগ্ধ-শুচি, উদার সরলতা,
আনন্দেরি মন্দাকিনীর তরল কলকথা!
মনোহরণ তোমার লীলা ধূসর মরুর তপ্ত শিলা
টলিয়ে দিয়ে গলিয়ে দিয়ে ভুলায় নিঠুর ব্যথা।

পল্লী-মায়ের ফুল্ল মুখের ঘোম্‌টা খুলে দিয়ে
মিটাও ক্ষুধা হৃদয়-গলা ক্ষীর-পসরা পিয়ে—
লো দুলালী আলোর দেশে উষার ডালি আসছে ভেসে,
কোন্ মলয়ের চন্দনেরি গন্ধটুকু নিয়ে।

দেবপূজার ফুলের সাজি রে নির্ম্মলা বালা,
সুধায় ধুয়ে দাও দরদীর দুখের গরল-জ্বালা ;
তোমার সরল ভক্তি-মধুর অঞ্জলিতে প্রাণের ঠাকুর
আপ্‌নি এসে পরেন গলে মন্ত্রপূত মালা।

আঁক্‌ছ দ্বারে লক্ষ্মী-মায়ের পায়ের আলিপনা ;
ধানের শীষে কড়ির ঝাঁপি সাজাও সুলোচনা ;
চঞ্চলারে আঁচল ধরে' বরণ কর খেলার ঘরে
পালায় তোমার কাঁকণ--স্বরে অমঙ্গলের কণা।

লুকিয়ে আছে তোমার মাঝে শকুন্তলা, সীতা,
গায়ত্রী ভগিনী তোমার সাম-গীতোত্থিতা।
শক্তি তুমি, কান্তি তুমি, শান্তিময়ী তীর্থভূমি,
বিবেক-দিবার অমর বিভা হে চিত্ত-বন্দিতা।

বালুকায়

নদীতীরে একা বালুকা গণিতে গণিতে
চমকিনু আমি তোমারি চরণ-ধ্বনিতে।
শীর্ণ জানুতে শ্রান্ত ললাট রাখিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছি তোমারে ডাকিয়া ডাকিয়া
কত পরীক্ষা, কত প্রতীক্ষা সহিয়া
শত যুগ আঁখি রয়েছে শুষ্ক হইয়া,
ধূসর মরুতে চলিয়াছি আশা আঁকিয়া,
বালুকায় লেখা বালুকায় যায় ঢাকিয়া।

পাপিয়ার প্রতি

পী কাঁহা, সে গোপী কাঁহা ?—প্রতিধ্বনি কাঁদে আহা, কই সখী কই ?
হা রে মুসাফির পাখী, কে আর মুছাবে আঁখি দরদিয়া বই ?
পূর্ণশশী করে খাঁ খাঁ, নিথর-নিশুতি-ঢাকা স্তিমিত আঁধারে
রাতের বাতাসে কা'র ফুকারিছে হাহাকার দরিয়ার পারে !

জীয়ন্তে কবরে ভ'রে পাথরে গাঁথিয়া তোরে গিয়াছে পাষাণী,
সাজা দিয়ে গেছে সে তো, ফুল-মধু লাগে তেতো, চলে' গেছে রাণী !
কোথা সে দোসর-সারী, পূরবিয়া সুকুমারী পিয়ারী তুহার ?
ফুটাত' যে চুমু দিয়া, লাজে-লাল 'হুপুরিয়া' কলিকার হার !

আদরিণী যাদুকরী ফুলের গেলাস ভরি' বিলাত' মহুয়া,—
মীলিত-পল্লব-চোখে মাতোয়ারা করে' তোকে মাখাত ফাগুয়া !
মেটেনি সুখের ভুখ্ ? ভুলিস্ নি তার মুখ, সে কি ভুলিবার ?
চাহনির অন্তরালে নখ দিয়ে চোখ গালে, একি রঙ্গ তা'র !—

যে করেছে অশ্রুভাগী—জ্বলি' জ্বলি' তারি লাগি' হ'লি রে মরিয়া,
সঙ্গ-স্মৃতি-বিষ-দাঁতে ফুটা করে কলিজাতে কুরিয়া কুরিয়া !
উলঙ্গ করিয়া হিয়া ক্ষ্যাপার কাকলী দিয়া বুনে' যাস্ সুর,
প্রকাশিতে অপ্রকাশে মুখরি' শকুন্ত-ভাষে কাঁদন-আতুর !

রে বিবাগী ছন্দছাড়া, কোথা যাবি বাসা-হারা ? কোথা ছিল ঘর ?
ক'কিয়ে উঠিস্ বৃথা, ভুলে গেছে পরিচিতা, কে দেবে উত্তর ?
ওরে বন্ধু ভবঘুরে, ভিতরে বাহিরে পুড়ে', জুড়াইবি কোথা ?
'সরল' তরুর ডালে কাঁচা-কাঠে চিতা জ্বালে তপ্ত তোর ব্যথা !

রে চঞ্চল নিরাশ্বাস, ডেকে বুঝি সুখ পাস্ ভুলে যাস্ জ্বালা !
রে মধু-বঞ্চিত পাখী, মিছে আর পিছু ডাকি' ঝুরিস্ নিরালা !
নিরুপায় দুঃখ সহি' অন্তরাত্মা প্রভুদ্রোহী, হানে অভিযোগ,—
কেন মরি আচম্বিতে সাঙ্গ হয় অবনীতে অমরার ভোগ !

কেন নীলাকাশ থেকে মালার আঘাত লেগে রাজ-সীমন্তিনী
বেড়িয়া বল্লভে তা'র নিঃশ্বসিল শেষ বার মূর্চ্ছিতা মোহিনী !
দেশ-কাল পাশরিয়ে সোণার প্রেয়সী নিয়ে কেন রঘুনাথ
বক্ষকে পাঁজরে ঝাঁপি' নিঃসঙ্গ গেছেন যাপি' সীতা-হারা রাত !

বলা শেষ, খেলা শেষ, চাওয়া শেষ, পাওয়া শেষ সুরা-উৎস-প্রায়,
খেয়ালীর ক্ষতিলাভ,—এ-পারের বে-হিসাব সে-পারে ফুরায় !
কোথা সে-পারের পথ, আলোর ললিত গৎ ? উতল নয়ন ;
অসহ-অশান্তি-হরা শেষ-ক্ষুধা-পূর্ণ করা সুধার প্রাশন !

কোন যোগ কারো সনে নাহি সেই চিরন্তনে, পূর্ণশুভ ছাড়া ।
আজো যাঁর স্নেহকোলে করুণার রসে গলে' দিস্ পাখী সাড়া ।
একি হেরি ! ওকি তুই লুটায়ে চুমিস ভুঁই ধূলার মাঝারে ?
রক্তঝরা চঞ্চুপুটে বেদনা সে যায় ছুটে' অজানা আঁধারে ।

সঙ্কল্প

স্বার্থ-অসির ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখে-সুখে টল্‌ব না,
তোষামোদের নিশান হাতে আপ্‌নারে আর ছল্‌ব না ।
স-পৌরুষে দল্‌ব পদে পরাজয়ের কল্পনা,
মঠে মঠে লুটিয়ে মাথা নয়ন-জলে গল্‌ব না ।
বিবেক-বারণ শুন্‌ব শুধু গুরুর নিষেধ মান্‌ব না ।
জীবন্মৃতের মন্ত্রে ভুলে কে র'বে আর আন্‌মনা ।

সত্য ন্যায়ের শাস্ত্র ছাড়া অন্য বিধান জান্‌ব না।
আকাশ-কুসুম লক্ষ্য করে' বাণের ফলা হান্‌ব না।
অভিমানীর সোনার প্রদীপ পূজার ঘরে জ্বাল্‌ব না।
রজস্তম ধূপ-ধুনা-ছাই-কাজল-কালি ঢাল্‌ব না।
বলের সেরা ধ্যানের বলে অকুতোভয় দৃক্‌পাতে।
ভর্‌ব আমার ধর্ম্মশালা অমৃত-রস-ভিক্ষাতে।

'গগন'

আরেক জগতে আছি গগনের কাছাকাছি,
হ'ল সত্য আশঙ্কা-কল্পনা!
আছে স্নেহ, নাই শোক, কোথা সে অমর লোক,
রে নন্দন, আনন্দের কণা?
কপাল হইতে হাত সরাইয়া অকস্মাৎ
হেরি তায় রক্ত দরদর—
লুকানো' সঙ্গীন কা'র খোঁচা দেয় বার বার,—
ঝরে ধারা তপ্ত ঝরঝর্।

আমার দুলাল কই? এ-আমি সে-আমি নই
আমা-ছাড়া একা সে কোথায়?
কথা কই স্বপ্ন দেখে'— যেন কত দূর থেকে
বাছা এসে শিয়রে দাঁড়ায়।
ভাঙ্গে আধ-জাগা ঘুম, যাই তারে দিতে চুম,
ভাবি, আছে কোল্‌টিতে শুয়ে,
অন্ধকারে কত খুঁজি, বিছানা ছাড়িয়া বুঝি
অভিমানে ঘুমায় সে ভূঁয়ে।

চাপা কান্না পড়ে ঝরে' অশ্রু-লোণা পথ ধরে',
গলে' যায় এক মুষ্টি ছাই,—
এ কি কষ্ট, কি কুয়াসা কণ্ঠমাঝে বাঁধে বাসা,
সান্ত্বনার প্রাণে শান্তি নাই।

এ ঘর পছন্দ তোর হ'ল না কি বাছা মোর ?
নিবে গেলি মাণিক আমার !—
এসেছিলি স্বপ্ন দিয়া অফুরন্ত আলো নিয়া
চমকিয়া খনির আঁধার।
আচম্বিতে মনে হয় চোখ টুটে' জল বয়,
সব আছে, সেই নাকি নাই,
লুকোচুরি খেলা দিতে এত বড় পৃথিবীতে
লুকাতে কি পেল না রে ঠাঁই ?

কাঁদে রাতি ব্যথা-ঝড়ে, তারি কথা মনে পড়ে,
সেই কাঁদে হিয়ার মাঝার,
স্বপনের আরশিতে যাই তারে পরশিতে,
ছায়া হাতে ঠেকে বারে বার।
কাঁদে সেও মোর মত মরমে দারুণ ক্ষত,
চায় ছুঁতে আমারি মতন ;
দুজনের মাঝখানে কি যে বাধা সেই জানে,
রূপ-হারা তার পরশন।

পথের বালকে দেখে' কত কথা কই ডেকে,
গগনেরি মত সে তাকায়,
তেমনি মুখের ছাঁদ, অধরে সে চারু ফাঁদ,
তারি মত হাসিটি বিলায়।

মর্ত্ত্য-দিবা-স্বপ্নভরা কচি চোখে এত ত্বরা
কে পরাল ভোলার কাজল !
নূতন অধর-পুটে নূতন অমৃত লুটে"
কোথায় আছিস্ ওরে বল্ ।
তোর সে চোখের খেলা না হেরিলে ভোর-বেলা
আলো যে হ'ত না মোর ঘরে ;
তোরি স্নেহরেণু মোরে নিরমল রূপ ধরে'
নিশিদিন ছিল পুণ্য করে' !

তিলার্দ্ধ আমারে ছেড়ে' থাকিতে হইলে যে রে
চাহিতিস্ আকুতি-কাতর,
এবে না দেখিয়া মোরে আছিস্ কেমন করে'
রে তরুণ পারুল-কেশর ?
তুহারি আঙ্গুল ধরে' আমি যে নতুন করে'
শিখেছিনু চলিতে, হাঁটিতে,—
ধূলার আল্পনা-আঁকা পা দু'খানি নৃত্য-মাখা
পারিজাত ফুটাত মাটিতে ।

তুহারে তুলিয়া পিঠে সয়েছি প্রহার মিঠে
খুসি-ভরা হাতের মুঠায় ;
বায়না, আব্দার ধরে' মেঝেয় আছাড়ি' পড়ে'
দিই নি তো লুটাতে ধূলায় ।

ওরে যাদু, মোর সাথে না খাইলে এক পাতে
খিদে তোর মিটিত না যে রে,
কি ভালই বেসেছিলি ! হাসিখেলা নিরিবিলি
ফুরাইল কি গ্রহের ফেরে !

আহ্লাদ-পুতলি এলি, আদরে-আদরে গেলি
দেখায়ে কেবলি হাসিরেখা,
শেষ আঁখিনীরে ভাসি' ফুটালি সোনার হাসি,
সে হাসি কাঁদায় মোরে একা !
কলিজার ভাঁজে ভাঁজে, আগুনের ফুল্‌কি-মাঝে
আমি সেই হাসির কাঙাল !
দরদ-ভুলান' সেই সুধার তুলনা নেই,
কোথা গেলে পাব রে নাগাল ?—

আচ্‌মকা থেকে থেকে নাম ধরে' উঠি ডেকে,'
কি বলিয়া গেলি ইসারায় ?
ছিঁড়ে যদি যাবি হেন এত জোরে তবে কেন
গিরা দিলি শিরায় শিরায় ?
শূন্য এ কান্নার দিন, ভয়ের জোয়ার ক্ষীণ
থম্‌থমে ক্ষয়ের ভাঁটায় !
না পাই উষার স্পর্শ, হারায়েছে মোর হর্ষ,
সোনালি বুদ্বুদ্ টুটে' যায়।
কি যে এবে অনুভবি, ভাষাতে সে ব্যথা-ছবি
ফুটাইতে বৃথাই প্রয়াস,—
উদ্বাহের শঙ্খমাঝে কি মহাবেদনা বাজে,
ভরা চোখে ঝরে জলোচ্ছ্বাস !

ধূম্র ছায়া বাষ্পে ভরি' আকাশে নিবিড় করি'
তারা-শিশু বলে কি উতলা ?
এ বক্ষে দক্ষিণে-বামে কি দোলা দিবস-যামে
দোলে তুই অয়নের দোলা।

এ কি রে দম্‌কা হাওয়া পিছনে করিছে ধাওয়া ?
ঘূর্ণিপাকে ঘোরে সারা মন,—
চক্রবালে তারা ফোটে, তেমনি সে জেগে ওঠে,
মনে-মনে-চেনা সে নয়ন।
আসিবে আসিবে ফিরে' সে মোর স্নেহের নীড়ে,
ফিরে আসে প্রভাত যেমন,—
মৃত্যু কি ভুলায়ে তারে তিলার্দ্ধ রাখিতে পারে ?—
তিক্ত তার লবণ-চুম্বন।
সত্যই কি হ'ল শেষ, স্নেহের আকুল রেশ ?
তোলে না সুদূর প্রতিধ্বনি ?
এই আছে, এই নাই, আঁখি পালটিয়া চাই,
না হেরি আলোর আগমনী !

সে যে গেছে এক হয়ে' অনন্ত ধারায় বয়ে'
জীবনের ফেনবিম্বে ভাসি'—
ব্যাপি' চিরন্তন-অব্দ অমরাবতীর পদ্ম
রসে গন্ধে ওঠে পরকাশি'।

মহানিশা বাষ্পময়ী ছেয়েছে আমার মহী,
সঙ্কুচিত ব্যোম চরাচর,
একটি অণুর মাঝে রূপাতীত হয়ে রাজে
যুগপৎ তন্দ্রা ও জাগর।

তিমির-কুহেলি থেকে ফিরে এসেছিল কে কে ?
জগৎ-ডুবান' দুখামৃত
মুখ 'পরে উথলায়, পলাতক বেদনায়
জন্মান্তর ছায়ায় বিম্বিত !—

কার মৃত্যুজিৎ স্নেহে ফিরে প্রাণ শবদেহে ?
কবে তাঁর দেউলে, 'গগন,'
তোকে বুকে করে' সেই দেবতার সম্মুখেই
নত-শিরে ফুরাবে বেদন।

এই মর্ম্ম-কাতরতা কোথা শেষ হে দেবতা ?
নিতে বাকি আরো কতখানি!
কি বিচিত্র কল্প তব পূর্ণ করে চিরনব
মায়া-রঙা যবনিকা টানি ?
অগণিত প্রাণী নিয়ে কী-নিঠুর দাগা দিয়ে
একি খেলা খেল' মহেশ্বর ?
না যদি সৃজিতে হায় কিবা ক্ষতি ছিল তায়,
অপার যে ব্যথার লহর!
যদি এ পথের বাসা ভরে' দিলে ভালবাসা,
কেন তবে ভাঙ্গ' গো নিঠুর ?
পুটপাকে লৌহ প্রায় পোড়াইয়া নিরুপায়
কি করুণা দেখাও ঠাকুর ?
না—না তুমি স্নেহরূপে গলে' পড় চুপে চুপে,
জ্বলে' ওঠ দুঃখরূপ ধরে'—
লীলাময়, এ কি দীক্ষা, মর্ম্মান্তিক কি পরীক্ষা,
কি রহস্য জন্ম-জন্মান্তরে!

নেই তুই মোর'ঘরে,— তবু ধান-দূর্ব্বা করে
নিত্য তোরে করি আশীর্ব্বাদ,
ধ্যেয়ানে মুদিয়া আঁখি ক্ষণেক ভুলিয়া থাকি
সংসারীর অনন্ত বিষাদ।

শেফালী

আর একবার বাতায়ন দিয়ে বাতাস আসিল জোরে,
শিহরি' উঠিল বালিকা শেফালী শুইয়া মায়ের ক্রোড়ে ;
নুইয়া পড়িল নীরক্ত ঘাড়, নীল অঙ্গুলি শীর্ণ অসাড়,
চোখের পাতায় সাঁঝের আঁধার জমিল বেদনা-ভরে।

জীবন-পুষ্প পড়িল ঝরিয়া বক্ষে লইনু টানি' ;
থুইলাম এই করতলে সেই ছোট হাত দুইখানি।
তখনো হাসিটি অধরে লাগিয়া, ঘুমায়ে পড়েছে জাগিয়া জাগিয়া—
শুভ্র কপালে শেফালি-পরাগ ঘুমায় স্নেহের রাণী।

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী লুকায়েছে বালুকায়।
এক এক করে' তারা জ্বলে জলে, চাঁদের রূপালি হাসি পড়ে ঢলে',
কাঁদে সে তটিনী ছল-ছল-ছলে অফুরান্ বেদনায়।

দেববালা এক আসে নিতি নিতি, ললাটে তারার টীপ,
চরণ ছুঁইতে উছলে সলিল ডুবে যায় ওই দ্বীপ,
থামে থমকিয়া বন-মর্ম্মর, স্বচ্ছ তরল স্ফটিক-লহর—
আঁচলে মুছিয়া অশ্রু-উজোর ধীরে নোয়াইয়া শির,
চুম্বন করে' যায় সে হেথায় ধূলি-কণা পৃথিবীর।

উষা

উদয়-সুন্দরী উষা অয়ি অকুণ্ঠিতা,
পুণ্য-শুভ্রা সুকুমারি, মহিম-মণ্ডিতা,
কি দেখিছ দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের পর্ব্বতে
উন্মীলি' নলিন নেত্র ? অমৃতের স্রোতে

প্লাবিয়া এ চরাচর ? দেখিছ কোথায়
পুষ্পেরা পেতেছে শয্যা—তুমি শুধু তায়
চরণ ফেলিবে বলি'। সম্ভাষে তোমারে
কোয়েলা আকুল কণ্ঠে, কুঞ্জের দুয়ারে
প্রথম জাগ্রত। আমাদের এই গৃহে
দূর অমরার আভা দাও প্রসারিয়ে
অসংখ্য রশ্মিতে। ওই নীলাকাশতলে
প্রসন্ন সুষমা-গর্ব্বে শান্ত কৌতূহলে
দাঁড়াও করুণাময়ি ! এই অচেতন,
অনাদি নিদ্রার সিন্ধু করহ মন্থন
কঠোর কর্ত্তব্য-দণ্ডে ; এই মৃত্যু-হিম,
বিবর্ণ এ অবয়বে জীবন-রক্তিম-
চ্ছটা দাও হিল্লোলিয়া ; উজ্জ্বল প্রভাতে
তৃষা যেন পূরে তব স্নেহ-বিন্দুপাতে।
নিশীথের মৃত্যু-প্রান্তে নব জন্মে আজি
জনতার তীব্র তূর্য্য উঠে নাই বাজি'
এখনো এখানে দেবি ; জ্যোতির ঝঙ্কারে
তরঙ্গিত তারাস্তোম !—উদাত্ত ওঙ্কারে
মর্ম্মরিত অরণ্যানী, ঝরে রত্নঝারি—
কি সুন্দর ! দেখ দেখ অন্ধ নরনারি !

প্রথম রূপসী তুমি সৌন্দর্য্যের খনি
অশেষ ঐশ্বর্য্যময়ী। সীমন্তের মণি
জ্যোতির্ম্ময়ী দিবা-বালিকার। সবিতার
নর্ম্মসখী, এস নেমে, গাঁথ' ফুলহার
ধরণীর বনে বনে। আকাশ-প্রেয়সি,
করো দীনা বসুধারে সৌম্যা মহীয়সী !

বিধাতার অতুলনা মানস-দুহিতা,
দাঁড়াও মুহূর্ত্ত তরে,—দোহন-উত্থিতা
সুধা-সুমধুর-গীতি শোন' একবার
ওই শষ্প-শ্যাম গোষ্ঠে, পল্লীবালিকার
রণিত কঙ্কণ-চ্ছন্দে ; এ শুভ উৎসবে
এস আজি হাসি-মুখে, এস সগৌরবে,
সীমাহীন সমারোহে ; নির্ম্মম মানবে
হাসিতে শিখাও তুমি আলোক-সম্ভবে.
মূর্ত্তিমতী প্রসন্নতা ! কলঙ্ক-কালিমা
স্পর্শিতে না পারে যেন ধরণীর সীমা ।

এস উষা, এস প্রমা, এস ধ্রুবালোক ;
পৃথিবীর পরমাণু প্রকম্পিত হোক্ ।

রেণু

কথা আজো ফুট্‌লো না দুষ্টুর,
কিন্তু যেটি কর্‌তে বলো করে,
কণ্ঠ বেড়ি' ছোট্ট দু'টি হাতে
ঠোঁটের পাশে ঠোঁটটি তুলে' ধরে ।

দৌড়ে আসে দেখ্‌বামাত্র মোরে,
উড়িয়ে দিয়ে কোঁক্‌ড়া কালো চুল ;
সে যে আমার প্রাণ-মৃণালের কমল,
সে যে আমার স্বপন-পুরীর ফুল ।

সে দেয় ভেঙ্গে নীল আকাশের গুমর,
চটুল চোখে দীপ্ত সজল হরষ ;

দুধের রেখা-আঁকা অরুণ অধর
বুকের মাঝে দেয় রে সুধা-পরশ।

একটি রাতে ফুলিয়ে দু'টি আঁখি
ঘুমায় বাছা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে,
শিথানে তার জ্যোৎস্না পড়ে ফুটি'—
অভিমানে বুকের ভিতর বেঁধে।

রথে-কেনা ডুগ্‌ডুগিটি রাঙ্গা
পড়ে' আছে আল্‌মারিটির কাছে,
চীনের পুতুল, টিনের বাঁশী ভাঙ্গা,
শোলার পাখী ধূলায় লুটাতেছে।

দিলাম চুমু, রাত্রি তখন অনেক,
আস্তে আস্তে মুখটি করে' নীচু,
অপার্থিব সুধায়-গড়া রেণুর
অধর-পুটে পেলাম নূতন-কিছু।

পাগলিনী

আকাশ কোমল লাল পুণ্য প্রভাত কাল,
আছিনু গ্রামের ঘাটে,
ফুটেছে মটর ফুল, নিশার মুকুতা-দুল
ছড়ানো' সবুজ মাঠে।

পরণে বসন লাল, খোলা কুন্তল-জাল,
কাছে এল এক বালা ;

গ্রীবাটি বাঁকায়ে ধরি' দাঁড়াইল সুন্দরী—
আননে করুণা ঢালা।

পায়ের আল্‌তা লাল চুম্বিল কেশ-জাল,
নত করিল সে মাথা ;
গৌর-কণ্ঠে তা'র ভাতিল দীপ্ত হার
শুভ্র শেফালী-গাঁথা।

সহসা নিকটে আসি' উঠিল উচ্চে হাসি'—
প্রতিধ্বনি দিল সাড়া—
দাঁড়ায়ে রহিল চুপ, দেখিনু আরেক রূপ,
নীল চোখে কালো তারা।

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাল মাঠের শেষে
ধূমরাশি পানে চেয়ে—
সমুখে জাগিল ধরা, পাগ্‌লী পাগলে ভরা,—
কাঁদিল অবুঝ মেয়ে।

বুকটি দু'হাতে চাপি' ভীত পাখী সম কাঁপি'
বসিল ধূলার 'পরে ;
কি বলে' সুধাই তা'য়, কথা না জুয়া'ল হায়—
ভাসিনু নয়ন-লোরে।

তখন মেঘের 'পরে সোণার তুফান ঝরে,
চাতকী মেতেছে গীতে ;
দাগ দিয়া নীল নীরে দূরে খেয়া-তরী ভিড়ে,—
ফিরিনু ব্যাকুল চিতে।

কে

ছবির দেশে মিলিয়ে গেল অস্ত চাঁদের শেষ ছায়া,
ভাঙন-ধরা গহন মেঘের পার।
জোয়ার এসে ছাপিয়ে ওঠে কান্না-নদীর ক্ষীণ কায়া,—
দু'কূলভরা প্রতিধ্বনি তার।

কোন্ দিওয়ানা করুণ গীতে, বল্‌তে নারে কার কথা?
আধ্-ঘুমন্ত-জ্যোৎস্না-মাখা-চোখ;
তাকায় কভু আকাশ পানে শিউরে উঠে স্তব্ধতা,—
দেয় না চেনা অচিন্ দেশের লোক!

বদ্‌লেছে কি মানস তব ঝঞ্ঝাবাতের ধাক্কাতে?
আমার মত শূন্য গোধূলিতে
ভুলিয়ে নে যায় নীল আলেয়া বজ্রভরা বেদ্‌নাতে,—
চম্‌কে উঠি নিজের কাঁদন-গীতে!

সাগর-ঢেউয়ের চাপা আওয়াজ কাঁপ্‌ছে স্মৃতির ধূপ-ছায়ায়,
একলা জেগে শুন্‌ছি অনিবার;—
লক্ষ যুগের মৃত্যুফেনা তাকিয়ে আছে ক্ষিপ্তপ্রায়,
গুম্‌রে ওঠে দীর্ঘ অভিসার।

ভাবের নীরব শব্দ-শিখর গল্‌ছে ঝরা উল্কাতে,—
অকাল যতি পড়্‌লো প্রথম গীতে;—
তারার তীরে সুর ঢালে কে বিদায়-বেলার বীণ্-হাতে
কাঁপিয়ে পরাণ করুণ কাঁপনিতে?

—শেষ—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	২	পরণ	পরাণ
৩২	৮	ঝল	ঝলমল
৩৩	৭	বাজার	হাজার
৪২	২০	গোলক	গোলোক
৫০	৩	বহি	বহিঃ
৬৪	২৪	মন্ত্রণা	যন্ত্রণা
৭০	১	নারায়ণে	নারায়ণ
৮১	১১	কপালে	কলাপে
৮৭	২	শিয়াল	পিয়াল
৯০	৯	স্বপ্নময়	স্বপ্নময়ী
৯৩	১২	উজ্জল	উতল
৯৭	১১	ঘেমটা	ঘোমটা
১০৩	১১	চাও	চাওয়া
১১২	১২	কুক	বুক
১১৪	১৫	বালিকা	কলিকা
১২৩	১২	কুন্ড	কুণ্ড
১২৭	১৫	মিলন	মলিন
১২৮	১৭	কাম্যের	কামের
১৩৩	২৪	বিস্মৃত	বিস্মিত
১৩৪	৮	আর্য্য	অর্ঘ্য
১৫৮	১৩	সন্ধ্যাতীর	সন্ধ্যাতরী
১৭৪	২২	তায়	ভায়
১৮৭	১২	আশিসিবে	আশিসিলে
১৯২	৬	এল	এলে
২০৪	১১	রৌদ্রে	রৌদ্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৯	৭	তন্দ্রা	তন্দ্রা
২১১	১	পুরষ	পুরুষ

১৫৪ পৃষ্ঠায় শেষ চরণে 'বাজল মাথায় ঢুকতে ঘরে' হইবে।

২১৫ পৃষ্ঠায় 'রাই' কবিতায় ১০ম চরণের পর নিম্নলিখিত ৪ চরণ ৪র্থ স্তবকরূপে বসিবে।

কতনা কেঁদেছি বুকে মাথা থুয়ে অদূর বিচ্ছেদে
কাছে পেয়ে পাছে আবার কখন হারাই সেই খেদে।
এ যেন দুঃখ নয় ঢুকেছে লজ্জা ভয়
জীবনের তারে দিয়েছ তোমার নামের সুর বেঁধে।